493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.com

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্রান্স অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া
ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ ঃ ৯ সংখ্যা ঃ ২৮ অগ্রহায়ণ- ৪ পৌষ, ১৪২০ ঃ ১৪ ডিসেম্বর - ২০ ডিসেম্বর, ২০১৩, ১০ শফর-১৬ শফর, হিজরি ১৪৩৪, ১৬ পাতা মূল্য ৩ টাকা

মোদি কি পারবেন ভারত বদলাতে

লুঠ শেষ, কংগ্রেসের এবার গা ঢাকা দেওয়ার পালা

ওঙ্কার মিত্র

চার রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়ে দিল সাধারণ মানুষের মন বুঝতে ডাহা ফেল করল সোনিয়া বাহিনী। দুর্নীতি আর কেলেঙ্কারিতে ক্লিষ্ট কংগ্রেস এখন নেতৃত্বেও দৈন্য হয়ে পড়েছে। বিজেপির মোদি মনোনয়নেই প্রায় টালমাটাল অবস্থা। এরই ফাঁকে সমস্ত পাপ রাজনীতিতে নেহাতই দুগ্ধপোষ্য রাহুলের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের আড়াল করতে ব্যস্ত কংগ্রেসের পোড় খাওয়া বাস্তুঘুঘুরা। ভাবটা এমন যেন রাহুলের প্রচার ব্যর্থতাতেই ভরাডুবি হয়েছে। হায় ! রাহুল এতটাই নাবালক তিনি তাঁর কংগ্রেসকে সাফাইয়ের স্বপ্ন দেখেন, দেশভক্ত পরিচ্ছন্ন নেতাদের কথা চিন্তা করেন।

আসলে স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস যে তাস দেখিয়ে বৈতরণী পার করার চেষ্টা করছে এখন আর সেই নেহেরু-গান্ধি পরিবারের ম্যাজিক চলছে না। চিরকালই নেহেরু-গান্ধি পরিবারকে সামনে রেখে কুকর্মের স্রোতে গা ভাসিয়েছে কংগ্রেস। এবারেও দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি এবং মূল্যবৃদ্ধির লুঠ চালিয়ে ভেবেছিল রাহুলগান্ধীকে সামনে এগিয়ে দিয়ে পার পেয়ে যাবে। কিন্তু সম্ভব হয়নি। কংগ্রেসের সামনে এখন শুধুই প্রশ্নের পাহাড়, দেওয়ার মত উত্তর নেই। নির্বাচনে ধরাশায়ী হবার পর সোনিয়া, চিদাম্বরম আবিষ্কার করেছেন মূল্যবৃদ্ধিই তাদের ডুবিয়েছে। এতদিন তারা এটা বুঝতে পারেননি। সাধারণ মানুষের সামনে এমন ন্যাকামি কংগ্রেসের মুখোশকে আরও টেনে খুলে দিয়েছে।

তবে ভাববার কোন কারণ নেই যে কংগ্রেস নেতারা বড়ই বোকা। সোনিয়ারা এখন দিন গুনছেন পালা বদলের। দশ বছর ধরে ইউপিএ সরকারের নামে চুরি , ডাকাতি, রাহাজানি, লুঠ চালাবার পর এবার কিছুদিন গা ঢাকা দেওয়ার পালা। তাই সোনিয়ারা এখন মনে প্রাণে চাইছেন ফের ক্ষমতায় না আসতে। পাঁচটা বছর যাক। ফের অন্য কোনও ভেক ধরে এসে আবার লুঠের রাজত্ব চালানো যাবে। আরে বাবা ! রাজনীতি এখন প্রফেশন। করে-কম্মে খেতে গেলে এসব কৌশলই করতে হয়।

তবে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাতাবরণ বলছে কংগ্রেসের এই আশায় ছাই পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ

এরপর পাঁচের পাতায়

সুপ্রিম কোর্টে লালুর জামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর: আজ সুপ্রিম কোর্ট পশুখাদ্য মামলায় অভিযুক্ত এবং সাজাপ্রাপ্ত আরজেডি নেতা লালুপ্রসাদের জামিন মঞ্জুর করেছেন। তবে আইন অনুযায়ী তিনি অদূর ভবিষ্যতে কোনও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। বর্তমানে আদালতের নির্দেশে লালুপ্রসাদ ৩ অক্টোবর থেকে জেলে বন্দিজীবন কাটাচ্ছেন।

সুন্দরবনের গ্রামে বিদ্যুৎ

বিশ্বজিৎ পাল

ক্যানিং: সমগ্র ভারতের সবথেকে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম সুন্দরবন। অথচ স্বাধীনতার ছয় দশক পরেও সেইভাবে উন্নতির মুখ দেখেনি সুন্দরবনবাসী। এত বছর ধরে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। তবে সম্প্রতি সিদ্ধান্ত হল সাতজেলিয়া-লাহিড়ীপুরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর। বৃহস্পতিবার ক্যানিং মহকুমা কার্যালয়ে জেলাপরিষদের সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী জেলার বিদ্যুৎ কর্মধ্যক্ষ অরবিন্দ প্রামাণিক, মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য, স্থানীয় বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

এরপর পাঁচের পাতায়

কাদেরের ফাঁসিতে পূর্ণতা পেল শাহবাগ আন্দোলন

রফিকুল ইসলাম সবুজ ● ঢাকা

১২ ডিসেম্বর: অনেক নাটকীয়তার পর বৃহস্পতিবার রাতেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধ

কাদের মোল্লার ফাঁসির খবর আসার পর ঢাকার শাহবাগে জনতার উল্লাস। ইনসেটে কাদের মোল্লা। ছবি : প্রতিবেদক

সংগঠনকারীদের অন্যতম 'রাজাকার শিরোমণি' আব্দুল কাদের মোল্লার। রাত ১০ টা ১ মিনিটে জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে ছয়জন ফাঁসি কার্যক্রম শেষ করেন বলে কারা অভ্যন্তরের কয়েকটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। নৃশংসতার জন্য একাত্তর সালে আলবদর বাহিনীর সদস্য মোল্লার কুখ্যাতি ছড়িয়ে ছিল 'মিরপুরের কসাই' নামে। বিচার চলাকালে কাঠগড়ায় থেকেও তার দম্ভোক্তি শোনা গিয়েছিল - 'বাংলাদেশ হয়েছে বলে অনেকের মাতব্বরি বেড়ে গিয়েছে'। অপরাধযজ্ঞের দীর্ঘ ৪২ বছর পর বিচারের পর সাজা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যার জন্য প্রথম কারও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হল। গ্রেফতার হওয়ার ৩ বছর ৫ মাস পর বৃহস্পতিবার রাতেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সর্বোচ্চ দণ্ড কার্যকর করা হয়। ফাঁসি কার্যকরের খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্র রাজধানী ও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উল্লাসের খবর পাওয়া যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

বুড়ুল-গড়চুমুক সেতু হলে বদলে যাবে দুই জেলার পর্যটন অর্থনীতি

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাতগাছিয়া বিধান সভা কেন্দ্রের হুগলী নদীর তীরবর্তী বুড়ুলকে কেন্দ্র করে আদর্শ পিকনিক স্পট ও পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। পর্যটন দফতর এবং এলাকার জনপ্রতিনিধিরা সদর্থক ভূমিকা নিলে এলাকার আর্থিক পরিকাঠামোর আমুল পরিবর্তন হতে পারে। গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রায়পুর থেকে বুড়ুল পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার নদী লাগোয়া রাস্তা পিচ হয়েছে নার্বাডের অর্থ বরাদ্দে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের তৎপরতায় এই রাস্তা সংস্কারের ফলে শহর থেকে মানুষের এই অঞ্চলে যাতায়াতও বেড়েছে। নদীর ধারে অনেক পিকনিক স্পট ও বাগান বাড়িও তৈরি হয়েছে। বুড়ুলে সবুজ গাছ গাছালিতে ঘেরা নদীর পাড়ে শীতের সময় অনেকেই পিকনিক করতে আসেন। বুড়ুল ফেরিঘাট থেকে অনেকে ভুটভুটি-নৌকায় নদীবক্ষে ঘুরতে যান। কিন্তু এখানে বিভিন্ন সমস্যা আছে। যেমন ভাল শৌচালয় নেই, পানীয় জলের সমস্যা আছে। বুড়ুল ফেরিঘাট থেকে লঞ্চ যোগে মাত্র ২০ মিটি হাওড়া জেলার গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্রে যাওয়া যায়।

গড়চুমুকে আটান্ন গেটের কাছে সবুজ অরণ্যে ঘেরা পর্যটন কেন্দ্রটি আছে। যেখানে প্রচুর হরিণ, ময়ূর এবং সজারু আছে। এই পর্যটন কেন্দ্রে প্রবেশের জন্য মাথা পিছু দিতে হয় ৩ টাকা।

এরপর পাঁচের পাতায়

আই এফ এ শিল্ড ফাইনাল ১৯৭০

সেদিন পরিমল দে'র নাম খেলোয়াড় তালিকায় ছিল না

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

১৯৭০ সালের শিল্ড ফাইনালে ইরানের প্যাজ ক্লাবের বিরুদ্ধে পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসেবে খেলা শেষ হওয়ার দশ মিনিট আগে মাঠে নেমে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জয়সূচক গোল করে দলকে জিতিয়েছিলেন পরিমল দে। সেই চমকপ্রদ ঘটনার সুবাদে আগামী ২১ ডিসেম্বর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক শতবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মশাল জ্বালিয়ে সূচনা করলেন প্রখ্যাত ফুটবলার পি. দে। যাঁকে ময়দানের সবাই আজও 'জংলা' বলে আদর করে ডাকেন। যাঁরা সেই খেলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তারা জানেন পরিমল দে সাধারণ পোশাকে সেদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন। তবে যে তথ্য আজও অনেকের অজানা তা হল প্রতিপক্ষ, রেফারি এবং আইএফএ-কে দেওয়া ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের তালিকায় সেদিন পরিমল দে'র নাম ছিল না। বিশেষ সূত্রে পাওয়া খবরে প্রকাশ, ওই দিন যখন খেলা শেষ হতে দশ মিনিট বাকি অথচ গোলশূন্য অবস্থায়

রয়েছে তখন পরিমল দে'কে মাঠে নামানোর তোড়জোড় শুরু হয়। কিন্তু তাঁর নাম তো তালিকায় নেই। তখন জনৈক কর্মকর্তার পরামর্শে একজন খেলোয়াড়ের নাম

এরপর পাঁচের পাতায়

দুই গ্রামীণ ব্যাঙ্কে অফিসার ও ক্লার্ক নিয়োগ

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কে ৫৪২

মিডল ম্যানেজমেন্ট গ্রেট স্কেল টু, জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট স্কেল ওয়ান এবং অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে মোট ৫৪২ জন কর্মী নিয়োগ করা হবে। ২০১৩ শেষভাগে আয়োজিত আইবিপিএস পরিচালিত রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্ক (আরআরবি) পরীক্ষায় যাঁরা স্কোর কার্ড পেয়েছেন তারা আবেদন করতে পারবেন।

বেতনক্রম: অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৭,২০০-১৯,৩০০ টাকা, স্কেল ওয়ান অফিসারের ক্ষেত্রে ১৪,৫০০-২৫,৭০০ টাকা, স্কেল টু অফিসার ১৯,৪০০-২৮,১০০ টাকা। অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১ বছর এবং অফিসার পদের ক্ষেত্রে ২ বছর ট্রেনিং-এ থাকতে হবে।

বিভিন্ন যোগ্যতা ও বয়স:আইবিপিএস পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ক্ষেত্রে দুই বিভাগের অফিসারদের প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ১৯ নম্বর এবং তপশিলিদের, তপশিলি প্রতিবন্ধীদের ও তপশিলি প্রাক্তন সেনাকর্মীদের ক্ষেত্রে ১৭ নম্বর থাকতে হবে। তবে মোট নম্বর ৯৮ ও তপশিলিদের ক্ষেত্রে ৯৫ হতে হবে স্কেল ওয়ান অফিসারদের। স্কেল টু অফিসারদের ক্ষেত্রে ওই নম্বর হবে ১০৭ ও ১০১।

অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টদের ক্ষেত্রে এই নম্বর প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ১৯-১৭ এবং মোট নম্বর ৯৫-৮৮ হতে হবে।

আইবিপিএস পরীক্ষার প্রাথমিক স্কোরের সঙ্গে ইন্টারভিউয়ের নম্বর ভিত্তি করে কর্মী নিয়োগ করা হবে। ইন্টাভিউ হবে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর হেডঅফিসের তত্ত্বাবধানে।

আবেদন পদ্ধতি: আবেদন করতে হবে অনলাইনে। ওয়েবসাইট www.bgvb.co.in. ২০১৩ আইবিপিএস-এর আরআরবি পরীক্ষার জন্য আপনার যে ইমেল আইডি ব্যবহার করেছিলেন এবারও আবেদন করার সময় সেই ইমেল আইডি ব্যবহার করতে হবে। কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্ত ফর্ম পূরণ করে সম্প্রতি তোলা একটি পাসপোর্ট মাপের ছবি দিতে হবে। ছবির সই এমনভাবে হবে যাতে সইয়ের কিছু অংশ আবেদন পত্রে থাকে।

মনে রাখবেন, ইন্টারভিউয়ের সময় এই আবেদনের প্রিন্ট আউট, অতিরিক্ত ৩ কপি ফটো, আইবিপিএস স্কোর কার্ডের প্রিন্ট আউট, সচিত্র পরিচয়পত্র, মাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট, কম্পিউটার কোর্সের সার্টিফিকেট ও প্রতেকটির অ্যাটেস্টেড জেরক্স কপি।

রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর ২০১৩। ইন্টারভিউয়ের জন্য কললেটার প্রার্থীর ঠিকানায় ডাকে বা কুরিয়র করে পাঠানো হবে। কল লেটারে প্রার্থীর ছবি দিতে হবে।

গুরগাঁও ব্যাঙ্কে ৯৫ জন নিয়োগ

গুরগাঁও গ্রামীণ ব্যাঙ্কে মিডল ম্যানেজমেন্ট অফিসার স্কেল টু, স্কেল ওয়ান এবং জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট স্কেল ওয়ান ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে মোট ৯৫ জন নিয়োগ করা হবে। ২০১৩ সালের শেষভাগে আইবিপিএসের কমন রিটেন এগজামিনেশন ফর রিজিয়নাল রুরাল ব্যাঙ্ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাঁরা স্কোর কার্ড পেয়েছেন তাঁরাই আবেদন করতে পারেন।

শূন্যপদ: ১) অফিসার স্কেল থ্রি, ২) অফিসার স্কেল টু (জেনারেল ব্যাঙ্কিং), ৩) অফিসার স্কেল টু (আইটি), ৪) অফিসার স্কেল টু (সিএ), ৫)অফিসার স্কেল টু (ল), ৬) অফিসার স্কেল টু (ট্রেজারার), ৭) অফিসার স্কেল টু (মার্কেটিং), ৮) অফিসার স্কেল টু (এগ্রিকালচার), ৯) অফিসার স্কেল ওয়ান, ১০) অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট।

বিভিন্ন যোগ্যতা ও বয়স: আইবিপিএস পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ক্ষেত্রে দুই বিভাগের অফিসারদের প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ১৯ নম্বর এবং তপশিলিদের, তপশিলি প্রতিবন্ধীদের ও তপশিলি প্রাক্তন সেনাকর্মীদের ক্ষেত্রে ১৭ নম্বর থাকতে হবে। তবে মোট নম্বর ৯৮ ও তপশিলিদের ক্ষেত্রে ৯৫ হতে হবে স্কেল ওয়ান অফিসারদের। স্কেল টু অফিসারদের ক্ষেত্রে ওই নম্বর হবে ১০৭ ও ১০১। অফিসার স্কেল থ্রি পদের ক্ষেত্রে এই নম্বর হতে হবে ১০৯-১০১।

অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টদের ক্ষেত্রে এই নম্বর প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ১৯-১৭ এবং মোট নম্বর ৯৫-৮৮ হতে হবে।

আইবিপিএসের স্কোর কার্ডের সঙ্গে ইন্টারভিউয়ের নম্বর যোগ করে কর্মী নিয়োগ করা হবে। ইন্টারভিউ সেন্টারের নাম ও ঠিকানা ডাকে পাঠানো কললেটারে দেওয়া থাকবে।

বেতনক্রম: অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৭,২০০-১৯,৩০০ টাকা। অফিসার স্কেল ওয়ান ১৪,৪০০-২৫,৭০০ টাকা, অফিসার স্কেল টু ১৯,৪০০-২৮,১০০ টাকা, অফিসার স্কেল থ্রি ২৫,৭০০-৩১,৫০০ টাকা। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১ বছর ও অফিসার পদের ক্ষেত্রে ২ বছর ট্রেনিংয়ে থাকতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আবেদন করতে হবে অনলাইনে। ওয়েবসাইট www.gg-bank.org. ২০১৩ আইবিপিএস-এর আরআরবি পরীক্ষার জন্য আপনার যে ইমেল আইডি ব্যবহার করেছিলেন এবারও আবেদন করার সময় সেই ইমেল আইডি ব্যবহার করতে হবে। কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্ত ফর্ম পূরণ করে সম্প্রতি তোলা একটি পাসপোর্ট মাপের ছবি দিতে হবে। ছবির সই এমনভাবে হবে যাতে সইয়ের কিছু অংশ আবেদন পত্রে থাকে। মনে রাখবেন, ইন্টাভিউয়ের সময় এই আবেদনের প্রিন্ট আউট, অতিরিক্ত ৩ কপি ফটো, আইবিপিএস স্কোর কার্ডের প্রিন্ট আউট, স্বচিত্র পরিচয়পত্র, মাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট, কম্পিউটার কোর্সের সার্টিফিকেট ও প্রতেকটির অ্যাটেস্টেড জেরক্স কপি। রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৩। ইন্টারভিউয়ের জন্য কললেটার প্রার্থীর ঠিকানায় ডাকে বা কুরিয়র করে পাঠানো হবে। কল লেটারে প্রার্থীর ছবি দিতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান ছাত্রদের নৌবাহিনীতে নিয়োগ

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অংক ও ফিজিক্স সহ মোট ৬০ শতাংশ নম্বর থাকা অবিবাহিত পুরুষদের নৌবাহিনীতে আর্টিফিশার অ্যাপ্রেন্টিস পদে নিয়োগ করা হবে। তবে উচ্চমাধ্যমিকে অন্যতম বিষয় হিসেবে রসায়ন অথবা জীববিদ্যা বা কম্পিউটার সায়েন্স থাকা চাই।

শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা ১৫৭ সেমি সেই অনুযায়ী ওজন ও বুকের ছাতি থাকতে হবে। বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি. ফুলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। দৃষ্টিশক্তি চশমা ছাড়া ৬/১২, চশমা সহ ৬/৯ হতে হবে। রং চেনার ক্ষমতা সিপিটু মানের হওয়া চাই। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, মানসিক অসুস্থতা, হৃদযন্ত্রে সমস্যা, কানে অপারেশন হয়ে থাকলে চলবে না।

বয়স ১৭-২০'র মধ্যে।

বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২০০০ টাকা। মিলিটারি সার্ভিস পে ২০০০ টাকা।

পরীক্ষাপদ্ধতি: প্রার্থী বাছাইয়ের লিখিত পরীক্ষা হবে মার্চ-এপ্রিল মাসে। তারপর হবে শারীরিক সক্ষমতা ও মেডিকেল টেস্ট। লিখিত পরীক্ষায় থাকবে সাধারণ জ্ঞান, অংক, বিজ্ঞান ও ইংরাজির ওপর অবজেকটিভ প্রশ্ন। প্রশ্নপত্র হবে ইংরাজি ও হিন্দিতে। সময় ১ ঘন্টা।

শারীরিক সক্ষমতায় থাকবে ৭ মিনিটে দেড় কিলোমিটার দৌড়, ২০টি স্কোয়াট আপ এবং ১০টি পুশ আপ। পরীক্ষার সময় যাবতীয় শংসাপত্রের আসল নিয়ে যাবেন। ফাইনাল মেডিকেল টেস্টের সময় কললেটারের সঙ্গে পুলিশ ভেরিফিকেশন ফর্ম পাঠানো হবে। এই ফর্ম ট্রেনিং-এ যোগদান করার সময় দিতে হবে।

দরখাস্ত পদ্ধতি: www.nausenab-harti.nic.in. অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর সেটির দুটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। প্রিন্ট আউটের সঙ্গে অ্যাপ্লিকেশন নম্বরটি পাওয়া যাবে। নম্বরটি টুকে রাখবেন। প্রিন্ট আউটের সঙ্গে দেবেন সাম্প্রতিক একটি পাসপোর্ট মাপের ফটো। নীল ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ফটো তুলবেন। এছাড়া দেবেন মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, উচ্চমাধ্যমিকের মার্কসিট বা সার্টিফিকেট এবং স্থায়ী বসবাসের সার্টিফিকেট ও এনসিসি বা খেলাধুলা করার শংসাপত্র প্রত্যেকটির অ্যাটেস্টেড জেরক্স। নিজের নাম ঠিকানা লেখা ২২ বাই ১০ সেমি. একটি খামের উপর ১০ টাকার স্ট্যাম্প দেবেন। দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ও নথিপত্রের জেরক্স কপি ভরা খামের উপর অবশ্যই লিখবেন 'অনলাইন এ এ অ্যাপ্লিকেশন ১৩৬ ব্যাচ অ্যান্ড ১০ঔ২ পার্সেন্টেজ- (শূন্যস্থান)। এই শূন্যস্থানে উচ্চমাধ্যমিকের প্রাপ্ত নম্বরের পার্সেন্টেজ লিখবেন। ডাকে পাঠাবেন এই ঠিকানায় - পোস্টবক্স নম্বর ৪৭৬, গোল ডাকখানা, জিপিও, নিউদিল্লি-১১০০০১। পৌঁছানোর শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৩।

পশ্চিমবঙ্গে সর্বশিক্ষা মিশনে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও ইনফর্মেশন সিস্টেম কর্মী চাই

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যের সব জেলায় মোট ৭২৮ জন ডাটা এন্ট্রি ও ব্লক মেনেজমেন্ট ইনফর্মেশন সিস্টেম কোঅর্ডিনেটোর নেবে রাজ্যের সর্বশিক্ষা মিশন। ১ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হবে রাজ্যের সব জেলার ব্লক ও আর্বান লেভেল রিসোর্স সেন্টারে। যে জেলার জন্য প্রার্থী আবেদন করবেন, প্রার্থীকে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। দুই পদের মিলিয়ে জেলা অনুযায়ী **শূন্যপদ:** দার্জিলিং-৮, কোচবিহার-১২, শিলিগুড়ি-৫, জলপাইগুড়ি-১৩, উত্তর দিনাজ পুর-৯, দক্ষিণ দিনাজপুর-৮, মালদহ-১৫ বীরভূম-১৯, বাকুড়া-২২, বর্ধমান-৩১, হুগলী-১৮, হাওড়া-১৮, কলকাতা-১০, মুর্শিদাবাদ-২৬, নদিয়া-১৭, উত্তর ২৪ পরগনা-২৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-২৯, পূর্ব মেদিনীপুর-২৫, পশ্চিম মেদিনীপুর-২৯, পুরুলিয়া-২১।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্লক ম্যানেজমেন্ট ইনফর্মেশন সিস্টেম কোঅর্ডিনেটার: বিসিএ অথবা কম্পিউটার সায়েন্সে বিএসসি। অথবা ডোয়েক-এ লেভেল সহ স্নাতক। সঙ্গে কম্পিউটারে এমএসঅফিস ও ওরাকেল বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক।

ডাটা এন্ট্রি অপারেটর: ৫০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক সঙ্গে কম্পিউটারে ইংরাজি ও বাংলায় মিনিটে ৩০ টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে উইনডোজ ৯৮, এমএসএফিস, পেজমেকার, বাংলা সফটওয়ারের কাজ জানতে হবে।

এরপর পনেরো পাতায়

নিখোঁজ মেয়েকে ফিরে পাওয়ার দাবিতে অনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার: পুলিশের দরজায় মাথা খুঁটেও কোনও সুরাহা হয়নি। অবশেষে নিখোঁজ মেয়েকে ফিরে পাওয়ার আশায় পুলিশের গাফিলতির বিরুদ্ধে ডায়মন্ডহারবার বুনোর হাটের বাসিন্দা রবি সর্দার ও তাঁর স্ত্রী শ্যামলী সর্দার অনশন শুরু করলেন। তাঁদের একমাত্র মেয়ে অপর্ণা ছিল স্থানীয় শিশুরাম দাস শত সংঘ জুনিয়র হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। গত একবছর আগে কুলপীর দেরিয়াতে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অপর্ণা নিখোঁজ হয়ে যায়। তারপর থেকে রবিবাবু ও শ্যামলী দেবী ডায়মন্ডহারবার থানা থেকে শুরু করে এসডিপিও ও এসপি অফিসে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু পুলিশ উদ্ধারের ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। দম্পতির অনশনকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। যদিও জেলা পুলিশ সুপার প্রবীন কুমার ত্রিপাঠী জানান, ঘটনাটি বিস্তারিত খোঁজ নিয়ে দেখব।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর ফেব্রুয়ারির ৩ তারিখে কুলপির দেরিয়াতে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় বছর তেরোর ছাত্রী অপর্ণা। বাবা রবি সর্দার পেশায় রাজমিস্ত্রি। মেয়ের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পিছনে প্রতিবেশি যুবক সক্কু মোল্লার হাত রয়েছে বলে ডায়মন্ডহারবার ও কুলপী থানায় অপহরনের অভিযোগ দায়ের করেন রবিবাবু। কিন্তু কোনও সুরাহা না হওয়ায় দ্বারস্থ হন ডায়মন্ডহারবার

ছবি : সৌরভ মণ্ডল

এসডিপিও ও জেলা পুলিশ সুপারের দফতরে। তাতেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। এদিকে ঘটনাটি চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত সক্কু মোল্লা। মেয়ের চিন্তায় রবিবাবু অসুস্থ হয়ে পড়ায় সংসারের হাল ধরতে অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ শুরু করেন শ্যামলী দেবী। এখানেই শেষ নয়। দম্পতীর লড়াকু মনোভাবকে দমানোর জন্য অভিযুক্ত ও তার পরিবার প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকে বলে অভিযোগ।

হুমকি উপেক্ষা করেও মেয়েকে ফিরে পাওয়ার আশায় দম্পতী আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের কাছে।

কোনও সদুত্তর না পাওয়ায় পুলিশের গাফিলতির বিরুদ্ধে অবশেষে রবিবার থেকে অনশন শুরু করেছেন দম্পতী। রবিবাবুর অভিযোগ, মেয়েকে উদ্ধারের ব্যাপারে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশের কাছে মাথা কুটেছি। মেয়েকে ফিরে পাওয়ার আশায় বাধ্য হয়ে পুলিশি গাফিলতির বিরুদ্ধে অনশন শুরু করেছি। যতদিন না মেয়েকে ফিরে পাব এই অনশন চলবে। মেয়েকে না পেলে অনশন চালিয়ে মৃত্যু বরণ করব।

ডায়মন্ডহারবারের এস.ডি.পিও চন্দন কুমার নিয়োগি জানান, এর আগেও ওই ছাত্রী প্রেম করে প্রতিবেশি যুবক সক্কুর সঙ্গে পালিয়েছিল। তখন ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। একইরকমভাবে আবারও ওই যুবকের সঙ্গে পালিয়েছে। অভিযুক্ত যুবকের পাশাপাশি ছাত্রীর খোঁজ চলছে। দ্রুত উদ্ধার করা হবে ছাত্রীকে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের শপথ সুন্দরবন দিবসে

ছবি অরিজিৎ নাইয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সুন্দরবনে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী এক বছর জরুরি ভিত্তিতে কাজ করবে রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর। বুধবার পাথর প্রতিমা গুরুদাস পুর মহেন্দ্র ইন্দ্র বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে সুন্দরবন দিবসের অনুষ্ঠানে একথা বলেন, দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মণ্টুরাম পাখিরা। মন্ত্রী বলেন, ২০১৩-১৪ আর্থিক বর্ষে দফতরের বাজেট ধরা হয়েছে ৩০০ কোটি টাকা। আমরা দফতরের পক্ষ থেকে গোটা সুন্দরবন জুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে মূল কাজ করব। সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকের প্রত্যেকটি কাঁচা রাস্তাকে পাকা করা হবে। কংক্রিটের সেতু, জেটি ও অসংখ্য কালভার্ট তৈরি করা হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্য সহজে বাজারগত করা যাবে। এর ফলে পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনের বেকার যুবক যুবতীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। এদিন উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁতে অন্য একটি অনুষ্ঠান হয়। পাথর প্রতিমার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করার কথা ছিল বাণিজ্য মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জির। কিন্তু বিশেষ কারণে পার্থ চ্যাটার্জির উপস্থিত না থাকায় মথুরাপুরের সাংসদ চৌধুরি মোহন জটুয়া প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানে সূচনা করেন।

এদিন সন্ধেয় অনুষ্ঠানে হাজির হন পার্থ চ্যাটার্জি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দফতরের চেয়ারম্যান স্থানীয় বিধায়ক সমীর জানা, বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার এবং দফতরের সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী প্রমুখ। ২১অগাস্ট সুন্দরবন দিবস পালন অনুষ্ঠানের সূচনা হল বাম আমলে।

মূলত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ফলের চারা বিতরণ করা হত এদিন। এবার থেকে ১১ ডিসেম্বর দিবস পালন হবে বলে জানান মন্ত্রী।

মণ্টুরাম দিবস পালন সম্পর্ক এদিন বলেন, ২১ আগস্ট সুন্দরবন দিবস পালনে কোন বিশেষত্ব ছিল না। তবে ১১ ডিসেম্বর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে সুন্দরবন স্বীকৃতি লাভ করে। সেই দিনের কথা মাথায় রেখে এবার থেকে ১১ ডিসেম্বর পালন করা হবে। আগামী বছর প্রত্যেকটি ব্লকে ও স্কুলে দিবস পালন করা হবে। অনুষ্ঠানে সুন্দরবনের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করে দফতর।

তৃণমূল ও সিপিএমকে আক্রমণ তথাগতর

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার , বারুইপুর: বিজেপির রাজ্যনেতা তথাগত রায় বারুইপুর থানার সামনে রাস্তার ওপর মঞ্চে দাঁড়িয়ে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রের কংগ্রেস, রাজ্যের তৃণমূল সরকার এবং বিরোধী সিপিআই(এম) দলকে। তিনি বলেন, যেভাবে পেট্রোল, ডিজেল গ্যাসের দাম বাড়াচ্ছে কংগ্রেস সরকার তাতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। নরেন্দ্র মোদিকে দেখে নয় মানুষ বিজেপিকে চায় বলেই ভোট দিয়েছে সাম্প্রতিক কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে। দুটি রাজনীতি আছেএকটি ভোট ব্যাঙ্ক অপরটি উন্নয়ন। নরেন্দ্র মোদি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে চায়। তিনি মমতা ব্যানার্জিকে তীব্র আক্রমণ করেন, মুসলিম তোষণের অভিযোগ তুলে। একই সঙ্গে বলেন, গত ৩৫ বছরে সিপিআই(এম)-এর একমাত্র চিন্তা ছিল রাজ্যের উন্নয়নের না করে মানুষকে দরিদ্র করে রাখা। এই সভায় সেদিন ারও উপস্থিত ছিলেন, সাধারণ সম্পাদক রবীন চ্যাটার্জি, বারুইপুর মহকুমা যুব মোর্চা নেত্রী মিঠু মুখার্জি, দক্ষিণ ২৪ পরগণার যুব মোর্চা নেতা হিল্লোল বসু।

ম্যানগ্রোভ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বিপুল সমারোহের সঙ্গে ৬-৮ ডিসেম্বর পালিত হল ক্যানিং মহকুমার গোসাবা থানার বালিদ্বীপে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ উৎসব। পাশাপাশি ওই তিনদিনই ক্যানিং থানার রেলওয়ের পার্শ্বস্থ মাঠে সম্পন্ন হল আবৃত্তি, লিটল ম্যাগাজিন এবং গান মেলা। এই মেলা উদ্বোধন করেন কুমার শানু। এছাড়া মেলায় উপস্থিত ছিলেন

জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি শৈবাল লাহিড়ী, বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক লুৎফর রহমান, হামিদুল ইসলাম আজম প্রমুখ। সহ সভাপতি বলেন, এই মেলার মধ্যে দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মেল বন্ধন মজবুত হল। কৃষ্টি-সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষার দিক উজ্জ্বল হবে। সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ উৎসবের পরিচালক সংস্থা বালি নেচার অ্যান্ড ওয়াইল্ড কনজারভেশন সোস্যাইটির কর্ণধার অনিল মিস্ত্রী বলেন, সুন্দরবনের মানুষকে সচেতন করতে এই উৎসব। সভ্যতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে দিয়ে এই অরণ্যের বনজ সম্পদ ক্রমশ অবলুপ্তির পথে। তাই মানব সভ্যতার অস্তিত্ব বজায় রাখতে এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য সংরক্ষণের একান্ত প্রয়োজন। সুন্দরবনের মানুষই পারে সুন্দরবনকে বাঁচিয়ে রাখতে।

মহেশতলার কংগ্রেসের উপ পৌরপ্রধানকে অব্যাহতি

বরুণ মণ্ডল, মহেশতলা : মহেশ তলা পঞ্চম পৌরসভা নির্বাচনের আগে চতুর্থ পৌর পরিষদ সদস্যবর্গের এক বড়সড় রদবদল করলেন পৌর প্রধান। গত ৪ ডিসেম্বর ১ নম্বর ওয়ার্ডের নবনিযুক্ত পৌর প্রতিনিধির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শেষবারের মতো রদবদল করেন পৌরপ্রধান দুলাল দাস। এদিন চিঠি দিয়ে কংগ্রেসের উপ পৌরপ্রধান প্রশান্ত মণ্ডলকে সরিয়ে সে জায়গায় আনা হয়েছে জল দফতরের সিআইসি থাকা তৃণমূলের আবুতালেব মোল্লাকে। অন্যদিকে তাঁর দায়িত্বে আনা হল নয়া তৃণমূলের পৌর প্রতিনিধি পীযুস দাস এবং আলো দফতরের সিআইসি-র দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আকড়ার রাজিয়া খাতুন।

শপথ অনুষ্ঠানে পৌরপ্রধান দুলাল দাস বলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের আর কোনও জোট থাকছে না। কারণ পুর তৃণমূল এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। পদ পরিবর্তনের পর ২০০৯-এ চতুর্থ পৌরপ্রধান পারিষদবর্গের মাত্র একজন স্বাস্থ্য দফতরের তৃণমূলের সিআইসি ব্যানার্জি হাটের তমোনাথ ভৌমিক টিকে রইলেন। অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে পূর্ত দফতরের সিআইসি পদ ছাড়লেন অমলেশ সরকার। তাঁর জায়গায় এসেছেন সমাজ কল্যাণ দফতরের তাপস হালদার। শিক্ষা দফতরে সিআইসি হয়ে এলেন বাটাগরের মিনতি বাগ। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের পৌর প্রতিনিধিরা।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
BISHNUPUR-I DEV. BLOCK,
BHASA, SOUTH 24-PARGANAS.

Memo No: 2418 **Dated:13/12/13**

Invitation of Application for Contractual Engagement of GRS

Applications has been invited vide Memo No 2415(17) dated 13/12/13.from eligible candidates residing within Andharmanik, Keoradanga, Panakua Gram Panchayat for Engagement of Gram Rojgar Sevak for MGNREGS work in Andharmanik, Keoradanga, Panakua Gram Panchayat . But if eligible candidates with requisite qualification is not available in these Gram Panchayats, eligible candidates with requisite qualification as may be available in other GPs within this Block may be considered. .
Details criterion regarding Age, Educational qualification,mode of selection has been displayed in the Notice board of the office of the undersigned and in the Office of the all Gram Panchayats under this Block Jurisdiction. Engagement Notice may be displayed shortly in the Website www.s24pgs.gov.in.Last date of receipt of application is 30/12/13.

Sd/-
B.D.O. & P.O., MGNREGS WB
Bishnupur – I Dev. Block
Bhasa, Post & P.S.: Bishnupur,Pin-743503
South 24 Parganas

নোদাখালী থানায় মানবাধিকার দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: গত ১০ ডিসেম্বর দক্ষিণ শহরতলীর নোদাখালী থানায় বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উদযাপিত হল। থানার আইসি তমাল দাসের ঐকান্তিক উদ্যোগেই এই প্রথম থানায় বিশ্বমানবাধিকার দিবস উদযাপিত হল। আইসি তমাল দাস তাঁর বক্তব্যে বলেন, সংবিধানে মানুষের অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে আমাদের রাজ্যে মানবাধিকার বিষয়টি একটি আইনে রূপান্তরিত হয়। আইসি বলেন, প্রতিটি মানুষের উচিত সংবেদনশীল এবং মানবিক হওয়া। মানুষের অধিকার যাতে কোথাও লঙ্ঘিত না হয় সেটা সব স্তরের মানুষের দেখা উচিৎ। বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য নেলসন ম্যান্ডেলা, সুকির নাম আলোচনায় উঠে আসে। জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন কুমার রায় সহ এলাকার বিশিষ্ট মানুষজন এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

পর্যটক টানতে নতুন ৫টি কটেজ অযোধ্যার হিলটপে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া : পুরুলিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আর তাই পর্যটকদের সুবিধার্থে অযোধ্যা পাহাড়ের হিলটপে তৈরি করা হচ্ছে পাঁচটি নতুন কটেজ। এছাড়াও আগামী বছরের শুরুতেই সংস্কার করা হচ্ছে অযোধ্যা পাহাড়ের সামগ্রিক জঙ্গল উন্নয়ণ পর্ষদ (সিএডিসি)-আবাসের তিনটি পর্যটক কটেজ এবং তৈরি করা হচ্ছে ডরমেটরি। নতুন পাঁচটি কটেজ তৈরি করতে খরচ হচ্ছে ৮৩ লাখ টাকা। অন্যদিকে কটেজ সংস্কারের এবং ডরমেটরি তৈরি করার জন্য অনুমোদন করা হচ্ছে ২কোটি ১৯ লাখ টাকা। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পর্যটন শিল্প চাঙ্গা করতে কুচরিরেখাতে একটি নতুন ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে তুলে ধরারও পরিকল্পনা রয়েছে। এখানে ৫কোটি৮৮ লাখ টাকা ব্যয়ে চারতল বিশিষ্ট একটি ইয়ুথ হস্টেল তৈরি করতে চলেছে যুব দফতর।

বাঘমুণ্ডি ব্লকের উদ্যোগে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে আরও ২৫টি ডরমেটরি খোলা হবে। এই প্রকল্পে ব্লক প্রশাসন ২৯ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছে। গত শীতের মরসুমেও মাওবাদীর আতঙ্ক ভুলে পাহাড়ে পর্যটকদের ঢল নেমে ছিল। কিন্তু অয্যোধা পাহাড়ে থাকার অপ্রতুলতার কারণে মার খাচ্ছে পর্যটন শিল্প। অনেক পর্যটকই আসতে চান না। এই খবর পর্যটন দফতর মারফত মুখ্যমন্ত্রীর কানে গিয়ে পৌঁছায়।

সম্প্রতি পুরুলিয়ায় সফরে এসে জেলা সরকারি আধিকারিকদের থাকার সুবন্দোবস্ত গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়ে যান মমতা। তারই ফলশ্রুতি এই কটেজ, ডরমেটরি এবং যুব আবাস তৈরির কাজ। শুধু থাকার জায়গা নয় পর্যটকদের বিনোদনের জন্য ট্যুরিস্ট গাইড নিয়োগ করা হয়েছে সিএডিসি। ছৌ, ঝুমুর এবং বিভিন্ন সাঁওতাল নাচের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কটেজের রুমে থাকছে ছৌ নাচের মুখোশ সহ লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী।

পুরুলিয়া জেলা শাসক তন্ময় চক্রবর্তী বলেন, পর্যটকদের আরও বেশি করে থাকার ব্যবস্থার জন্য তৈরি হচ্ছে এই কটেজ ও ডরমেটরি। যাতে পুরুলিয়ায় ঘোরার পর রাত কাটানোর জন্য অসুবিধার মুখে না পড়তে হয় পর্যটকদের।

শহরের ১৫টি পয়েন্টে সিসিটিভি

বিশু হাজরা, বর্ধমান : জনবহুল এলাকায় নজরদারি বাড়াতে বর্ধমানে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা বসতে চলেছে পৌরসভার উদ্যোগে। একটি বেসরকারি সংস্থা নিখরচায় সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি বসাতে চলেছে। এরজন্য পৌরসভাকে কর দেবে ওই বেসরকারি সংস্থাটি। বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ স্বরূপ দত্ত জানিয়েছেন, প্রথম পর্যায়ে শহরের জনবহুল এলাকার ১৫টি পয়েন্টে সিসিটিভি লাগানোর কাজ শুরু হবে। বর্ধমান থানায় ক্যামেরা স্ক্রিনের মধ্য দিয়ে চলবে নজরদারি। বর্ধমানের জিটি রোডের স্টেশন চত্বর-বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে বীরহাটার মোড়, হাসপাতাল এবং উত্তর ফটক যাওয়ার রাস্তা সহ শহরের ব্যস্ততম রাস্তায় সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পৌরসভার তরফে জানানো হয়েছে, বেআইনি পাকিং, দুর্ঘটনা, অপরাধমূলক কাজকর্মের ওপর নজর রাখা সম্ভব হবে পুলিশ প্রশাসনের। আগামী বছরের প্রথমের দিকেই সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর কাজ শেষ হয়ে যাবে।

নতুন ভবনের ভিত পুজো হল বিদ্যানগর কলেজে

মীরা কুণ্ডু, দক্ষিণ ২৪ পরগণা : প্রণব স্যার। মানে রাষ্ট্রপতি প্রণব ধীরেন্দ্রনাথ বেরার প্রতিষ্ঠিত কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। এরপর সময় অনেকটা বয়ে গিয়েছে কিন্তু নিজের কর্মস্থলকে ভুলে যান তিনি। তাঁকেও ভোলেননি কলেজের তাঁর সময়কার সহকর্মী থেকে শুরু করে অন্যান্যরা। তাই নতুন ভবনের ভিত পুজোর দিনেও বার বারই তাঁরই কথা উঠে এসেছে বর্তমান অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী থেকে পুরনো সহকর্মীদের মুখে।

ভিতপুজোর শুরুতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক সূর্য আগরওয়াল। ছবি :প্রণব বাগ

গত ১ডিসেম্বর কলেজ চত্বরে নতুন ভবনের ভিত পুজো হয়। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যানগরের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ, পরিচালন সমিতির সদস্য, কলেজের প্রাক্তন-বর্তমান অধ্যাপক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা। কলেজ উন্নয়নের জন্য প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে ১০ কোটি ২৩ লাখ টাকা আর্থিক সাহায্য পায় বিদ্যানগর কলেজ। ২০১১ সালে কলেজের সেমিনারের এসে উন্নয়নের জন্য সহায়তার করার কথা বলেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। চলতি বছরে ২০জানুয়ারি ইউজিসি-র অর্থানুকূল্যে সেই নতুন ভবনের শিলান্যাস করেছিলেন রাষ্ট্রপতি।

ভিতপুজো অনুষ্ঠানে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ বলেন, 'ক্লাসরুমের অপ্রতুলতার কারণে কয়েকটি বিষয়ে অনার্স চালু সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু নতুন বিল্ডিংয়ের ফলে সেই সমস্যা অনেকটাই মিটবে। আগামী দিনে বয়েজ এবং গার্লস হস্টেল তৈরি চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। তাহলে জেলার বাইরে থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এসে এখানে পড়তে পারবেন।'

ইসলামে জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: উর্দুভাষায় রয়েছে কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রথমবার বিশেষত ইসলামি ধর্মশাস্ত্রের সহায়তা নিয়ে রচিত 'ইসলামে যৌনজীবন ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ' সম্পর্কিত ক্ষুদ্র কলেবরের একটি সকল ধর্মের বাংলাভাষী মানুষের অত্যন্ত উপযোগী গ্রন্থ গত ৩০ নভেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রকাশিত হল। সাহসী লেখক জনাব এমদাদুল হক প্রণীত সংক্ষিপ্ত প্রকাশ অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথিদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপিকা ড. মীরাতুন নাহার, তহমিনা বেগম, ড. জীবন মুখোপাধ্যায়, আহমেদ হাসান (ইমরান) প্রমুখ। নারী-পুরুষের আকর্ষণ একান্তই প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক। বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির অবক্ষয়ের বেড়াজাল আজ উপেক্ষিত। সেই সূত্রেই উঠে আসা বেশ কতকগুলো প্রশ্নোত্তর রয়েছে যেখানে। হক সাহেব তাঁর যুক্তিবাদী মন দিয়ে প্রশ্ন সমাধানের বলিষ্ট প্রচেষ্ট করেছেন। সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় নিয়মনীতির আলোকে ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত সহযোগে গ্রন্থটিতে এই বিষয়ের এক নয়া দিশার সূচনা হয়েছে। ইদানীংকালের বহু বিতর্কিত বিষয়ের আকর্ষণীয় বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থটির প্রাপ্তিস্থান মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা-৯, মূল্য: ১২০ টাকা।

টাইমার সত্ত্বেও সুইচ অন-অফে লক্ষ লক্ষ টাকার বিল জমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা পুরসভা: বর্তমান কলকাতা পুরবোর্ডে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে পুর আলো দফতর। ত্রিফলার বরাতে অনিয়মের পর এবার টাইমার নিয়ে বড় সড় আর্থিক অনিয়ম। প্রধান রাস্তা, গলি, তস্যগলির আলো জ্বালাতে কয়েক বছর পূর্বেই শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে 'টাইমার' যন্ত্র বসানো হয়েছিল। ফলে বিকেল পাঁচটার সময় সেই আলো আপনা আপনি জ্বলে যায়। আবার ভোর পাঁচটা ত্রিশে সেই আলো নিভে যাচ্ছে। পূর্বের মতো আর আলো জ্বালাতে সুইচে অন-অফ করতে হচ্ছে না। অথচ পুরসভাকে সে কাজের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার বিল মিটিয়ে যেতে হচ্ছে। শহরের অনেক জায়গায় 'টাইমার' বসে যাওয়ার পরও 'সুইচ অন' এবং 'অফ' করার জন্য ঠিকাদারদের ভুয়ো বিল অর্থ দফতরে জমা পড়ছে। আলো দফতর ও অর্থ দফতরের কর্তাদের অজ্ঞাতেই কাজ না করেই অসাধু ঠিকাদাররা মোটা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। ফলে পুরকোষাগার থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। আর এদিকে পুরকর্তৃপক্ষ প্রায় প্রতি দফতরে বাজেট বরাদ্দের ৩০ শতাংশ 'এমবার্গো' বসাচ্ছে। যেসব জায়গা থেকে এই ধরনের ভুয়ো বিল জমা পড়ছে তার একটা বড় অংশই কলকাতার যাদবপুরের ১১ ও ১২ নম্বর বরোর অধীনে পড়ে। এগুলি হল ১১ বরোর ১০৩, ১০৪, ১১০ এবং ১২ বরোর ১০১, ১০২, ১০৫-১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে। এই ১০ টি ওয়ার্ডের ১০৩-১০৮ নম্বর ওয়ার্ড রয়েছে তৃণমূলের দখলে এবং ১০১, ১০২, ১০৯, ১১০ রয়েছে সিপিআই(এম)-এর দখলে।

তবে দুই বরোর চেয়ারম্যান ও চেয়ারপার্সন তৃণমূলের। পুরসূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তার আলো জ্বালানোর জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে গড়ে ৭০-৮০টি ইলেকট্রিক পিলার বক্স আছে। বছর দু'য়েক পূর্বেই সিইএসসি ওই সব জায়গায় 'টাইমার' বসানোর কাজ শেষে করেছে। অলি-গলি তস্য গলি বাদ দিলে ওই সব ওয়ার্ডের সিংহভাগ রাস্তার আলো জ্বালানোর জন্য এখন আর সুইচ অন-অফ করার জন্য এখনও ঠিকাদারদের দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার বিল বানানো চলছে। সুইচ অন-অফ করার জন্য পিলার বক্স প্রতি পুরসভা দৈনিক ৪ টাকা ৪০ পয়সা বরাদ্দ করে থাকে। এখন যেখানে 'টাইমার' বসে গিয়েছে সেখানেও ঠিকাদাররা বিল জমা করছেন। যেমন, যাদবপুর এলাকার ১১ ও ১২ নম্বর বরোর অধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডের সুইচ অন-অফ করার জন্য গত বছরের বিল সম্প্রতি জমা পড়েছে। অথচ বছর দুই আগেই সিইএসসি ওখানে 'টাইমার' বসিয়েছে। বিলের পরিমাণ প্রায় ৩৫ লাখ টাকা। আলো দফতরের ডাইরেক্টর জেনারেল সঞ্জয় ভৌমিক জানান, যে এলাকার টাইমার রয়েছে সেখান থেকে বিল জমার কথা নয়।

যদি সেটা হয়ে থাকে তবে তা বেআইনি।' যদিও শ্রী ভৌমিক জানান, 'কলকাতার কোন কোন এলাকায় টাইমার বসেছে, সে ব্যাপারে পুরসভার কাছে সম্পূর্ণ তথ্য নেই। ফলস্বরূপ, ভুয়ো বিল এলেও পুরসভার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে।' দু'বছর এই ফাঁক গলে ভুয়ো বিল পাস হওয়ার পর পুরসভা এবার সিইএসসি-র কাছ থেকে টাইমারে'র বিস্তারিত তালিকা চাওয়া হয়েছে। যদিও ওই সমস্ত এলাকার মানুষের দাবি তাদের ওয়ার্ডে কেবলমাত্র প্রধান রাস্তায় টাইমার বসেছে। অনেক গলি তস্য গলিতে এখনও টাইমার বসেনি। ঠিকাদার দিয়েই আলো জ্বালাতে বাধ্য হচ্ছেন।

কাদেরের ফাঁসিতে পূর্ণতা পেল শাহবাগ আন্দোলন

প্রথম পাতার পর

কয়েকমাস আগেই ঢাকার শাহবাগ চত্বরে কাদের ও অন্যান্য যুদ্ধপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী দীর্ঘদিন অহিংস আন্দোলনে মিলিত হয়েছিলেন। আজ রাতে ফাঁসির আদেশ কার্যকরি হওয়ার খবর পাওয়া মাত্রই রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শয়ে শয়ে যুবক-যুবতী এই চত্বরে জমায়েত হয়ে মশাল জ্বালিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন। অপরদিকে প্রতিশোধের হুমকি দিয়ে নাশকতায় মেতেছে জামায়েতে ইসলামি। দেশের নানান জায়গায় গাড়ি ভাঙচুর, আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোমা ফাটানো শুরু হয়। সুপ্রিমকোর্টের এক বিচারপতির বাড়িতেও হামলা করা হয় বলে অভিযোগ। অপরদিকে রিভিউ পিটিশন খারিজ করা দুই বিচারপতির নামে ফেসবুকে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে বলা হয়েছে সুযোগ পাওয়া মাত্র এই পরোয়ানা জারি করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধকালে হত্যাকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগে ২০০৮ সালে পল্লবী থানায় দায়ের করা একটি মামলায় ২০১০ সালের ১৩ জুলাই জামায়াতে ইসলামির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয়। সব বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরও চেম্বার বিচারপতির একটি আদেশে গত মঙ্গলবার ফাঁসির মঞ্চ থেকেই ফিরে আসেন একাত্তরের এই ঘাতক। তবে বৃহস্পতিবার দিন পুনর্বিবেচনার দুটি আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ার পর রাতেই ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হয় একাত্তরের কসাই কাদেরকে। ২০১১ সালের ১ নভেম্বর কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে জমা দেওয়া তদন্ত প্রতিবেদনে হত্যা, খুন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনে রাষ্ট্র। এরপর ২৮ ডিসেম্বর অভিযোগ আমলে নেয় ট্রাইব্যুনাল। পরে গত ৫ ফেব্রুয়ারি তাকে যাবজ্জীবন দণ্ড দেয় ট্রাইব্যুনাল। এই দণ্ড দেওয়ার পর রাষ্ট্রপতির কাছে আপিলের সুযোগ ছিল না। সর্বোচ্চ দণ্ডের দাবিতে প্রতিবাদে জেগে উঠে ছাত্র-জনতা। উভয়পক্ষকে আপিলে সমান সুযোগ দিয়ে সংশোধন করা হয় আইনে, যে আইনে করা আপিলে গত ১৭ সেপ্টেম্বর কাদেরের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়। কাদের মোল্লার আগে ওই ট্রাইব্যুনালে জামায়াতের সাবেক রুকন বাচ্চু রাজাকারের ফাঁসির আদেশ আসে। পলাতক থাকায় তার ওই রায়ের বাস্তবায়ন হয়নি। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর চিকন আলী নামে এক দালালের ফাঁসির আদেশ হয়েছিল, তবে জেনারেল জিয়ার আমলে তিনি কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে যান। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ঘাতক দালালদের বিচারে আইনপ্রণয়ন আদালত গঠন করা হলেও সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সেই উদ্যোগ থেমে যায়। এরপর ১৯৯১ সালের ২৯ ডিসেম্বর গোলাম আজমকে জামায়াতে ইসলামি তাদের দলের আমির ঘোষণা করলে দেশে বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়, যা পরে রাজাকার যুদ্ধপরাধীদের বিচারের আন্দোলনে পরিণত হয়।

আন্দোলনের এক পর্যায়ে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি ১০১ সদস্যের একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হয়। তিনি ছিলেন এক আহ্বায়ক। এই কমিটি ১৯৯২ সালে ২৬ মার্চ 'গণআদালত' এর মাধ্যমে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একাত্তরের 'নরঘাতক' গোলাম আজমের প্রতীকি বিচার শুরু করে। এই গোলাম আজমই ৯০ বছরের দণ্ড নিয়ে বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে 'বাংলাদেশে যুদ্ধপরাধী নেই' মন্তব্য করে জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুজাহিদ সমালোচনার ঝড় তোলেন। এরপর স্বাধীনতা যুদ্ধে সেক্টর কমান্ডারদের উদ্যোগে গঠিত হয় সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম।

যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিতে তাদের আন্দোলনে শরিক হয় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে যুদ্ধপরাধীদের বিচারের বিষয়টি আওয়ামী লিগের ইশতেহারে স্থান পায়। যুদ্ধাপরাধের বিচারে আওয়ামী লিগের এই অঙ্গীকারে তরুণ প্রজন্ম ব্যাপক সাড়া দেয়। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লিগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট। সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১০ সালের ২৫ মার্চ ট্রাইব্যুনাল গঠনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধপরাধের বহুল প্রতীকি বিচার শুরু হয়। ওইদিন একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে বিচারপতি নিজামুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। প্রসিকিউশন টিম ও তদন্ত সংস্থা গঠন করা হয়। পরে আরও একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এই দুই ট্রাইব্যুনালে এ পর্যন্ত মোট ৯টি রায়ে ৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। একজনকে ৯০ বছর কারাদণ্ড, একজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। দণ্ডিতদের মধ্যে তিনজন পলাতক রয়েছেন।

এই খবর প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত শেষ সংবাদে জানা গিয়েছে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সামসুল হক বিজিবি ও আনসার বাহিনীর জওয়ানদের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মোতায়েন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

বদলে যাবে দুই জেলার পর্যটন অর্থনীতি

প্রথম পাতার পর

যদিও এই পর্যটন কেন্দ্রটিরও সংস্কারের প্রয়োজন আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বুড়ুল এবং হাওড়া জেলার গড়চুমুকের মধ্যে পরিষেবার যথার্থ সেতুবন্ধন করতে পারলে দুই জেলারই পর্যটন ব্যবস্থার হাল ফিরবে। বুড়ুলের বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া পুর্ত দফতরে একটি সাড়ে ছয় বিঘা জমি আছে। এখানে যদি কোনও অতিথিশালা সরকারি উদ্যোগে হয় এবং পর্যটকের থাকা ও খাওয়ার পরিষেবার ব্যবস্থা করলে উইকেন্ডে অনেকেই শহর থেকে বুড়ুলে আসতে পারেন। এলাকার বিধায়ক তথা বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার সোনালী গুহ বলেন, বাম আমলে বুড়ুলে কিছুই হয়নি। আমরা ধীরে ধীরে কাজ শুরু করেছি। এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার করা হয়েছে। বুড়ুল ফেরিঘাট সংস্কার হবে। পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্র'র সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বুড়ুল থেকে কলকাতা পর্যন্ত নদী পথে লঞ্চ চালানোর ব্যাপারে। বুড়ুলে নদীর পাড়ে বসার সিট ও লাইটের ব্যবস্থা হয়েছে। পর্যটন মন্ত্রীর কাছে বুড়ুলের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যাপারে শীঘ্রই একটি প্রকল্প জমা দেওয়া হবে।

প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে শুরু যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বিবেক চেতনা উৎসব

কুনাল মালিক, কলকাতা: ২০১৪ সালে শেষ হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধ শতবর্ষ। সেই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগ রাজ্য জুড়ে ছাত্র যুব উৎসবের আয়োজন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে উৎসবের নামকরণ হয়েছে বিবেক চেতনা উৎসব। যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বস জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যান বিভাগের যাবতীয় কর্মসূচী ছাত্র যুব সমাজকে ঘিরেই রচিত। ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী ছাত্র যুবরা এই উৎসবে অংশ নিতে পারবেন। ব্লক, জেলা ও রাজ্য এই ত্রিস্তরে প্রতিযোগিতা হবে। এছাড়া উৎসবকে বর্ণমুখর করার জন্য ব্লক স্তরে ৫-১০ এবং ১০-১৫ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদেরও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। বিবেক চেতনা উৎসবের দুটি দিক। একটি প্রতিযোগিতা মূলক এবং অপরটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী। মন্ত্রী বলেন, মনে রাখতে হবে এই উৎসবের মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্যের সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমস্ত দিকগুলির সঙ্গে আমাদের ছাত্র-যুবদের পরিচয় ঘটানো। জানা যাচ্ছে, তিনটি স্তরে বিবেক চেতনা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ব্লক ও সমতুল স্তরের প্রতিযোগিতা হবে ১৫-২৩ ডিসেম্বর, জেলা স্তর ৫-৮ জানুয়ারি এবং রাজ্য স্তর ১৫-১৭ জানুয়ারি ২০১৪। রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা হবে কলকাতার যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গণে। প্রতিটি ব্লকে উৎসবের জন্য ৯০ হাজার টাকা এবং ১২ জানুয়ারি স্বামীজির জন্মজয়ন্তী উদযাপনের জন্য ১০ হাজার টাকা যুবকল্যাণ বিভাগ বরাদ্দ করেছে। প্রতিযোগিতার বিষয় থাকছে রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি, আধুনিক বাংলা গান, আবৃত্তি, প্রশ্নোত্তর, লোকনৃত্য, তাৎক্ষনিক বক্তৃতা, বাংলা একাঙ্ক নাটক ইত্যাদি। বিস্তারিত বিষয় জানা যাবে ব্লক যুব দফতরে।

সুন্দরবনের গ্রামে বিদ্যুৎ

প্রথম পাতার পর

ও কর্মাধ্যক্ষদের উপস্থিতিতে হওয়া বৈঠকের শেষে শ্রী প্রামানিক বলেন, ২০১৪ সালের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি গৃহে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার জন্য বিআরজিএফ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৩০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। ক্যানিং মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৩১ হাজার বিদ্যুৎ পোলের মধ্যে ইতিমধ্যে ২৭ হাজার বিদ্যুৎ পোল তৈরি হয়ে গিয়েছে। সুন্দরবন পর্যটকদের সুবিধার জন্য সাতজেলিয়া-লাহিড়ীপুর শুধু নয়, মাতলা ১ ও ২ গ্রামপঞ্চায়েতে ২৫০টি বিদ্যুৎ পোলে বিদ্যুৎ সংযোগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাঁশরা, গোপালপুর, নিকারি ঘাটা, তালদি, হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েতগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য আইএলএনএফএস কাজ করছে। বিপিএল তালিকাভুক্তদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে। আগামী তিন মাসের মধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের সমস্ত প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছবে।

লুঠ শেষ, কংগ্রেসের এবার গা ঢাকা দেওয়ার পালা

প্রথম পাতার পর

প্রথমত : কংগ্রেসের চিরদিনের বন্ধুবামেদের অবস্থাও করুণতম। প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পথে। দ্বিতীয়ত মমতা ব্যানার্জির উত্থান। মমতার উত্তরণ দেশের রাজনীতিতে একটা অন্য মাত্রা যোগ করেছে। এতদিন একজন সৎ, নির্ভীক, বলিষ্ঠ, লোভহীন নেতৃত্বের অভাব হচ্ছিল দেশের রাজনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে। অতি সাধারণ মমতা সেই অভাব পূরণ করতে চলেছেন। আজ থেকে প্রায় ৫-৬ বছর আগে যখন মমতা ক্ষমতার ধারে পাশে নেই তখন আলিপুর বার্তায় পাতায় সাংবাদিক গুহ জাতীয় রাজনীতিতে মমতার প্রভাব নিয়ে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আজ তা সত্যি হতে চলেছে। জাতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্বের মাঝে মমতা ক্রমশই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। সাংবাদিক গুহ বলেছিলেন, ভবিষ্যতে মমতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে দেখলেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। পরিস্থিতি সেই দিকে বাঁক নিতে শুরু করেছে। বিজেপি, কংগ্রেসের গণ্ডি পেরিয়ে ভারতবর্ষকে যদি একবার আম আদমিদের চৌহদ্দিতে ফেলা যায় তাহলেই একমাত্র জন্ম নিতে পারে অন্য ভারতবর্ষ।

এই স্বপ্ন সফল করতে গেলে চাই যোগ্য নেতৃত্ব। ইঙ্গিত মিলছে, কিন্তু তাকে বাস্তবায়িত করতে চাই উদ্যোগ। চালাকি দিয়ে কোনও কাজ সম্ভব নয়। মমতাকে কেন্দ্র করে যদি সেই বৃত্ত গড়ে ওঠে তবে আগামী ভারত রৌদ্রজ্জ্বল হবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

কটুক্তির প্রতিবাদ করতে গিয়ে জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার : বান্ধবীকে কটুক্তির প্রতিবাদ করায় দুষ্কৃতীদের হাতে জখম হলেন এক কলেজ পড়ুয়া। নাম মেহবুব হাসান। এখন গুরুতর জখম অবস্থায় ডায়মন্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মেহবুব। ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ড হারবারের নুনগোলায়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে আমিরুল পুরকাইত এবং রবিমোল্লা। বান্ধবী সহ বেশ কয়েকজনকে নিয়ে হুগলী নদীর তীরে ঘুরতে যায় মেহবুব। সেই সময় মেহবুবের বান্ধবীকে উদ্দেশ করে কটুক্তি করে আমিরুল ও রবিমোল্লা। এনিয়ে মেহবুবের সঙ্গে আমিরুল ও রবিমোল্লা হাতাহাতি হয়। সেই সময় মিটে গেলেও পরে দলবল নিয়ে মেহবুবের বাড়িতে চড়াও হয়।।

সেদিন পরিমল দে'র নাম খেলোয়াড় তালিকায় ছিল না

প্রথম পাতার পর

মুছে তাঁর নাম সেখানে রাখা হয়। তারপর সবটাই তো ইতিহাস। সেই ঐতিহাসিক গোল। খেলা শেষ হতে হতে অন্ধকার হয়ে যায়। সেই প্রথম কলকাতার মাঠে খবরের কাগজে আগুন ধরিয়ে গ্যালারিতে মশাল জ্বালানো হয়। ইরানের প্যাজ ক্লাবকে পরাজিত করে সেদিন আইএফএ শিল্ড জয়ের পর সমর্থকদের বিজয়ী দলকে নিয়ে অনাবিল উল্লাস, সবকিছুই মনদর্পণে রয়েছে অনেকের। সেদিন কিন্তু খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই বিষয়টি জানতে পেরে মৌখিক প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন প্যাজ ক্লাবের কর্মকর্তাদের। কৌশলগত কারণে তাদের সেই প্রতিবাদে আমল দেননি তৎকালীন আইএফএ-র সর্বময় কর্মকর্তা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই তথ্যের কি যৌক্তিকতা আছে? ঘটনাচক্রে সেই সময় যিনি বা যাঁরা আইএফএ-র পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আজও জীবিত রয়েছেন। জীবিত রয়েছেন এমন একজন মানুষ, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় শুধু ফুটবল নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের আঙ্গিনাকেও নানানভাবে গৌরবান্বিত করেছেন।

ভারতীয় ফুটবলে ইস্টবেঙ্গলের ঐতিহ্য, তার চমকপ্রদ ইতিহাস নিয়ে কারোরই বোধহয় কোনও সংশয় নেই। সংশয় নেই পরিমল দে'র মতো ফুটবলারের ক্রীড়া নৈপুণ্য নিয়ে। কিন্তু সেদিন যদি সাধারণ পোশাকে বসে থাকা পরিমলকে মাঠে না নামানো হত, তাহলে আইএফএ শিল্ডের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত।

আজও জীবিত সেই প্রখ্যাত ক্রীড়া সংগঠক একান্তে বলেছেন, সেদিন যদি এই বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানাতাম, তাহলে ময়দানে আগুন জ্বলে যেত। বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে পুরো বিষয়টাই নিজের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবলের ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে আপাত অবিশ্বাস্য অনেক ঘটনা। সেগুলির সবটাই সত্যি। তাই এই ক্লাবের প্রাক শতবর্ষের প্রাক্কালে হাজারো সেলাম জানিয়েও সত্যকে উদ্ঘাটন করার এই প্রয়াস নিছকই ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকুক, এই কামনা করছি।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৯ সংখ্যা,১৪ ডিসেম্বর - ২০ ডিসেম্বর, ২০১৩

ম্যান্ডেলাকে ভুলে গেল কলকাতা

বিদায় ম্যান্ডেলা। আফ্রিকার বর্ণ বিদ্বেষের কলঙ্কময় ইতিহাসের যবনিকা পতন তাঁর হাত ধরে শুরু হয়েছিল। ইতিহাস সেইসব বীরদেরই মনে রাখে যাঁরা শোষিত, পরাধীন জাতির জন্য নিজেদের বাজী রাখতে পিছিয়ে আসেন না। বিপ্লবী নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে পরবর্তীকালের অহিংস শান্তিকামী রাষ্ট্রনায়ক হয়ে ওঠা কাহিনী রূপকথার মতো। তাঁর জীবিতকালেই তাঁর জীবনসংগ্রাম নিয়েই সিনেমা নির্মিত হয়েছিল। আফ্রিকার জনগণ তাঁদের দেশে 'হিরো'কে সম্মান সৌজন্য দেখাতে কার্পণ্য করেনি।

দীর্ঘ বন্দি জীবন শেষে যখন প্রথম বিদেশি রাষ্ট্র ভারতে এলেন নেলসন ম্যান্ডেলা তখন আবেগ ও উচ্ছাস লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ভারতরত্ন ম্যান্ডেলা কলকাতার ইডেনে গণসংবর্ধনার জনজোয়ারে ভেসে গিয়েছিলেন। ভারত আর আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকায় সেদিন কলকাতার রাজপথ ছেয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন গণসংগঠনের সদস্য, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও ছিল সাধারণ মানুষের ঢল। ছাত্রযুবদের ভিড়ে প্রতিবেদক প্রত্যক্ষ করেছিল, বাংলার মানুষের বন্দি বীরের বন্দনার দৃশ্য। ম্যান্ডেলাকে কেন্দ্র করে যেন সব রং মিশে গিয়েছিল। ইডেনের একদিকে আফ্রিকার মানচিত্রে বসে থাকা অভ্যাগতদের ভিড়, ম্যান্ডেলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সহ নেতারা হাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভরা ইডেনে ম্যান্ডেলা যখন বলেন, 'কালকুট্টার মানুষকে অভিনন্দন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু শুধু আপনাদের নেতা নন, আমাদেরও নেতা। তখন সারা ইডেন জুড়ে শুধু করতালির উচ্ছাস। রাজভবনে ম্যান্ডেলার গাড়ি প্রবেশের পথেও ছাত্রযুবদের ভিড়। এক ঝলক সহাস্য ম্যান্ডেলাকে দেখা, ইতিহাসের নায়ককে দর্শন। এহেন কলকাতা ম্যান্ডেলার প্রয়াণে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না। কলকাতাবাসীর মানসিকতার পরিবর্তন না রাজনৈতিক দল কিংবা শাসকদলের আন্তরিকতার অভাব তা গবেষণার বিষয়। নেলসন ম্যান্ডেলা বামপন্থী না ডানপন্থী এই তর্কে না গিয়ে তার শোষিত মানবতার এক যুগ সন্ধিক্ষণে ব্যক্তিত্ব হিসেবে মূল্যায়ন হওয়া উচিত। পরাধীন দেশের এক দেশপ্রেমিক নায়ক হিসেবে ম্যান্ডেলাকে মনে রাখা উচিত। যিনি প্রতিশ্রুতি মতো ক্ষমতার শীর্ষে একবারের জন্য থেকে স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। যা আজকের তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরল।

কলকাতা এত দ্রুত ভুলে গেল নেলসন ম্যান্ডেলাকে। একটি নাগরিক শোকসভায় কি আয়োজন করা যায় না অরাজনৈতিক উদ্যোগে। হয়ত ক্ষমতার অলিন্দে থাকলেই মানুষ তাকে বেশি মনে রাখে, তারপর ইতিহাসের বিস্মৃতি বিস্মরণ।

অমৃতকথা

১৪২। স্রোতের জল বেগে যেতে যেতে এক এক জায়গায় ঘুরতে থাকে, কিন্তু তক্ষুনি আবার সোজা হয়ে বেগে চলে যায়। পবিত্র আত্মা ধার্মিকদের মনেও কখন কখন অবিশ্বাস, নিরাশা, দুঃখ প্রভৃতির আভা পড়ে, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। শিগগীর চলে যায়।

১৪৩। একজন পাতকো খুঁড়তে গিয়ে দু'হাত মাটি কেটেছে এমন সময় আর একজন এসে বললে, 'ভাই তুমি মিছে পরিশ্রম করছ কেন? এর নীচে জল পাবে না শুধু বালি বেরোবে।' সে তার কথা শুনে অন্য আর এক জায়গায় মাটি কাটতে লাগল। সেখানে আর একজন এসে বলল, 'ভাই এখানে আগে কুয়ো ছিল, মিছে কষ্ট করছ কেন? কিছু দক্ষিণ দিকে এগিয়ে কাটলে সুন্দর জল বেরোবে।' সে তক্ষুনি তাই করল। সেখানে আর একজন এসে আবার বারণ করল। এই রকম সে যতো জায়গা ঠিক করে, ওই রকমে সে বাধা পায়। তার আর কুয়ো কাটা হল না। ধর্ম্মপথেও এইরকমে অনেকে সর্বস্ব হারিয়েছেন। আজ যা বিশ্বাস করলেন, বিপদে, কষ্ট পরীক্ষায় পড়ে কাল তা ত্যাগ করলেন, শেষে হয় একেবারে নাস্তিক হয়ে পড়লেন, না হয় স্থির সিদ্ধান্ত করলেন, 'এজীবনে ধর্মলাভ অসম্ভব'। একটা ধরে বিশ্বাস করে পড়ে থাকতে হয়।

১৪৪। পাথর হাজার বছর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার ভিতর জল ঢোকে না, কিন্তু মাটিতে জল লাগলে তক্ষুনি গলে যায়। বিশ্বাসী হৃদয় হাজার হাজার পরীক্ষার মধ্যে পড়লেও হতাশ হয় না। কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষ সামান্য কারণেই টলে যায়।

১৪৫। রেলগাড়ি অনায়াসেই ভারি বোঝা নিয়ে যায়। বিশ্বাসী ভক্ত সন্তানও এই সংসারের ভার মাথায় নিয়ে অনায়াসে তাঁর ওপর ভক্তি বিশ্বাস রেখে চলে যান, কোনও কষ্ট বোধ করেন না।

জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশ

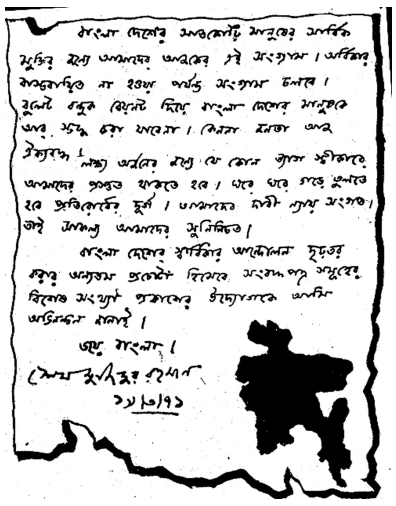

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১। বাংলাদেশ সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে। তার কয়েকদিন পরে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বাঙালী জীবনের অন্যতম দিকনির্দেশক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর নিজস্ব বাসভবনে কিছু ঘনিষ্ঠজনকে ডেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর অভিব্যক্তি জানিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যাকারীদের চরম শাস্তির দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছিলো ঢাকার শাহবাগ চত্বর। সেই প্রেক্ষিতে এই অমূল্য ঘরোয়া বক্তৃতার উপস্থাপনা করেছেন আমাদের প্রতিনিধি। বাংলাদেশের আসন্ন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করার মতো আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জ নিবেদন করলাম।

স্বাধীনতা এমন জিনিস, নয় যা কখনও বিনা ত্যাগে ও বিনা তপস্যায় পাওয়া যায়। যদি কেউ বিনা ত্যাগে বা বিনা তপস্যায় পায় তাহলে তা রাখতে পারে না। হারিয়ে ফেলে।

লিগপন্থী মুসলমানদের ধারণা ছিল যে ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াটাই স্বাধীনতা। তেমন স্বাধীনতা তারা তপস্যা করে পায়নি, ত্যাগ দিয়ে পায়নি, পেয়েছিল ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষে সংগ্রামের ফলের একাংশ হিসেবে। কিছুদিন বাদে দেখা গেল যে তাদের সেই স্বাধীনতা চক্রান্তকারী পাঞ্জাবীদের হাতে চলে গিয়েছে। চক্রান্তকারীরা দেশের স্বাধীনতাকে বিদেশের কাছে প্রকাশ্য গোপন চুক্তি করে বিকিয়ে দিয়েছে। পরিশেষে, সেই স্বাধীনতা সামরিক কর্তাদের হাতে চলে যায়। তারা সোজাসুজি ডিক্টেটরশিপ স্থাপন করে। জনসাধারণ তখন ধর্মের ঘোরে অচেতন তাই বুঝতে পারেনি কিভাবে বিড়ম্বিত হয়েছে। ধীরে ধীরে শেখ মুজিবর রহমান প্রমুখ নেতারা উপলব্ধি করেন যে সত্যিকার স্বাধীনতা তাঁদের দেশের লোক পায়নি, যেটা পেয়েছে সেটা স্বাধীনতার একটা ঠাঁট। সেজন্য তাঁরা প্রথমে ছ'দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে পাকিস্তনের বিভিন্ন প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন দাবি করেন। এই দাবির ভিত্তিতে তাঁরা সাধারণ নির্বাচনে অভূতপূর্ব জয়লাভ করেন। তাঁরা আশা করেছিলেন একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসা-তাই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

কিন্তু দেখা গেল পাকিস্তানের শাসকচক্র কোনরূপ সম্মানজনক মীমাংসায় সম্মত নন। শেখ মুজিবর রহমানের দল প্রথমে করলেন অহিংস অসহযোগ ও প্রমাণ করে দিলেন যে, সর্বসাধারণ তাঁদের পশ্চাতে। তাতেও সামরিক শাসকদের চৈতন্যোদয় হল না। তাঁরা উল্টোপথ ধরলেন, সামরিক দাপটে দিয়ে সাড়ে ৭ কোটি লোকের অন্তরের কামনাকে দমন করতে চাইলেন। ফলে জনতাও সশস্ত্র বিদ্রোহের আশ্রয় নেয়। মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে। প্রতিবেশী ভারত এই সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে চায়নি কিন্তু যখন ভারতের ওপর এক কোটি শরণার্থীরা চাপিয়ে দেওয়া হল তখন ভারতকেও বিশ্বের সর্বত্র আবেদন-নিবেদন করে বলতে হল যে পূর্ব বাংলার একটি রাজনৈতিক সমাধান একান্ত আবশ্যক। তা না হলে শরণার্থীরা ফিরে যাবে না এবং ভারতকে আত্মরক্ষার জন্য যা দরকার তা করতে হবে। অনেকদিন অপেক্ষা করেও রাজনৈতিক সমাধান ঘটতে দেখা গেল না। বরঞ্চ দেখা গেল একটি খামখেয়ালি সংবিধান চাপিয়ে দিয়ে এবং একটি তাঁবেদার সরকার খাড়া করে সামরিক কর্তারা আড়াল থেকে রাজ্য পরিচালনা করার পরিকল্পনা করেছেন।

এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ অপরিহার্য। দুনিয়ার অন্যান্য শক্তিরা জেনেও জানলেন না, পাকিস্তানের ওপর চাপ দিয়ে শেখ মুজিবরকে মুক্তিদানে বাধ্য করলেন না। সময়মত সেটা যদি ঘটত তাহলে হয়ত যুদ্ধ এড়ান যেত। পাকিস্তান বোধ হয় ভেবেছিল যে যুদ্ধ বেধে গেলে সে একদিকে যেমন কিছু হারাবে তেমনি আরেক দিকে কিছু পাবে। পূর্ব বাংলার কতক জায়গার বদলে কাশ্মীরের কতক জায়গা। কিন্তু ঘটনাচক্রে সর্বত্র তার বিরুদ্ধে গেল। সে পূর্ব-বাংলা তো হারালই, কাশ্মীরেও বিশেষ কিছু পেল না। পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত ক্ষিপ্ত

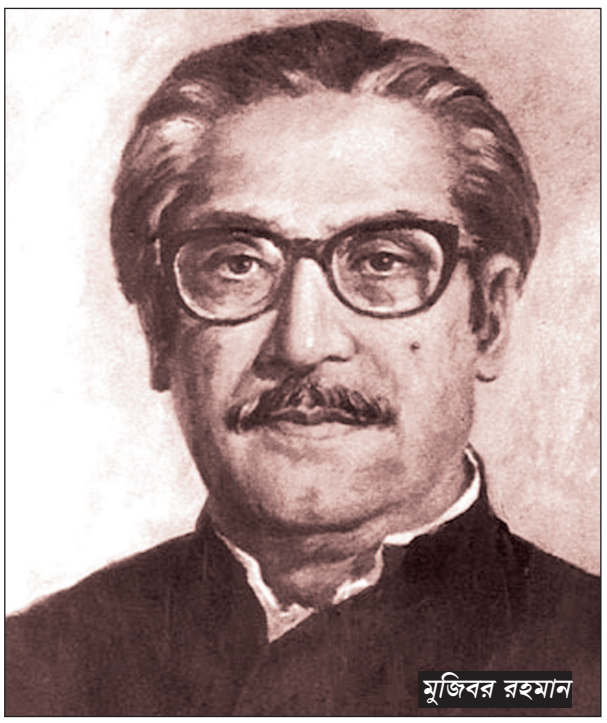

মুজিবর রহমান

হওয়ায় সামরিক কর্তারা বিদায় নিতে বাধ্য হলেন ও তাঁদের ক্ষমতা চলে গেল ভুট্টো সাহেব ও তাঁর দলবদলের হাতে। তাঁরা নিষ্কণ্টক হওয়ায় জন্য পূর্ব বাংলার অবিসংবাদী নেতা মুজিবর রহমানকে বিনা শর্তে মুক্তি দিয়েছেন। যদিও তাঁরা আশা করেন, যে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে একজোট হয়ে রাষ্ট্র গঠন করবে তবু এটা নিশ্চিত যে দশ লক্ষাধিক নিরীহ লোকের নিধনেরও সহস্র সহস্র নারীর নিগ্রহের পর পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে মিলেমিশে এক রাষ্ট্র গঠন করবে না। পূর্ব বাংলা এখন প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছে এবং নিজের নতুন নামকরণ করেছে বাংলাদেশ। তার সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছে যে তত্ত্ব, তার নাম বাঙালী জাতীয়তাবাদ।

মুসলিম লিগের দ্বিজাতি-তত্ত্ব এখন সাতকোটি বাঙালীর কাছে অর্থহীন। তারা এখন মনে প্রাণে ধর্মনিরপেক্ষ। যদিও মুসলমানরাই সেখানে সংখ্যাগুরু তথাপি তাদের আদর্শ এখন ভারতেই মত কয়েককটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র। উপরন্তু তারা এখন সমাজতন্ত্রের দিক দিয়ে তারা ভারতকেও ছাড়িয়ে যাবে। কারণ, সেখানে এত বেশি কায়েমি স্বার্থ নেই ও ক্ষতিপূরণের বোঝা এমন দুর্বহ নয়।

বাংলাদেশের মূল সমস্যা এখন বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রের কাছ থেকে আইন অনুসারে স্বাধীনতার স্বীকৃতিলাভ। কিন্তু এখন পর্যন্ত বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র তাকে স্বাধীন বলে আইন অনুসারে স্বীকার করবে কিনা। আপাতত ভারত তাকে আইন অনুসারে স্বাধীন বলে স্বীকার করেছে ও আরও কয়েকটি রাষ্ট্র তার অনুকূলে কাজ করছে। কিন্তু প্রতিকূল শক্তিরা যে চুপ করে বসে থাকবে এমন মনে হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি বাংলাদেশের ওপর তার আইনসম্মত অধিকার হস্তান্তর করছে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রিটেন , ফ্রান্স প্রভৃতি বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্ররাও বাংলাদেশকে আইন অনুসারে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হবে কিনা সন্দেহ। আইনসম্মত স্বীকৃতি ও বাস্তব স্বীকৃতি দুই-ই এক জিনিস নয়।

বাস্তব স্বীকৃতি দিতে যাদের আপত্তি নেই তারাও আইন অনুসারে স্বীকৃতি দিতে দীর্ঘসূত্রিতা করবেন। এতে সাধারণ লোকের মনোবল হ্রাস পেতে পারে। শেখ মুজিবর রহমানের বিরোধী পক্ষ এর সুযোগ নিতে পারে। বাংলাদেশে এখনও কতকগুলি দল আছে যারা ধর্মান্ধ। যারা পাকিস্তানের পক্ষপাতী, তাদের হাতে অস্ত্রও আছে, তাদের পিছনে অর্থও আছে। সুযোগে পেলেই তারা পাকিস্তানকে ডেকে আনবে। তাছাড়া কতকগুলি চরমপন্থী দল আছে তারা শ্রেণী সংগ্রামের নামে জনতাকে বিভ্রান্ত করবে।

সুতরাং শেখ মুজিবর রহমান সাহেবকে এখন পদে পদে হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করতে হবে। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম যেমন ত্যাগ ও তপস্যাসাপেক্ষ, দেশের পুনর্গঠনও তেমনি ত্যাগ ও তপস্যাসাপেক্ষ। সংগ্রামের একটা উন্মাদনা আছে, পুনর্গঠনের সেরূপ কোন উন্মাদনা নেই। সেজন্যে পুনর্গঠন অত্যন্ত নীরস। দেশের লোক যদি শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশ মত গঠনমূলক কাজে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করে তাহলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ নিরন্নকে অন্ন জোগাতে পারবে, কর্মহীনকে কর্ম যোগাতে পারবে ও গৃহহীনকে গৃহ যোগাতে পারবে। আরও ৫ বছরের মধ্যে পৃথিবীর প্রত্যেকটি বন্দরে তাদের বাণিজ্যিক জাহাজ দেখা যেতে পারে।

গত ন'মাসে পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলমানরা অন্তত দশ লাখ বাঙালি মুসলমানকে মেরেছে। গত নয় শতাব্দিতেও হিন্দুরা এক লাখ মুসলমান মারেনি। হিন্দু বিদ্বেষ বাংলাদেশ থেকে উঠে গিয়েছে। আশা করা যায় যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও উঠে যাবে। আমরা যেমন আজ ভারত - বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানের পুনর্মিলন দেখছি তেমনি একদিন ভারত-পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমানের পুনর্মিলন দেখবার প্রতীক্ষায় থাকব।

রাজ্যের রাজনীতি উঠে এল দিল্লিতে

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কগ্রেস একাই লড়বে- এ ঘোষণা বেশ কিছুদিন আগে থেকেই করছেন তৃণমূলের সুপ্রিমো সহ অন্যান্য নেতা- নেত্রীরা। সম্প্রতি সেই কথাই আবার দিল্লিতে বললেন, মমতা ব্যানার্জি। পাশাপাশি তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, চারটি বিধানসভার নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদি নয়, কংগ্রেসের ভুল নীতির জন্য এই ফল হয়েছে। কংগ্রেসের উপর ক্ষুব্ধ মানুষের 'নেগেটিভ' ভোটে জয় পেয়েছে বিজেপি। বামপন্থীদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'লেফট'-রা পুরোপুরি 'লেফট আউট' করেছে। আগেই আঞ্চলিক দলগুলির জোট হিসাবে 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট'-এক ঘোষণা করেছিলেন মমতা। কিন্তু তিনি যে আসন লোকসভা নির্বাচনে একলা লড়তে চান, সেটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

খবরে প্রকাশ, এবারের দিল্লি সফরে মমতা ব্যানার্জি বুঝে নিতে চেয়েছেন, এই মুহূর্তে সেখানে কোন দলের কি অবস্থান রয়েছে। একটা বিষয়ে নিশ্চিত রয়েছেন তিনি। তা হল, প্রায় প্রত্যেক আঞ্চলিক নেতা -নেত্রীই স্বপ্ন দেখছেন প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কেরলের মতো শক্ত ঘাটিতেও এখন কংগ্রেস স্বস্তিতে নেই।

কংগ্রেসের কাছে সবচেয়ে অস্বস্তির বিষয় হল, তাদের প্রধানমন্ত্রীর কোনও 'ভয়েস' নেই। তার জন্য কে বা কারা দায়ি, সেনিয়ে কেউ কিছু উল্লেখ না করলেও তাঁকে স্বপদে বহাল রেখে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে পতন যে অনিবার্য, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মমতা বুঝতে পেরেছেন, অগাধ পাণ্ডিত্বের অধিকারী হলেও মনমোহন সিং-এর আর কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। অন্যদিকে অসুস্থ সোনিয়া গান্ধী, 'যুবরাজ' রাহুল গান্ধীও কোনও ইমেজ নেই বললেই চলে। তাই ১০ জনপথে ঘণ্টায় ঘণ্টায় মিটিং থেকেও পরিত্রাণের বিন্দুমাত্র কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

রাজ্য কংগ্রেসের অবস্থাও তথৈ বচ। শতধা-বিভক্ত বললেও কম বলা হয়। তথাকথিত ভদ্রলোক রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্যের অবস্থা অনেকটা দম দেওয়া পুতুলের মতো। একমাত্র শিবরাত্রির সলতের মতো টিম টিম করে জ্বলছেন বহরমপুরের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরি। তাই এবারের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস একাই ৩০-৩৫টি আসন পেলে অবাক হওয়ার কোনও কারণ থাকবে না।

রাজ্য রাজনীতির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রায় বিরোধীশূন্য হয়ে পড়ছে। একের পর এক পুরসভা রাতারাতি তৃণমূল কংগ্রেসের অধীনে চলে যাচ্ছে। বিশ্বাসযোগ্য না হলেও অনেক সিপিআই (এম) কর্মী ও নেতারা এখন প্রায় প্রতিদিন তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিচ্ছেন। তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজ্যের রাজনীতিতে বিরোধীশূন্য হওয়ার প্রবণতা কখনই শুভ সংকেত বহন করে আনে না।

পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে 'আপ'

আগামী রবিবার অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর কলকাতায় আম আদমি পার্টির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ঠিক হয়েছে, ওই সভায় দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রথম কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে। সূত্রের খবর, কিছুদিনের মধ্যেই দলের কর্মীরা কলকাতায় একটি মোমবাতি মিছিল করে

গান্ধীমূর্তি অবধি পদযাত্রা করবে। সেই মিছিল থেকে দাবি করা হবে, পশ্চিমবঙ্গে 'লোকায়ুক্ত' চালু করতে হবে এবং লোকায়ুক্তের হাতে সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তভার তুলে দিতে হবে। এছাড়াও কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার বেহাল অবস্থা, যথেচ্ছভাবে ফুটপাত দখল করা, পরিবেশ দূষণ সহ বেশ কয়েকটি দাবি প্রকাশ্যে আনা হবে। আশা করা যায়, রবিবারের সভায় কমপক্ষে ১০০জন কর্মী উপস্থিত থাকবেন। জানা গেছে, এ-মাসের শেষদিকে কলকাতায় তারা একটি বড় সমাবেশ করার উদ্যোগ নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তাদের প্রায় ৪০০০ কর্মী সদস্য একত্রিত হচ্ছেন 'আপ'-এর পতাকার তলায়। কলকাতা ছাড়াও খড়্গপুর, দুর্গাপুর, শিলিগুড়িতে ক্রমশই এই সংগঠন শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

একটি বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, মধ্য কলকাতার বেশ কয়েকজন তরুণ সম্প্রতি দিল্লিতে গিয়ে 'আপ'-এর পক্ষে নির্বাচনী কাজে অংশগ্রহণ করেন।

সেখানেই তারা যত দ্রুত সম্ভব পশ্চিমবঙ্গে 'আপ'-এর সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। তবে দিল্লির বাইরে অন্যান্য রাজ্যে কোন কোন বিষয়ের ভিত্তিতে রাজনৈতিক লড়াই চালাবে, তা এখনও নির্দিষ্ট না হলেও দলের মূল লক্ষ্য হবে দুর্নীতিদমন। তাই 'আপ'-এর সংগঠকেরা প্রথম থেকেই সৎ, দেশপ্রেমিক মানুষদের দলে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রাথমিক আলোচনার উদ্যোক্তারা মত বিনিময় করার সময় বলেছেন, দিল্লির থেকে পশ্চিমবাংলায় লড়াই করা অনেক কঠিন হবে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কোনও অবস্থাতেই শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের পথে তারা যাবে না। তারা এটাও বুঝতে পেরেছেন, পশ্চিমবঙ্গে দিল্লির মতো হঠাৎ কোনও আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটবে না। 'আপ'-এর পশ্চিমবঙ্গের জনৈক মুখপাত্র বলেছেন, আমরা রাজ্যের মানুষদের বিভিন্ন বিষয়ে সজাগ করার চেষ্টা করব। যদি আমরা সেই কাজ সঠিকভাবে করতে পারি, তখন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে বিবেচনা করব।

এবার কী হাওড়া শহরের কৌলীন্য ফিরবে

৫০০ বছর কিছুদিন আগেই পার হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও আজও হাওড়া শহরের অবস্থা রয়েছে দুয়োরানীর মতো। জনৈক শিল্পপতি তথা ক্রীড়া সংগঠক একবার বলেছিলেন, 'খোলা নর্দমার গন্ধ শুকে আর কান্তা সেন্ট মেখে আমাদের ছোটবেলা কেটেছে।' ১১ ডিসেম্বর সেই হাওড়া মেয়র পদের দায়িত্ব নিলেন ডাঃ রথীন চক্রবর্তী। প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তীর ছেলে ডাঃ রথীন চক্রবর্তী। টানা ২৯ বছর বামেদের দখলে থাকার পর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হাওড়া পৌরসভার নতুন বোর্ড গঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মেয়রের চেয়ারে বসে তিনি বলেছেন, ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা হাওড়া শহরের কৌলীন্য ফেরানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমাদের প্রথম কাজ হবে শহরকে জঞ্জাল মুক্ত করা। এছাড়াও নিকাশির উন্নয়ন, পানীয় জলে গুণগত মানের উন্নতি এবং পরিমাণ বাড়ানোর প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া হবে। এদিন হাওড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন অরবিন্দ গুহ।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর হাওড়ার নবনিযুক্ত মেয়র, চেয়ারম্যান অরবিন্দ গুহ, কাউন্সিলার বিভাস হাজরা, অরুণ রায় চৌধুরী সহ অন্যদের নিয়ে পদ্মপুকুর জল প্রকল্প পরিদর্শণ করেন। তবে ইতিমধ্যে মেয়র পারিষদ কারা হবেন, তা নিয়ে হাওড়ার সদর তৃণমূল কংগ্রেসে তুমুল রাজনীতি শুরু হয়েছে, যদিও নবনিযুক্ত মেয়র এ বিষয়ে একবারের জন্য মুখ খুলছেন না। তবে ঘনিষ্ট মহলে বলেছেন, শেষ পর্যন্ত যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিদিই নেবেন।

অন্যদিকে হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার লক্ষ্মী সাহানির স্বামী সন্তোষ সাহানি ও তাঁর চ্যালাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। হাওড়ার সবজি বাজারের চাষী ও ব্যবসায়িদের অভিযোগ, সন্তোষ সাহানি ও তাঁর দলবল প্রকাশ্যে তোলাবাজি ও জুলুম চালাচ্ছে। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাতে প্রায় ৪০০ সবজি ব্যবসায়ি গোলবাড়ি থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

নরেন দে'কে নিগ্রহের ঘটনায় ক্ষোভ বাড়ছে

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী নরেন দে'কে নিগ্রহের ঘটনায় ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে রাজনৈতিক মহলে। গত ৮ ডিসেম্বর দুষ্কৃতীদের দ্বারা প্রহৃত হয়ে নরেন দে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। পরের দিন সকালে 'নো বোন ইনজুরি' অর্থাৎ তাঁর হাড়ে কোনও আঘাত নেই- লিখে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেদিন দুষ্কৃতীদের লাঠির আঘাতে নরেন দে সহ বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। পরে বেসরকারি হাসপাতলে ভর্তি করা হলে দেখা যায়, নরেন দে'র শরীরে যে আঘাত রয়েছে, তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে। ৯ ডিসেম্বর রাতে নরেন দে'কে ইএম বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানকার মেডিক্যাল রিপোর্টে বলা হয়, নরেন দে'র বাম হাতের হাড় ভেঙে গিয়েছে। তবে ভাঙলেও তা সরে যায়নি। এছাড়া নরেন দে'র চোখে আঘাতজনিত কারণে 'সাব-কনজাংটিভ্যাল হেমারেজ' হয়েছে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, চোখে আঘাত লাগলে এধরনের অবস্থা হয়।

রাজ্য না চাইলে সিবিআই তদন্ত হবে কী করে ১১ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সাংসদরা, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সারদা কাণ্ডের পেক্ষিতে সিবিআই তদন্ত দাবি করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, রাজ্য সরকার না চাইলে কেন্দ্র সিবিআই তদন্তের আদেশ দিতে পারে না। বাম সাংসদদের ওই দলে ছিলেন সীতারাম ইয়েচুরি,বাসুদেব আচারিয়া, তপন সেন, প্রবোধ পাণ্ডা, বরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত মজুমদার প্রমুখ। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, সারদা চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সহ একাধিক তৃণমূল নেতা ও মন্ত্রীর নাম জড়িয়ে গিয়েছে।

অথচ রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থাগুলি তাঁদের কাউকে জেরা করেনি। তাই আমরা রাজ্য সরকারি তদন্তকারী সংস্থাগুলির ওপর ভরসা রাখতে পারছি না।

আগামী সপ্তাহে সারদা কেলেঙ্কারীর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছে প্রদেশে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ ভট্টচার্য বলেছেন, আগামী সপ্তাহে গরিব মানুষের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সিবিআই তদন্তের দাবি জানাব।

একই সঙ্গে ডেপুটেশন দেব, কেন্দ্রীয় অর্থমনন্ত্রী পি চিদম্বরম ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্দের কাছেও। তবে আমরা শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস নয়, সিপিআই (এম)-এর বিরুদ্ধেও তদন্তের দাবি জানাব।

■ *নারদ গায়েন*

সীমানা ছাড়িয়ে

ব্রহ্মপুত্রের কোলে অসমের জঙ্গলে

লালমোহন গায়েন

১৯২৮ সালে সংরক্ষণ অভয়ারণ্য হওয়ার পর একের পর এক সম্মান পেয়েছে এই বন। ১৯৫০-এ ওয়াইল্ড লাইফ স্যানচুয়ারি, ১৯৭৪-এ টাইগার রিজার্ভ, ১৯৮৫ তে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, ১৯৯০-এ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ। এত দুর্লভ সম্মান খুব কম অরণ্যেরই আছে। ৫১৯.৭৭ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই বনে কোর অঞ্চল ৩৬০ বর্গ কিলোমিটার।

বক্সা আর চিরাং দুটি জেলা ধরে ছড়িয়ে থাকা ধানসিরি নদীর পশ্চিমে বনটির বুক চিরে বয়ে চলেছে মানস নদী ও তার দুই শাখা বেঁকি আর হেঁকুয়া। জঙ্গলের বিস্তীর্ণ ঘাসের বনের পাশে ছোট্ট ছোট্ট লেগুন টাইপ জলাশয়। বড় বড় গাছের মধ্যে রয়েছে শিশু, খয়ের, কাঞ্চন, শিমূল ও বিস্ময়কর সিডার গাছের সারি। এখানে যেসব দুর্লভ প্রজাতির জীব দেখার সৌভাগ্য হবে তার মধ্যে রয়েছে একশৃঙ্গ গণ্ডার, বুনো মহিষ, হগ ডিয়ার, বার্কিং ডিয়ার, বুনো এশিয়াটিক মহিষ, ক্ষুদ্রাকৃতি শূকর প্রজাতির পিগমি হগ। আরও উল্লেখযোগ্য সংবাদ অরণ্য প্রাণ অসমের এটিই কিন্তু একমাত্র ব্যাঘ্র সংরক্ষণ বন। এছাড়া

দেখতে পাবেন অসমের অন্য স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হাতি, লেপার্ড, ক্লাউডেড লেপার্ড, হিমালয়ান বিয়ার (ভল্লুক), ওয়াইল্ড বোর, সম্বর, হগ ডিয়ার আরও কত কি!

ভ্রমণের ষোলকলা পূর্ণ হবে যখন দেখতে পাবেন দুর্লভ বিপন্ন প্রজাতি বেঙ্গল ফ্লোরিকান পাখি। হোয়াইট উইঙ্গড ডাক ও আরও শ'য়ে শ'য়ে পরিযায়ী পাখির কলকাকলিতে পূর্ণ করে তুলেছে মানসের চরাচর। এছাড়া দেখতে পাবেন বিশাল ধনেশ, গ্রেট পায়েড হর্নবিল, বুশচ্যাট, ফিসিং ঈগল, হক ঈগল, ক্রেস্টেড সারপেন্ট ঈগল।

প্রাণীজগতের এই বিশাল ঐশ্বর্যের মাঝে আপনার টিমের ছোট্ট সদস্যদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে লম্বা লম্বা লেজ ঝুলিয়ে ডালে বসে থাকা গোল্ডেন লাঙুর বা সোনালী হনুমান। আর ক্যাপড লাঙ্গুর। এছাড়া আছে অসমিজ ম্যাকাক। মানসের ৬০ রকমের স্তন্যপায়ীর মধ্যে ২১ রকম হচ্ছে ভারতের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী বিশেষভাবে বিপন্ন অর্থাৎ দুর্লভ দর্শন। এছাড়া ভাগ্য ভাল থাকলে হাল্কা বৃষ্টিতে শীত হয়ত একটু বাড়াবে, কিন্তু দেখা পেয়ে যাবেন পেখম মেলা ময়ুরের। টাইগার রিজার্ভের মাথানগুড়ি আপার বাংলোয় ডাইনিং হলের সামনে দাঁড়ালে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

সামনে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মানস নদী দু-ভাগ হয়ে গিয়েছে। জলে খেলে বেড়াচ্ছে মাছের দল। তাতে ছোঁ মারছে স্পটবিল্ড পেলিক্যান, ছোট-বড় পানকৌড়ির ঝাঁক, হেরন, নানা প্রজাতির বক। আশে পাশে গাছ রঙীন করে তুলেছে হলুদ বুলবুল, দোয়েল, পাপিয়া, কালো মাথা হলুদ বুলবুলি - যেসব পাখি এখন শহরে কেন গ্রামেও দুর্লভ। বিট অফিসারের সঙ্গে কথা বললেই পেয়ে যাবেন সদলবলে জঙ্গল ঘোরার জন্য হাতি। যদি হাতির পিঠে চড়া কারও পছন্দ না হয়, তাহলে জিপ পাবেন। পথের দু'পাশে পাবেন একের পর এক দুর্লভ দর্শন প্রাণী। রাত্রে ভাগ্য ভাল থাকলে বাংলোর জানলা দিয়ে চোখে পড়ে যেতে পারে বাঘ, যার পায়ের ছাপ দেখেছেন দিনের বেলায়। এই 'মানস অভয়ারণ্যে' আসার সময় নভেম্বর থেকে মার্চ। গুয়াহাটি থেকে ১৭৬ কিলোমিটার। নিকটবর্তী রেলস্টেশন: বরাপেটা রোড। বিমান বন্দর: গুয়াহাটি। সেখান থেকে ৪০ কিলোমিটার বনাঞ্চল। হাওড়া থেকে বরাপেটা রোড যেতে সেরা ট্রেন কামরূপ এক্সপ্রেস। বনের ভিতর মাথানগুড়িতে পাবেন দুটি বাংলো, কটেজ, ডর্মেটরি।

অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস নিয়ে ব্রহ্মপুত্র বিচ ফেস্টিভাল

অসমের 'মঘা বিহু' উৎসবের সঙ্গে একত্রে গা ভাসিয়ে এই উৎসব শুরু হয়। গোলায় ফসল ওঠার আনন্দপূর্ণ সময়ের সঙ্গে তার রেখেই এই উৎসবে দেখতে পাবেন এই রাজ্যে ধ্রুপদী অনুষ্ঠানগুলি যার মধ্যে আছে বোট রেসিং, হাতি দৌড়, ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতা। পাশাপাশি থাকছে উল্লেখযোগ্য ওয়াটার স্পোর্টসের মধ্যে উইন্ড সার্ফিং, র‍্যাফটিং, ক্যানোয়িং, কায়াকিং। হাইটেক অ্যারো স্পোর্টস আর একটি বড় আকর্ষণ। যার মধ্যে আছে মাইক্রো লাইট এয়ারক্রাফট ফ্লাইং, প্যারা ড্রপিং, হট এয়ার বেলুনি। এরসঙ্গে পাশাপাশি আছে 'ফুড ফেস্টিভ্যাল', যেখানে এসে প্লেট মুখে তুললেই বুঝতে পারবেন, উদরের মাধ্যমে হৃদয় জয়ের প্রাচীন প্রবাদটি কীভাবে সত্য করে তুলতে পারেন অতিথিপরায়ণ অসমবাসী। এই 'ব্রহ্মপুত্র বিচ ফেস্টিভ্যাল'-এর সময় জানুয়ারি।

প্রয়োজনীয় যোগাযোগ

অসম বোট রেসিং অ্যান্ড রোয়িং অ্যাসোসিয়েশন

অফিস অফ দা ডেপুটি কমিশনার, কামরূপ, গুয়াহাটি, পানবাজার, গুয়াহাটি-৭৮৮১০০

ইমেল: bbghy@indiatoday.com

ওয়েব সাইট: www.brahmaputra-beachfestival.com

কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক

কেনিয়া, কঙ্গো, আমাজন যে কোনও অরণ্যের দুর্গমতা হয়ত আপনি জয় করে এসেছেন, কিন্তু চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি, কাজিরাঙায় এলে আপনার যে অনুভূতি হবে তা একান্তই অভূতপূর্ব। গোলঘাট এবং নওগাঁ জেলা জুড়ে গড়ে ওঠা এই জাতীয় অভয়ারণ্য অসমের সবচেয়ে প্রাচীন। ১৯৭৪-এ জাতীয় মর্যাদা পায়। বর্তমানে এটি 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'। গহীন জঙ্গল, লম্বা হাতি ঘাস-এ ভরা ৪৩০ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বনের একপাশে ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদী। আছে চা বাগানও।

একটা লম্বা রাস্তা চলছি। অনেক দেখছি, আর শিখছিও। সেই দেখা-শেখার বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে এই বিভাগে। যেখানে পথ চলতি ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের জীবনের বৃহৎ কোন অনুষঙ্গকে।

দীপক বড়পণ্ডা

যাওয়া আসার পথে পথে

(১)

কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে ট্রেনে যাচ্ছি। রানাঘাটের পর একজন মহিলা হকার কামরায় উঠলেন। পঁয়ত্রিশ খানিক বয়স। সেফটিপিন, ন্যাপথালিন, মানিব্যাগ-এর মতো ছোট ছোট জিনিস বিক্রি করতে শুরু করলেন। ট্রেনে যা হয়, কেউ কেনেন কেউবা নেড়ে চেড়ে শুধু দেখেন। অন্য দিকে মন দিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, উনি বাথরুম-এর পাশে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে গান শুনছেন আর গুন গুন করে গাইছেন-

ওগো তোমরা কে যাও গো ভাটি গা বাইয়া,

আমরা ভাইয়ের সংবাদ কইয়ো নাইয়োর নিও আইয়া...

ভদ্র মহিলার একটা পা কামরার গায়ে তোলা, আর একটা পা তালে তালে ওপর নিচ হচ্ছে। পুরো মৌজ করে গাইছেন।

সেই সময় একজন কাস্টমার একটা মানিব্যাগ-এর দাম জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা বললেন, না আজ আর বিক্রি করব না। খদ্দের চলে যাবার পর জানতে চাইলাম,

- বিক্রি করলেন না কেন, দিদি?

- আজ আর ভাল লাগছে না।

বিক্রি মানেই তো সেই ক্যাচ ক্যাচ করা...। মা-র শরীরটা ভাল নেই। মনটা ঘরেই আছে। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাব। ভাবলাম, বা! না বলার অধিকারটা আছে। আমাদের বেশিরভাগ লোকেরই যা নেই। নিজের পছন্দ অপছন্দ সব চাপের কাছে সব হারিয়ে যাচ্ছে। বেশ ভাল আছেন ভদ্রমহিলা, অন্তত নিজের মতোন করে চলার চেষ্টা করছেন।

একজন আপেল বিক্রেতা এলেন, ওর কাছ থেকে মহিলা ৫০০ গ্রাম আপেল কিনলেন। বললেন, বাড়িতে ছেলেটা আর বুড়ি মা তাকিয়ে থাকবে আমি কখন ফিরব। হাতে করে কিছু নিয়ে গেলে খুব খুশি হয়।

(২)

বাঁকুড়া থেকে ফিরছি। সঙ্গী সেলফ হেল্প গ্রুপ প্রোমোশনাল ফোরাম-এর সম্পাদক তরুণকুমার দেবনাথ। বিষ্ণুপুরে একজন ভদ্রমহিলা উঠে আমাদের পাশে এসে বসলেন। মধ্য তিরিশের ওই মহিলার সঙ্গে ওঁর বছর সাতেকের ছেলে। পরিচয়ে জানলাম, মহিলা বিষ্ণুপুরে কলেজে পড়ান। ছেলে ওখানেই একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ে। ওঁরা ফিরছেন হাওড়ার শিবপুরে, ওদের নিজেদের বাড়িতে। কিছুক্ষণের মধ্যে বাচ্চাটির সঙ্গে আমাদের বেশ ভাবসাব হয়ে গেল। তরুণ দা ওকে বললেন, তুমি বিষ্ণুপুরে কবে ফিরবে?

- সোমবার। সে বলল।

- কোন, আর দু'দিন দাদু-দিদার কাছে বাড়িতে থেকে যাও। তরুণ দা বললেন।

- না, থাকলে চাকরি করতে পারব না।

- মানে? তরুণ দা বিস্মিত হলেন।

- আমি স্কুল কামাই করলে, পড়াশোনা করব কী করে? আর পড়াশোনা না করলে চাকরি পাব না।

- হুঁ। বছর সাতেকের শিশুর জীবনবোধ দেখে তরুণ দা গম্ভীর হলেন।

কোনটা ভাল আর কোনটা খারাপ হয়ত ভবিষ্যৎ তা বলবে, কিন্তু এই মুহূর্তে শিশুটি শিখেছে, জীবনে তাকে একটি চাকরি পেতেই হবে, তার জন্য পারিবারিক সবরকম শখ আহ্লাদ ছাড়তেও সে রাজি, আর দাদু-দিদার কাছে থাকা, সে তো বাহুল্য।

শান্তিনিকেতনে ১১৯ বছরের পৌষমেলা

গীতিকন্ঠ মজুমদার

শান্তিনিকেতন: শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা আজ জাতীয় স্তর অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'এতদিন যাঁর চেতনা বিলাসের আরামশয্যা থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছিল এই ৭ই পৌষ দিনটি সেই দেবেন্দ্রনাথের ছিল। এই দিনটি তিনি আমাদের জন্য দান করে গিয়েছেন। সেই সাধকের জীবনের ৭ই পৌষকে আজ উদঘাটনে করার দিন-সেই নিয়ে আমরা আজ উৎসব করি।'

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২বছর বয়সে ১৮৪৩ সালের ২২ ডিসেম্বর (১২৫০-র ৭ই পৌষ) ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। অর্থাৎ পৌত্তলিকতা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে এসে শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্ম আশ্রম গড়ে তোলেন।৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন তথা ভারতবর্ষের বুকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কারণ এই ৭ই অদ্বৈতম'। বহু মানুষ হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মহর্ষির পথ অনুসরণ করেছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র রবীন্দ্রঠাকুর এই দিনটিকে স্মরণ করার জন্য মেলার আয়োজন করেন ১৮৯৫ সালের ৭ই পৌষ। তখন ছিল একদিনের মেলা। বার্ষিক উৎসবের

পাশাপাশি জমে উঠত মেলা। অতঃপর এই মেলার আকর্ষণ বাড়তে থাকে। মানুষের আবেগকে মূল্য দিতেই এই মেলা চারদিন করা হয়েছে (৭-১০ পৌষ)।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আশ্রমে উৎসবাদির খরচ বহনের জন্য জমিদারি থেকে ১৮০০ টাকা আয়ের স্থাবর সম্পত্তি তিনজন ট্রাস্টির নামে ডিড করে দেন। এই তিন জন হলেন দীপেন্দ্র নাথ ঠাকুর, রমনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। মূলত ধর্মভাব উদ্দীপনের জন্যে ট্রাস্ট তৈরি হয়। কিন্তু পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ পিতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। অবশ্য মেলার সঙ্গে গ্রামীন সংস্কৃতিকেও যুক্ত করেছিলেন।

লোকশিক্ষার অঙ্গ রূপে মেলাকে উপস্থাপিত করেছিলেন। আজ পৌষমেলা বিশাল আকার ধারণ করেছে। মেলায় যেমন বসে বাউলের আসর, যেমন হয় বাজি পোড়ানো, তেমনি আবার দেখা যায় মোটর গাড়ির শোরুম। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এবছর কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বভারতীকে কর মুক্ত করেছে। অর্থাৎ বিশ্বভারতীকে কোনও আয় সংক্রান্ত কর দিতে হবে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ৭-৮ লাখ টাকা সাশ্রয় হবে। কোনও ব্যক্তি বিশ্বভারতীকে সাহায্য করলে সেই ব্যক্তি ৮০জি ধারায় করে ছাড় পাবেন।

পৌষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে শান্তিনিকেতনের মূল বীজ, 'শান্তং শিবম

বাস্তুশাস্ত্র

প্রঃ কর্মচারিদের বসার জায়গা কি সবসময় বাধামুক্ত হওয়া উচিত?

উঃ অবশ্যই। কোনও অবস্থাতেই সরাসরি কোনও বিমের নিচে বসা উচিত নয়। এরকম হলে অবশ্যই সেই জায়গা থেকে সরে আসা বিশেষ জরুরি। শুধু কর্মচারিরাই নয়, সেখানে কোনও কম্প্যুউটার বা অফিসের সরঞ্জাম রাখা উচিত নয়।

কর্মচারিদের বসার জায়গা ছাড়াও বাস্তুশাস্তর অনুযায়ী অফিসের গাড়ির পার্কিং, টয়লেট, গুদাম ঘর, অতিথিদের বসবার জায়গা, সিঁড়ি, লিফ্ট, বাইরের জায়গা, মূল জায়গা, প্রবেশের রাস্তা এগুলি কীভাবে তৈরি করা উচিত, সে বিষয়েও সুনির্দিষ্ট দিশার উল্লেখ আছে। তাই কোনও অফিস তৈরির আগে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য 'যোনি-ডাইরেকশন' যাতে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা উচিত। বলা নিষ্প্রোয়জন, বিষয়টি নির্ভর করে সঠিক গণনার উপর ভিত্তি করে।

প্র- অনেকে বাড়িতে, অফিসে লাফিং বুদ্ধ রাখেন। বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী এর দ্বারা কি কোনও উপকার হতে পারে? বাসব সাহা, বাগুইহাটি

উঃ উনবিংশ শতাব্দী থেকেই চিন, জাপান এবং ভারতবর্ষে লাফিং বুদ্ধ'র প্রতি মানুষের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, একে সুখ-সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তাদের মতে, লাফিং বুদ্ধ যে জায়গায় থাকেন সেখানকার মানুষ কখনই 'নেগেটিভ' চিন্তা করেন না। শুধু তথাকথিত সুখ-সমৃদ্ধিই নয়, সুস্বাস্থ্য, কেরিয়ার এবং বাড়ির বাচ্চাদের উন্নতির পক্ষেও তিনি সহায়ক। দশম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করা জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আদলেই নাকি লাফিং বুদ্ধ'র প্রবর্তন করা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে কিছু মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রবণতা থাকলেও মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা, সবসময় মহানন্দে থাকার প্রবণতার সুবাদে অনেকে তাঁর অনুগামী হয়ে ওঠেন। অনেকের মতে, গৌতম বুদ্ধই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে তাঁর মধ্যে প্রতিভাত হয়েছেন। তিনি যেখানেই থাকেন সেখানেই তিনি চলার পথে নতুন আলো দেখান।

ইদানীংকালে লাফিং বুদ্ধ'র যে ফেংশুই রূপ ব্যবহার করা হয়, তাও সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। লাফিং বুদ্ধ, পরিবার ও যেখানেই তিনি থাকেন, সেখানকার সব মানুষকেই আশীর্বাদ করেন। তাই ইদানীংকালে প্রায় সব চিনা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা অফিসে লাফিং বুদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষদের ঘরে বা অফিসে তিনি ব্যাপকভাবে বিরাজমান।

এইসব নানান বিষয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রখ্যাত বাস্তবিদ প্রতুল চন্দ্র দাশ।
চিঠি পাঠানোর ঠিকানা: বাস্তুশাস্ত্র, প্রযত্নে আলিপুর বার্তা,৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭।

ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

বল্লভপুর অভয়ারণ্য

বীরভূমে শান্তিনিকেতন লাগোয়া বল্লভপুর অভয়ারণ্যে শীতকালে দেশি ও পরিযায়ী পাখির মেলা বসে। পাখিদের মধ্যে জলপিপি, ফুলটুসি, বেনেবউ, ফটিকজল, খঞ্জনা, মুনিয়া, নীলকণ্ঠ, কমনটেল, পিনটেল, শোভেলার, গ্যাজোয়াল, পার্পল, মুরহেন, ইগ্রেট ইত্যাদি। অভয়ারণ্যের খাঁচায় আছে চিতল হরিণ, কৃষ্ণসার হরিণ, খরগোশ, শেয়াল, ময়ূর ও বিভিন্ন সাপ। পৌষমেলায় এলে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পারবেন।

কীভাবে যাবেন: হাওড়া বা কলকাতা অথবা শিয়ালদ থেকে ট্রেনে বোলপুর-শান্তিনিকেতন স্টেশন অথবা প্রান্তিক স্টেশন বেং প্রান্তিক স্টেশন থেকে বল্লভপুর অভয়ারণ্যর দূরত্ব যথাক্রমে ৩ কিলোমিটার এবং ১ কিলোমিটার। কলকাতা থেকে গাড়িতে গেলে ডানকুনি হয়ে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে বর্ধমান থেকে দার্জিলিং মোড় থেকে ডানদিক ধরে সোজা বোলপুর।

কোথায় থাকবেন: বল্লভপুর অভয়ারণ্যতে থাকার জন্য চারটি কটেজ আছে। কটেজ বুকিং-এর জন্য ডিএফও, বীরভূম ডিভিশন, ডাক-বড়োবাগান, জেলা-বীরভূম, পিন-৭৩১১০৩। এখান থেকে বেরিয়ে নেওয়া যায়, কঙ্কালীতলা, ফুল্লরা মন্দির, সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। হাঁসুলি বাঁক, সুরুলের টেরাকোটা মন্দির, সোনাঝুরি হাট ও শান্তিনিকেতন।

ব্যান্ডেল-হুগলীও অ্যাকোয়া মেরিন পার্ক

হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের হুগলি স্টেশন থেকে

১ কিলোমিটার গেলেই অ্যাকোয়া মেরিন পার্ক। ওয়াটার থিম পার্কটিতে জলক্রীড়ার নানারকম সুযোগ আছে। রয়েছে পিকনিক গার্ডেন ২০০ জনের কনফারেন্স হল, সুইমিং পুল ইত্যাদি। রয়েছে বোটিং, রোলার স্কেটিং, মুনওয়াকার ইত্যাদি। ওয়াটার রাইডসের মধ্যে আছে স্লাইড পুল, ওয়াটার পুল, পোগোপুল, ওয়েভপুল ইত্যাদি। অ্যাকোয়া মেরিনপার্কে পিকনিক করতে এসে কাছাকাছির মধ্যে দেখে নেওয়া যায় হুগলীর ইমামবাড়া, চন্দননগরে ফরাসি যাদুঘর, ব্যান্ডেলচার্চ, দেবনন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান।

কীভাবে যাবেন: হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল, বর্ধমান মেন, পান্ডুয়া, কাটোয়া লোকাল ধরে পৌছোতে হবে হুগলি স্টেশনে। হুগলি স্টেশন থেকে রিকশায় বা পায়ে হেঁটে পৌছোনো যায় ওয়াটার থিম পার্কে। কলকাতা থেকে গাড়িতে গেলে জিটি রোড ধরে হুগলি পৌছে, পৌছানো যায় ওয়াটার থিম পার্কে।

বারুইপুরের বনেরহাট

বারুইপুর কাছে মনোরম পিকনিক স্পট বনের হাট বাগানবাড়ি। প্রায় চার বিঘা জমির উপর তৈরি হয়েছে পিকনিক স্পটটি। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বারুইপুর স্টেশনে নেমে নরেন্দ্রপুরগামী রাস্তার দিকে হাঁটাপথে ১৫ মিনিটের পথ 'বনের হাট বাগানবাড়ি'। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল দেওয়া সুসজ্জিত বাগানবাড়ি। বাগান ভরে থাকে রংবেরং-এর ফুলে।

ধুতরদেহ পিকনিক স্পট

ধুতরদেহ পিকনিক স্পটের দূরত্ব সায়েন্স সিটি থেকে ৪০ কিলোমিটার এবং ঘটকপুকুর থেকে ১৮ কিলোমিটার। এখানে সুইমিং পুল, লেক রয়েছে। রয়েছে বাগান। থাকার জন্য রয়েছে সাধারণ ও বাতানুকুল ঘর। সর্বোচ্চ দুটি দলকে একদিনে এখানে পিকনিক করার অনুমতি দেওয়া হয়।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

যুগ সাগ্নিক
সম্পাদক - প্রদীপ গুপ্ত
২/৫৬-এ, নেতাজী নগর, কলকাতা - ৭০০০৯২
মোবাইল - ৯০৫১৪৭১০৭৫

প্রথম বছরেই পাঠককূলের সমাদর পেয়েছে।
লেখক-পাঠক হিসেবে যুক্ত হন।

অর্থনীতি

নির্বাচনী ফ্যাক্টরে সর্বকালীন উচ্চতায় শেয়ার বাজার

অনিমেষ সাহা

এ কোন সকাল রাতের চেয়ে অন্ধকার। হঠাৎ করে বদলে যাওয়া রবিবাসরীয় সকালটা যেন কংগ্রেস নেতৃত্ব বিশ্বাসই করতে পারছিল না। 'আম আদমী পার্টি' যে এতটা শক্তি সঞ্চয় করবে আর রামরথ ছেড়ে উন্নয়নমুখী বিজেপি এভাবে পদ্মফুল ফোটাবে তা মনে হয় বুঝতে পারেননি সোনিয়াজি। তবে অনেকটা আঁচ পেয়েছিল শেয়ার বাজার। যার নিরিখে বিগত সমস্ত রেকর্ড ভেঙে সেনসেক্স এবং নিফটি সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে গেল। ৬৪১৫-এর যে নিফটির ম্যাজিক ফিগার তা অবশ্য সোমবার মানুষ দেখে নিয়েছে। তবে বিজেপির উত্থান দিল্লিতে বলিষ্ঠ না হওয়ায় বাজারও তার প্রতিক্রিয়া জানায়। সঙ্গে সঙ্গে ১০০ পয়েন্ট পড়ে গিয়ে দিনের শেষে ৬৪০০-এর কাছাকাছি বাজার বন্ধ হল। অবশ্য দাম বন্ধ হওয়াটা খুব একটা গুরুতর নয় বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। তারা ভাবছেন ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসলে বাজার অবশ্য অন্য রূপ নিয়ে আসবে। হঠাৎ করে যেন মনে হচ্ছে কংগ্রেস দলটাকেই একেবারেই ছেঁটে ফেলতে চাইছে বাজার অর্থাৎ বিনিয়োগকারীরা। কিন্তু এই কংগ্রেসের সরকারে ফিরে আসা নিয়ে বাজার এক সময় ১ হাজার পয়েন্ট বাড়িয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মনে করেন কংগ্রেস খাদ্যবিল থেকে শুরু করে মানুষের কাজের অধিকারের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হয়ত বিশ্বমন্দার সঙ্গে যুঝতে গিয়ে অনেক সময় তাদের পিছু হঠতে হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি, আমদানি-রফতানির ঘাটতি, ডলারের দাম বেড়ে যাওয়া এবং অসংখ্য দুর্নীতির মাঝে ভরাডুবি হয়েছে তাদের। এইসব কিছুতে শেয়ার বাজার তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। একসময় এই বছরই ৫১০০-র কাছে চলে এসেছিল শেয়ার সূচক নিফটি। শুধুমাত্র বেড়ে যাওয়া মূল্যবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে তৎকালীন গভর্নর সুব্বারাও শুধু ব্যাঙ্ক রেট আর সিআরআর বাড়ানো ছাড়া আর কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখাতে পারছিলেন না। তার সঙ্গে তাল রেখে প্রধানমন্ত্রীও তার নীতি নির্ধারণের অক্ষমতায় ভুগছিলেন না। হাজার কোটি টাকার

খাদ্যবিলও আগামী দিনের দেশের মানুষের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করছিল বাজার। কারণ, যেখানে ফিসকাল ঘাটতি ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী সেখানে পরিকাঠামো তৈরি না করে শুধু টাকা বিলানোকে ভাল ভাবে নেয়নি বাজার। তাই কংগ্রেসের উত্থানকে একসময় বাজার সমর্থন করেছিল তার আর্থিক উদারিকরণের মধ্য দিয়ে তেমনি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াও দেখিয়েছে তাদের নীতি নির্ধারনের অদূরদর্শীতার জন্য। তাই শুধু দেখা গিয়েছে ২০১৩ সালেই কংগ্রেসের নীতি পঙ্গুত্বতেই মাঝে মাঝে বাজার হোঁচট খেয়েছে। তাই রঘুরাম রাজানের মতো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক নীতি নির্ধারককে যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর করা হল বাজারও তখন তার ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল।

যেহেতু দিল্লিতে সরকার গড়া নিয়ে বিজেপি সংকটে পড়েছে তাই বাজার তার সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছিয়েও নিজস্ব অবস্থানে টিকে থাকতে পারেনি। অবশ্য ২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এক গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা এনে দেবে বাজার। তাছাড়া সম্প্রতি জিডিপি'র ইতিবাচক সংকেত, আমদানি-রফতানির ঘাটতি কমে আসা এবং কর্পোরেট ক্ষেত্রে সূচক (পিএমআই) ইতিবাচক গতি পাওয়ায় মনে হচ্ছে আগামী দিনে ভাল কিছুর সম্ভাবনা আছে ভারতীয় অর্থনীতিতে।

তবে আমেরিকার অর্থনীতি যেভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে তা একদিকে যেমন ভারতের পক্ষে ভাল তেমন অন্যদিকে খারাপ। কারণ, ভালদিকটি হল আমেরিকার অর্থনীতিতে ইতিবাচক লক্ষণ দেখা গেলে তাতে চাহিদার পরিমাণ বাড়বে যা ভারতের মতো দেশের ক্ষেত্রে রফতানি বাড়াতে সাহায্য করবে। অন্যদিকে তাদের অর্থনীতি ভাল হলে ৮৫০০ কোটি টাকার যে বন্ড তারা ক্রয় করছে তা কমে আসতে পারে যার ফলে ডলারের দামে দেখা দেবে সংকট। যার ফলে ভারতীয় টাকার দামে চাপ সৃষ্টি হবে। অবশ্যম্ভাবী রূপে ভারতীয় শেয়ার বাজারেও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াও দেখা যেতে পারে। তাই উন্নয়নমূখী বিজেপির উত্থান এবং আমেরিকার ঘুরে দাঁড়ানোর অর্থনীতি এবং ভারতীয় অর্থনীতির কিছু ইতিবাচক সংকেত সবমিলিয়ে আকাশের কোনও এক প্রান্তে রূপোলি রেখারই সংকেত দিচ্ছে। তবে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছিয়েও যেভাবে ২০০৮ সালে বাজারের ভরাডুবি হয়েছিল তাই বিনিয়োগকারীদের আবার সেই নতুন উচ্চতায় সতর্ক থাকতে হবে।

ধর্ম

গৃহীদের প্রাণের দেবতা শ্রী রামঠাকুর

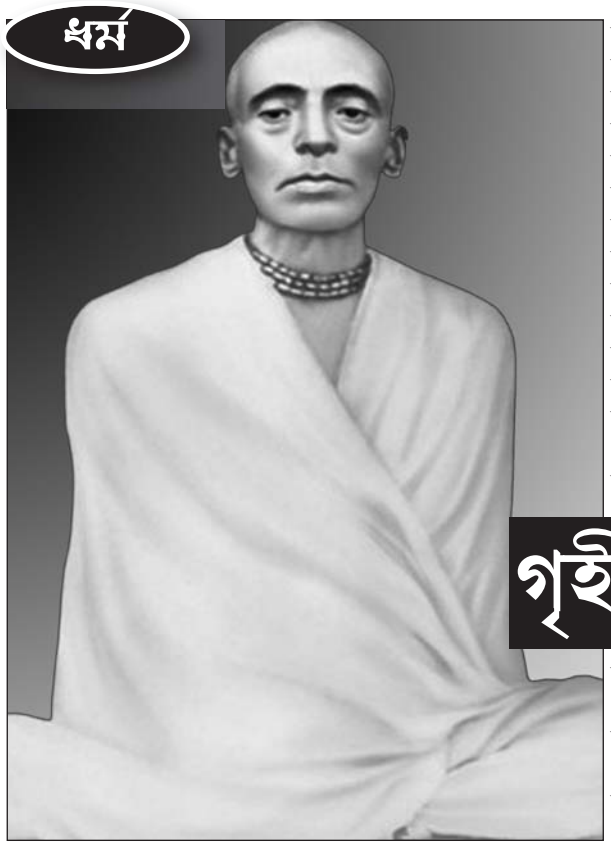

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রী রামঠাকুরের জীবনের সম্পূর্ণ বিবরণ তেমন পাওয়া যায় না। নেই কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থ। শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড. ইন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাম ঠাকুরের কথা' গ্রন্থ থেকে শ্রীশ্রী ঠাকুর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জানা যায়।

নিজের সম্বন্ধে কোনও প্রচার তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন যে, 'আচরণই প্রকৃষ্ট প্রচার, এতদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে প্রচারের চেষ্টা করলেই, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক সত্যের সঙ্গে কিছু কিছু মিথ্যা এসে জোটে এবং প্রচারের নামে অপ্রচার হয়ে থাকে।'

পরম পুরুষ রামঠাকুর লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে পছন্দ করতেন। নীরবে ও নিভৃতে ছিল তাঁর কর্মযজ্ঞ। আসল নাম রামচন্দ্র চক্রবর্তী। বাবার নাম রাধামাধব চক্রবর্তী। মা কমলা দেবী। জন্ম ১২৬৬ সালের মাঘী শুক্লা দশমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে ফরিদপুর জেলায় ডিঙ্গামানিক গ্রামে। ১৩৫৬ সালের ১৮ বৈশাখ পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে চৌমুহনীতে (নোয়াখালি) তাঁর প্রয়ান হয়। এই দীর্ঘ ৯০ বৎসর তিনি একপ্রকার আত্মগোপন করে কাটিয়ে গিয়েছেন। জীবনের প্রায় অর্ধাংশ তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন এবং হিমালয়ের দুর্গম স্থানে বিচরণ করেছেন।

১০-১২ বছর বয়সে ঠাকুর গৃহত্যাগ করেন এবং আনুমানিক ৪৬-৪৭ বৎসর বয়সে তিনি লোকালয়ে ফিরে আসেন। মাঝে একবার ৩-৪ বছরের জন্য তিনি দেশে ফিরে নোয়াখালি ও ফেনীতে অবস্থান করেন। ঠিক এই সময়েই নোয়াখালিতেই রামঠাকুরের নানাপ্রকার বিভূতি প্রকাশ পেয়ে থাকে। কবি নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কবি ফেনীতে মহকুমার হাকিমের কাজে যুক্ত ছিলেন। ঠাকুরও এসেছিলেন।

এই সময়েই ঠাকুর দ্বিতীয়বার নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং প্রায় ১৭-১৮ বছর তাঁর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। আনুমানিক ১৯০২-০৩ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। ১৯০৩ সালে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। তখন তিনি ছিলেন কালীঘাটে। দেশে যাননি। এরপর তিনি উত্তরপাড়া ও নিকটবর্তী আরও কয়েকটি স্থানে কিছুদিন থাকেন। হঠাৎ একদিন একবস্ত্রে বেরিয়ে যান এবং বৎসরাধিক কাল দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে পদব্রজে ভ্রমণ করে ১৯০৭ সালের শেষ ভাগে কিংবা ১৯০৮ সালের প্রথম ভাগে দেশে ফিরে আসেন। এই সময় থেকে তাঁর তিরোভাবের সময় পর্যন্ত তিনি লোকালয়ে কাটিয়েছেন এবং লোকের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের ধন্য করেছেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিনি সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। জীবনের শেষের কয়েক বছর তিনি চৌমুহনীতে কাটিয়েছিলেন। তাঁর দেহত্যাগের পর সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। বর্তমানে সেখানে একটি সমাধি মন্দির নির্মিত হয়েছে।

রামঠাকুর সহজ সরল ভাষায় তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতেন। ভিন্ন ভিন্ন নরনারীকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিতেন। যেমন - কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, গৌর, হরি, রাম, রাধেশ্যাম, নারায়ণ, সত্যসনাতন, ওঁ হরি, আল্লাখোদা, খোদাতাল্লা, আলি আকবর ইত্যাদি। ঠাকুরের দেওয়া মন্ত্রে সব রকমের মন্ত্রের সমাবেশ দেখা যায়। শিবমন্ত্র, শক্তিমন্ত্র, রামমন্ত্র, হরিমন্ত্র, নারায়ণমন্ত্র, গৌরমন্ত্র, আল্লামন্ত্র। এক ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন - নামপ্রার্থীরা নাম প্রার্থনা করলে আপনি চোখ বোজেন কেন? রামঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন - চোখ বুজলে নাম প্রার্থীগণের পূর্বজন্মের নাম ভাইসা উঠে। সেই নাম আমি পুনরায় মনে করাইয়া দেই।

রামঠাকুর গৃহীদের প্রাণদেবতা। ঠাকুর বলেছেন ভগবানকে পেতে হলে বনে গিয়ে তপস্যা করার দরকার নেই। তপস্যা করার উপযুক্ত স্থান সংসার-অরণ্য। এই সংসারে আমরা প্রত্যেকে বাবা-মা-ভাই-বোনের সঙ্গ লাভ করছি। সবার কাছে ঋণী। এই ঋণ যে কোনও সময়ে শোধ করতে হবে। এর ভিন্ন গতি নেই। শ্রী রামঠাকুর বলছেন, 'এই সংসারে এগ মধ্যে থাইকা এগ ঋণ শোধ করতে আপনারে সহ্য কইরা থাকারে তপস্যা বলে। এইটা শুধু তপস্যা নয় নিত্য তপস্যা।

ঠাকুর বলেছেন, পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল অনুযায়ী বিধান করেন ভবিতব্য। ভবিতব্য ভগবান নয়। জীবের জন্মান্তরীণ কর্মফল অনুযায়ী জন্ম, মৃত্যু, কর্ম ও মৃত্যুর বিধায়ক ভবিতব্য। ভবিতব্যের আশ্রয় থাকতে ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে না। মায়াচক্রের অধীন থেকে ভবিতব্যের হাত এড়ান যায় না। গতানুগতিকতা ঘুচলে ভবিতব্য থাকে না। ভগবৎ সন্নিধানে যাওয়া যায়।

'জগতের প্রভূত কল্যাণের উদ্দেশ্যে সত্যের ইচ্ছাতে' এটাই শ্রী রামঠাকুর শ্রী মুখে প্রকাশ করেছেন। এই চিরন্তত সত্যের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশেই তাঁর জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শ্রীশ্রী কৈবল্যধাম। ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রামে পাহাড় তলায়। অন্যটি ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাদবপুরে।

দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর এইটবি বাসস্ট্যান্ড থেকে কিছুটা পথ হেঁটে গেলেই পরে শ্রীশ্রী কৈবল্যধাম। পরম পুরুষ রামঠাকুরের আশ্রম। প্রশস্ত জায়গা। বিশাল লন। শান্ত সমাহিত মন্দির। নীরবে বসে শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ। মন্দিরে সকাল সন্ধ্যে চলে হরিনাম সংকীর্তন।

শ্রীশ্রী কৈবল্যধামের পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সাত জনের পরিচালক সমিতি। সর্বেসর্বা মোহন্ত মহারাজ। তিনি চতুর্থ মোহন্ত মহারাজ। ভক্তদের দীক্ষা দেন। যে কেউ যে কোনও সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিতে পারেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তাদের কাছে একটাই সম্প্রদায়-মানব সম্প্রদায়।

কার্যকরী সমিতির সম্পাদক বলেন, শ্রীধামের সব অনুষ্ঠানে নরনারায়ণের সেবা ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত। জগতের প্রভূত কল্যাণের উদ্দেশে সত্যের জন্য এই ধর্মের উদয় হয়েছে বলে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমুখে প্রকাশ করেছেন। সেজন্য শ্রী ধামের সবকাজই জনসেবাধর্মী। রোজ ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলরতি উষা কীর্তন, দুপুরে পুজোর অন্ন ভোগ আর সন্ধ্যায় সত্যনারায়ণ পুজো ও সিন্নি দেওয়া হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ছাড়াও রোজ অনেক মানুষজন এই প্রসাদ পেয়ে থাকে।

শ্রীশ্রী কৈবল্যধামের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী (১৩ ফাল্গুন), নববর্ষ, দোল, অক্ষয় তৃতীয়া, শারোদৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রতি পুর্ণিমাতে দুপুরে খিচুড়ি মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীধামে দুঃস্থ রোগীদের জন্য হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিনাপারিশ্রমিকে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন ও বিনামূল্যে ওষুধ দেন। ডাক্তারদের সাহায্য করার জন্য সাত জন সহায়ক ও সহায়িকা রয়েছেন। দূর-দূরান্ত থেকে রোগীরা চিকিৎসার জন্য শ্রীধামে আসেন। ১২ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন। প্রতি বছর আশ্রমের পক্ষ থেকে দুঃস্থ ও পীড়িত জনগণের সাহায্যার্থে ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও সরোজ নলিনী দত্ত মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনকে বস্ত্র দান করা হয়। শ্রীশ্রী কৈবল্যধামের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে আদি মন্দির, শ্রীমন্দির, নামঘর, ভোগের ঘর, দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাড়ি প্রভৃতির সংস্কার।

শুধু প্রচার আর গ্ল্যামারেই কি টলিউড বাঁচবে

ছবি - হনুমান ডট কম
পরিচালনা - গৌরব পাণ্ডে
অভিনয়ে - প্রসেনজিৎ, রুদ্রনীল, মৌসুমী ভট্টাচার্য, সালোনি পাণ্ডে, প্রমুখ

শুধু বিদেশি লোকেশন আর প্রচারের উচ্চনিনাদেই কি বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে যাবে? এই সংশয় মনে আসতে বাধ্য গৌরব পান্ডে পরিচালিত হনুমান ডট কম ছবিটি দেখলে। গৌরবের আগের ছবি 'শুকনো লঙ্কা'তে ছিল মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ একটি সুন্দর গল্প। একজন অবহেলিত মানুষ কীভাবে ভাগ্যকে জয় করবেন তার আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছিল ওই ছবিতে। গৌরবের আলোচ্য ছবিটিও এক অতি সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করে তৈরি। মফঃসলের এক স্কুল শিক্ষক ইন্টারনেটের মাধ্যমে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন এক আইসল্যান্ড নিবাসীনির সঙ্গে।

তার সঙ্গে স্কাইপে কথা বলতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে যান একটি খুনের ঘটনার। তারপরই তিনি পাড়ি দেন অজানা বিভূই আইসল্যান্ডে। এর আগে নিজের ছোট্ট শহরটির বাইরে পুরো পৃথিবীটাই ছিল তাঁর অজানা। এবার ঘটনাচক্রে বরফের দেশে পৌঁছে খুনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে নেমে পড়েন এবং একের পর এক রোমহর্ষক ঘটনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে চলচ্চিত্রটি। ছবির বিভিন্ন অংশ দেখে অনেক ক্ষেত্রে মনে বিভিন্ন হেঁয়ালিমূলক প্রশ্ন উঠে আসে। ছবির চরিত্রদের কাজকর্ম অনেকক্ষেত্রেই রীতিমতো অবিশ্বাস্য ও যুক্তিহীন। একজন সাধারণ মানুষ তাঁর জীবনভর জার্নির মধ্য দিয়ে কীভাবে অসাধারণ জায়গায় পৌঁছোন তা চমৎকারভাবে চিত্রায়িত হয়েছিল শুকনো লঙ্কা'য়। হনুমান ডট কমে প্রাথমিক প্রচার দেখেও মনে হয়েছিল পৃথিবীটা যে ক্রমশ কীভাবে ছোট হয়ে আসছে পৃথিবীর উত্তর

প্রান্তের ভূমি আর বাংলার ইছামতি নদীর তীরের সজল-ভূমির পৃথক ঘরানার মানুষেরা কীভাবে একত্রিত হয়ে যেতে পারেন, তার সফল চিত্ররূপ দেখা যাবে হনুমান ডট কমে। কিন্তু ছবিটি কখনই সেই মাত্রায় পৌঁছতে পারল না। শুধুমাত্র এলোমেলো কিছু চমক দেওয়া এক আধাখ্যাঁচড়া থ্রিলার হয়েই থেকে গেল ছবিটি। তবে কোনও প্রশংসাতেই যথাযোগ্য সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না প্রসেনজিৎকে। প্রত্যেকটি ছবিতে নিজেকে যেভাবে ভাঙছেন, বাণিজ্যিক ছবির সাধারণ এক হিরো থেকে কীভাবে বাংলার সর্বকালের সেরা অভিনেতাদের রাজসভায় নিজের আসন স্থায়ী করতে চলেছেন তা উপলব্ধি করার মধ্যেই এই ছবি দেখার সার্থকতা।

হলিউডে জুহি চাওলা

স্টিভেন স্পিলবার্গ প্রযোজিত ও অস্কার জয়ী পরিচালক লাসে হলস্টর্ম পরিচালিত ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন জুহি চাওলা। রিচার্ড মোরেজ-এর লেখা একটি বেস্ট সেলার উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে এই ছবিটি তৈরি হচ্ছে। থাকছেন ওমপুরিও।

ক্রস কানেকশন ২

জেনারেশন ওয়াইয়ের হালচাল নিয়ে তৈরি হয়েছিল দুরন্ত কমেডি ছবি 'ক্রস কানেকশন'। পরিচালক সুদেষ্ণা রায় ও অভিজিৎ গুহ ১২ ডিসেম্বর শুরু করলেন নতুন ছবি 'ক্রস কানেকশন ২'। রিমঝিম-ঋত্বিক থাকলেও এবার পায়েল-আবীরকে দেখা যাবে না। তার বদলে আসছেন সায়ন মুন্সি ও তনুশ্রী। বিএমডব্লু এন্টারটেনমেন্ট প্রযোজিত এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনায় নীল দত্ত, ক্যামেরায় সুপ্রিয় দত্ত এবং শিল্প নির্দেশনায় তন্ময় চক্রবর্তী। সুদেষ্ণ রায় জানালেন, তাঁদের আরও দুটি ছবি 'যদি লাভ দিলে না প্রাণে' এবং 'হারকিউলিস' আগামী বছরের শুরুতেই মুক্তি পাচ্ছে।

আকাশে মেগায় তসলিমার গল্প

আকাশ-৮ চ্যানেলে তসলিমা নাসরিনের লেখা দুঃসহবাস গল্প অবলম্বনে এবার মেগা-সিরিয়াল শুরু হচ্ছে। মূলত মেয়েদের উপর যে ক্রমাগত অত্যাচার হচ্ছে তাঁরই প্রতিবাদের কাহিনী হল দুঃসাহস। এই মেগাধারাবাহিকটির পরিচালক হলেন সুশান্ত বোস। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, অনুরাধা রায়, চন্দ্রায়ী ঘোষ, ভাস্কর ব্যানার্জী, পিযূষ গাঙ্গুলী, বৈশাখী মার্জিত প্রমুখ। এই মেগা-ধারাবাহিকের টাইটেল সঙ্ গেয়েছেন নচিকেতা। আগামী ১৯ ডিসেম্বর থেকে সোম থেকে শনি আকাশ-৮-এ রাত ১০টার স্লটে এটি দেখা যাবে।

চাঁদের পাহাড়ের দাপটে পিছিয়ে গেল জাতিস্মর

ডিসেম্বরে বড়দিনের মরসুমে একদিকে যখন সমগ্র ভারতের সঙ্গে বাংলাতেও রমরমিয়ে মুক্তি পাবে 'ধুম থ্রি' তখন বাংলা ছবির বাজারেও নিজেদের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে চলেছিল ভেঙ্কটেশ ফিল্মসের 'চাঁদের পাহাড়' ও রিলায়েন্সের 'জাতিস্মর'। প্রথমটি বাংলার সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্লাসিক। কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রধান ভূমিকায় থাকছেন দেব।

ওদিকে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গিকে গল্পের প্রেক্ষাপটে রেখে সৃজিত

মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'জাতিস্মর' হয়েছেন প্রসেনজিৎ। কিছুদিন আগেই জিৎ অভিনীত 'বস' ছবিটির বিক্রির রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনে রিলায়েন্স দাবি করেছিল ছবি মুক্তির প্রথম সপ্তাহে এই ছবিটির 'হল কালেকশন' সর্বাধিক। টলিউডের অন্য প্রযোজকেরা এই দাবিকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিলেও কেউই কিন্তু নিজেদের ছবির বিক্রির সঠিক তথ্য ফাঁস করতে রাজি নন। এই পরিস্থিতিতে বড়দিনের মরসুমে ভেঙ্কটেশ বনাম রিলায়েন্স, দেব বনাম প্রসেনজিৎ লড়াই কেমন জমে ওঠে তা নিয়ে অধীর অপেক্ষায় দিন গুনছিল টলিউডের দর্শকমহল। সে আশায় আপাতত জল ঢাললেন জাতিস্মরের প্রদর্শক। এই ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে বড়দিনে নয় আগামী বছরের প্রথম দিকে।

প্রদীপের ছবিতে পুলিশ রানি

'পরিণীতা', 'লাগা চুনরি মে দাগ' এর পরিচালক প্রদীপ সরকারের আগামী ছবি 'মর্দানি'তে এক পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করছেন রানি। পুলিশ অফিসারের চরিত্রে যেহেতু অভিনয় করছেন তাই তাদের জীবনের আদ্যোপান্ত বুঝতে রানি দেখা করেছিলেন মুম্বাই পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার (ক্রাইম) হিমাংশু রায়ের সঙ্গে। তাঁর থেকেই ক্রাইম ব্রাঞ্চ-এর অফিসারদের চলা-বলা-জীবনযাত্রা-কাজের ভঙ্গী সব কিছু খুটিনাটি বিষয় জেনে নেন রানি। আসলে রানি এই নতুন চরিত্রে নিজেকে একদম উপযুক্ত করার লক্ষ্যেই মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ অভিযান।

■প্রতিবেদক: অভিমন্যু দাস ও সঞ্জয় সরকার

আদেশনামা

যাত্রাদলের শিল্পী, কলাকুশলী, সরঞ্জাম প্রভৃতি নিয়ে যাওয়ার জন্য যেসব বাস, ছোট গাড়ি ব্যবহৃত হয় সেগুলি বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রায়শঃই অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সে কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, এই সব গাড়ির ব্লু-বুক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি যথাযথ থাকলে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির পক্ষ থেকে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের যুগ্মসচিব-এর স্বাক্ষরিত একটি স্টিকার যাত্রা প্রযোজকদের দেওয়া হবে যাতে যাত্রাদলের ব্যবহৃত গাড়ির সামনে এই স্টিকারটি লাগানো যায়।

স্টিকার সম্বলিত যাত্রাদলের গাড়ি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে ও বিভিন্ন শহরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যেন কোনোরকম অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সে ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

২. যাত্রাপালার অনুমতিপ্রদানের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত হারে স্থানীয় প্রশাসনকে বিভিন্ন কর জমা দিতে হবে।

বিনোদন কর	**:**	২০০ টাকা।
পুলিশ- কর	**:**	১২৫০ টাকা (সাধারণ যাত্রাপালার জন্য)।
		৫০০০ টাকা (স্বনামধন্য চলচ্চিত্র-শিল্পী সমন্বয়ে অভিনীত যাত্রাপালার জন্য)
অগ্নি-পরিষেবা কর	**:**	৫০০ টাকা (শুধুমাত্র অনুমতি প্রদানের জন্য)

যদি কোনও কারণে যাত্রাস্থলে অগ্নি-পরিষেবা দিতে হয়, সেক্ষেত্রে ২৫০০ টাকা কর বাবদ জমা দিতে হবে।

জেলাস্তরের প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই আদেশনামাকে যথাযথ মান্যতা দেন।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তথা বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়ার অনুমোদনক্রমে এই আদেশনামা প্রচারিত হল।

এই বিষয়-সংক্রান্ত পূর্বে প্রচারিত সকল আদেশনামা বাতিল বলে গণ্য হবে।

স্বাক্ষর
প্রধান সচিব

১১৮৩(২০)/জে.ত.স.দ/২৪ পরগনা(দঃ)/৪.১২.১৩

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ১৪ ডিসেম্বর- ২০ ডিসেম্বর,২০১৩

মেষ : স্বাস্থ্য সম্পর্কে শুভ ফলের কারকতা নেই। অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতির কারকতা বিদ্যমান। পারিবারিক ও সাংসারিক গোলযোগের কারকতা বিদ্যমান। ব্যবসার ক্ষেত্রে অর্থ ক্ষতি। অকস্মাৎ দৈব দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

বৃষ : আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা যাবে না। সব সময় সবলে কাটাতে হবে। গোপন শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাওয়া যাবে। ব্যবসায় আংশিক শুভযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষা সম্পর্কে বাধার যোগ রয়েছে। হজমশক্তির ব্যঘাত ঘটবে।

মিথুন : মনের জোর বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। নতুন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হতে পারেন। সন্তানের পীড়া মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি করাবে। পিছন থেকে অনেকে আপনার বদনাম দিতে চেষ্টা করবে। স্নেহ-প্রীতির ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেবে।

কর্কট : উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে গ্রহরা সাহায্য করবার চেষ্টা করবে। বেকরত্বের অবসান হতে পারে। স্থায়ী কর্মক্ষেত্রেও গোলযোগ লক্ষিত হয়। বুঝে কাজ করলে অনেক বিষয়ে সাফল্য আসবে। শুভ কাজগুলি আপাতত হবে না। ব্যবসায় ক্ষতিকারক।

সিংহ : মানসিক দুর্বলতাকে এখনও সঠিক পথে চালানো যাবে না। গলদেশে পীড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজ আপাতত হাতে নেওয়া ঠিক হবে না। শিক্ষা সম্পর্কে শুভ ফল পাওয়া যাবে।

কন্যা : সমস্ত কাজে কিছু না কিছু বিরোধের সৃষ্টি হবে। আগুন থেকে সাবধান থাকবেন। আত্মীয়রা আপনার ক্ষতির কারণ হবে। অর্থ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে একাধিক বাঁধা আসবে। অর্থনৈতিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্ক হন।

তুলা : মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে না। স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকা দরকার। প্রোমোটারি ব্যবসায় লাভবান হবেন। জমি-জমা বা স্থাবর-অস্থাবর সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। আপনাকে সাহায্য করার জন্য বন্ধুরা এগিয়ে আসবে।

বৃশ্চিক : কর্মময় জীবনে বহু বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে হবে। বেকারত্বের অবসান হওয়া সম্ভব। জটিল পরিস্থিতি থেকে সাবধানে এগিয়ে আসতে হবে। মানসিক ও পারিবারিক বিষয়ে জটিলতার উদ্ভব হবে। শিক্ষায় শুভফল পাওয়া যাবে।

ধনু : মনের চিন্তাগুলি ধীরে ধীরে বাস্তবে পরিণত হবে। গোপন কাজের কোনও বার্তা অপরকে দেওয়া ঠিক হবে না। আর্থিক বিষয়ে শুভফল লাভের কারকতা রয়েছে। স্নেহ-প্রীতি লাভের যোগ লক্ষিত হয়। স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা লক্ষিত হয়।

মকর : দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকলেও জয়লাভের পথ প্রশস্ত হবে। স্নেহ-প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। কর্ম সম্বন্ধে শুভফল পাওয়া যাবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের কারকতা রয়েছে। ব্যবসা ক্ষেত্রে লাভযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় শুভ হবে।

কুম্ভ : রাগের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। প্রিয়জনের সঙ্গে কলহের যোগ রয়েছে। নিম্ন াঙ্গে পীড়া ও হার্টের দুর্বলতা যোগ রয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। অর্শ ও আমাশার যোগ। পিতার স্বাস্থ্য প্রতি নজর দিন।

মীন : মানসিক চাঞ্চল্য বা উদ্বেগপূর্ণ অবস্থা চলবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে না। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে উদ্বেগ লক্ষিত হবে। আর্থিক আদান প্রদানের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষার শুভযোগ।

ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের প্রতি আবেদন

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে আগামী ১৯-২৩ জানুয়ারি ২০১৪, পর্যন্ত গ্রামোন্নয়ন মেলায় ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার একটি স্টল হবে। আপনার পত্রিকার প্রদর্শনীর জন্য শীঘ্রই আমাদের দফতরে আপনার পত্রিকা পাঠান।

আলিপুর বার্তা- ৫৭/১এ চেতলা রোড, কলকাতা - ২৭। দূরভাষ-৯৮৩০৮৫৪০৮৯

মাঙ্গলিকী

দুই জাদুকরের স্মরণে

এ বছরেই প্রয়াত হয়েছেন বাংলার দুই প্রবাদ প্রতীম বরিষ্ঠ জাদুকর। এঁরা হলেন চন্দননগরবাসী জাদুকর শশাঙ্ক ব্যানার্জি, বরানগরবাসী জাদুকর সুভন তথা সুচারু ভট্টাচার্য। দু'জনেই ছিলেন ধ্রুপদী জাদুর খেলা পরিবেশনের ক্ষেত্রে জাদু নক্ষত্র বিশেষ। বস্তুত শশাঙ্ক ব্যানার্জির পাখি সমেত খাঁচা অদৃশ্য করার খেলা, সুভনের ওয়েস্টার্ন কাপস অ্যান্ড বলসের খেলা (৩টি কাপের তলায় চূড়ান্ত বিস্ময় হিসেবে মুরগীর ছানার আবির্ভাব)। যাঁরাই একবার দেখেছেন, চিরকালই তাঁরা তা মনে রাখবেন। শশাঙ্ক ব্যানার্জি দক্ষ সংগঠকও ছিলেন। বস্তুত তাঁর নেতৃত্বেই চন্দননগর জাদুকর চক্রের নাম বিশ্ব জাদু জগতে সিজেসি নামে খ্যাত হয়। জাদুকর সুভন ইংল্যান্ডে এনজিনীয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করার সময়ে সেই তরুণ বয়সে ওদেশে শিক্ষিত সমাজে ভারতীয় জাদুকর হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। শতাব্দী পার করা লন্ডন ম্যাজিক সার্কেলের সদস্য পদ লাভ করেন। আবার দুই প্রয়াতই সুদীর্ঘকাল এদেশে অনবদ্য জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে অগণিত জাদুপ্রেমী মানুষকে আনন্দ দিয়ে এসেছেন। এদেশের জাদুকর সমাজ দু'জনকেই চন্দননগর জাদুকর চক্রের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানোর মাধ্যমে নিজেদেরকে অলংকৃত করেছেন। বস্তুত বাংলার জাদুকলা চর্চার ইতিহাসে জাদুকর শশাঙ্ক ব্যানার্জি ও জাদুকর সুভন স্থায়ী দাগ রেখে গিয়েছেন। সম্প্রতি হাওড়া ম্যাজিক সার্কেল দুই প্রয়াত পথপ্রদর্শক জাদুকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক স্মরণসভার আয়োজন করেন। প্রথমে দু'জনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলেন সার্কলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আর এক বরিষ্ঠ জাদুকর কে.এন দাস। এরপর একে একে সবাই পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করলেন। যথারীতি ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হল প্রয়াতদের জ্যোতির্ময় আত্মাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। এরপর বহু নবীন-প্রবীণ জাদুকর দুই প্রয়াতের স্মৃতিচারণ করলেন তাঁদের আন্তরিক ভাষণে। যাঁরা বললেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, শম্ভু রায়, ভি.এম. ঘোষ, দেব মল্লিক, তারক দে, অরুণ ব্যানার্জি, সত্যদীপ ব্যানার্জি, বি. কুমার প্রমুখ।

যেহেতু এটি ছিল স্মরণ সভা, শোক সভা নয়, তাই দুই প্রয়াতকে উৎসর্গ করে বৈচিত্রময় জাদু প্রদর্শনীও করলেন তারক দে, অরিজিৎ সোম, বিশ্বজিত চক্রবর্তী, প্রিন্স এস.লাল, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হাওড়া ম্যাজিক সার্কলের যুগ্ম সম্পাদক জাদুকর বি. কুমার ও বিশ্বজিত চক্রবর্তী।

সাহিত্য পত্রিকা বাঙালির মন

অরূপ রতন

উপরোক্ত সাহিত্য পত্রিকার শারদ ও স্মরণ সংখ্যা ১৪২০ আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। এই সংখ্যায় সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজসেবা জগতের, বেশ কিছু প্রয়াত কালজয়ী মানুষকে কবিতায়, নিবন্ধে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

তাঁদের স্মৃতিচারণার মাধ্যমেই নিজেদেরকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন পত্রিকার লেখক-লেখিকা গোষ্ঠী। যাঁদেরকে স্মরণ করা হয়েছে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে তাঁরা হলেন ইংরাজি ও বাংলাতে বহু বিখ্যাত বইয়ের রচয়িতা ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্থন, বহু লিটল ম্যাগাজিনের উপদেষ্টা অরুণা বর্ধন, 'জীবন মুকুর' পত্রিকার সম্পাদিকা গৌরী বসু, 'শব্দের ঝংকার' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা তারাপদ মুখোপাধ্যায় ও রেণুকা মুখোপাধ্যায়, 'শিল্প মনন' পত্রিকার প্রাণ পুরুষ স্বপন কুমার দাস, সাহিত্যিক যূথিকা প্রামাণিক, 'কচি কাঁচা সবুজ সাথী' ও 'কচি কলমে'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বিমল মুখোপাধ্যায়, 'কালের খবর'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ড. জহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়। লিটল ম্যাগাজিন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নবকুমার শীল ও 'আলিপুর বার্তা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তরুণ ভূষণ গুহ মহাশয়কে।

পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষ মন কাড়ে অনুস্মিতা (বর্ধন) শূর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা), ডাঃ জিষ্ণু ভট্টাচার্য, সঙ্গীতা দাস, স্বর্ণেন্দু শেখর দাস, গীতা সরকার, সুনীল মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতা। ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, ড. প্রসুন কুমার পড়িয়া ও সমরজিৎ চক্রবর্তীর নিবন্ধগুলিও মনছোঁয়া।

পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা ও সম্পাদকের তালিকায় অবশ্যই আলিপুর বার্তা ও তরুণ ভূষণ গুহর নাম আছে। শারদ স্মরণ সংখ্যার প্রচ্ছদ অলংকরণ রুচিপূর্ণ।

সম্পাদকীয় যথাযথ। মাত্র ১২ পাতার পত্রিকা, 'বাঙালির মন'-এর শারদ স্মরণ সংখ্যা লেখায় অতি সমৃদ্ধ। অতি উজ্জ্বল প্রকাশনা।

যোগাযোগ: 'সুগীতি'

এন-৬৬, মিত্র কম্পাউন্ড, মেদিনীপুর শহর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১০১

বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ৭৯ তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা কর্পোরেশন ও দেশপ্রাণ স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ৭৯তম মৃত্যুবার্ষিকী ২৪ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে দেশপ্রাণের স্মৃতিসৌধের পাদদেশে মহাসমারোহে পালিত হয় সকাল দশটায়। জ্যোতিপ্রভা সাঁতরা, ওফেলিয়া বরাট, সুতপা মুখার্জি, লতা দত্ত, দীপ্তি চ্যাটার্জি দেবযানী সমাদ্দারের সমবেত বন্দেমাতারম সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে দেশপ্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন দেশপ্রাণ স্মৃতিরক্ষা সমিতির সভাপতি প্রাক্তন বিচারপতি প্রবীর কুমার সামন্ত, সহসভাপতি বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী প্রবোধচন্দ্র সিনহা, সম্পাদক প্রবীর জানা, সাংবাদিক হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জি, কার্তিক সাহা, এস আহমেদ (পি.আর.ও), দেশপ্রাণ ইন্সটিটিউশনের পক্ষ থেকে সুরজিত কুমার দাস এবং অনিমা বিশ্বাস, সুজিত দেবনাথ, বরুণ চক্রবর্তী, সুবীর সরকার প্রভৃতি কবিও দেশপ্রাণের গুণমুগ্ধ অজস্র ব্যক্তি ও বহু প্রতিষ্ঠান। হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, দেশপ্রাণ কোনও অজানা কারণে উপযুক্ত সম্মান পাননি, এমন কি পাঠ্য পুস্তকেও তাঁকে স্থান দেওয়া হয়নি। তাই পাঠ্য পুস্তকে যাতে দেশপ্রাণের অমর দেশপ্রেমের কথা লিপিবদ্ধ হয় সে ব্যাপারে সরকারের কাছে আবেদন করেন।

২৫ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে দেশপ্রাণের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা বিল্ডিং-এর সেনেট হলে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে দেশপ্রাণ স্মৃতি রক্ষা সমিতি। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সুরঞ্জন দাস, প্রাক্তন বিচারপতি প্রবীর কুমার সামন্ত, প্রাক্তন মন্ত্রী বিধায়ক

স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস, মঞ্চে বিচারপতি প্রবীর সামন্ত, অধ্যাপক ভাস্কর চক্রবর্তী ও রাজ্যের প্রাক্তনমন্ত্রী প্রবোধ কুমার সিন্‌হা।

অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সিনহা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান শতবার্ষিকী অধ্যাপক ভাস্কর চক্রবর্তী, বিশিষ্ট চিকিৎসহ ডাঃ বাণীকুমার ষড়ঙ্গী প্রমুখ ব্যক্তিগণ। সভাগৃহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে নক্ষত্র সমাবেশ ঘটে যায়। উপাচার্য ড. সুরঞ্জন দাস প্রবীর জানার লেখা 'দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী মেদিনীপুর' বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং এই বইটি কলকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেফারেন্স বই হিসেবে গৃহীত হয়েছে ও লাইব্রেরির বিক্রয় কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করা যাবে বলে ঘোষণা করলে সভাগৃহ করতালিতে ভরে যায়। স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক ভাস্কর চক্রবর্তী। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সিনহা বর্তমান প্রজন্মের নিকট দেশপ্রাণের আদর্শ প্রচারের গুরুত্বর কথা বিশ্লেষণ করেন।

প্রবীর জানা বলেন, দেশপ্রাণ কখনও যে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি তার প্রমাণ তাঁর করা উইল অনুসারে তাঁর মৃত্যুর পরে উন্নত শিরে তাঁর মরদেহ দাহ করা হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। অতিথিদের হাতে স্মারক, পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় তুলে দেন নবনীতা জানা, রতন ঘোষ ও প্রবীর জানা। ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তব্য রাখেন বিচারপতি প্রবীর কুমার সামন্ত (অবসর প্রাপ্ত)। তিনি বলেন, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দেশপ্রাণের নামাঙ্কিত পুরস্কার (ক্যাশ এওয়ার্ড) প্রদানের প্রস্তুতির কথা।

অগ্নিদেবের শয্যা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলা কিশোর সাহিত্যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস চাঁদের পাহাড়। সেই উপন্যাসের এক বিশেষ উত্তেজনাকর মুহূর্তের অংশ নিয়ে মাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে গ্রথিত হয়েছে অগ্নিদেবের শয্যা গল্পটি। বক্ষ্যমান পৃষ্ঠায় সেই গল্পটির আলোচনা এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সেই গল্প থেকে সম্ভাব্য প্রশ্ন উত্তরের সাজেশন প্রস্তুত করেছেন হোলি চাইল্ড ইনস্টিটিউটের শিক্ষিকা হাসি সাহা

কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিশোর বয়সের উপযোগী বহু গল্প কাহিনী রচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়'। এই উপন্যাসেরই নির্বাচিত অংশ 'অগ্নিদেবের শয্যা' গল্পটি। কাহিনী অনুযায়ী রোমাঞ্চপ্রিয় দুঃসাহসিক স্বভাবের ছেলে শংকর নৈহাটির চটকলের কাজের প্রস্তাব বাতিল করে হীরের খনির সন্ধানে ছুটে গিয়েছিল সুদূর আফ্রিকায় রেল কোম্পানিতে কাজ নিয়ে। এখানে পোর্তুগীজ বন্ধু আলভারেজের সঙ্গে যাত্রা করছিল অফ্রিকার গহন অরণ্যে হীরের খনির সন্ধানে। এই অরণ্যে রাত্রিযাপনকালে বিদেশি বন্ধু আলভারেজ ও শংকর এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের এবং অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। মাঝরাতে এক অস্বস্তিকর অনুভূতির কারণে উঠে বসে, আলভারেজও বোঝে কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কৌতুহল নিবৃত্ত করতে না পেরে বিনা বন্দুকেই শংকর তাঁবুর বাইরে এসে দেখে দলে দলে প্রাণী ছুটে চলেছে পশ্চিম থেকে পূবের পাহাড়ের উদ্দেশে। শ্বাপদ সংকুল এই অরণ্যে শংকরের এই হঠকারিতা বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু মেনে নিতে না পেরে মৃদু তিরস্কারে তাকে সতর্ক করে। নিজেও একই সঙ্গে এমন বন্য জন্তুর সমাহার দেখে অভিভূত হয়ে যায়, সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই বন্য জন্তুর দল খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে একই সঙ্গে তীর বেগে ছুটে চলেছে। এদের মধ্যে হরিণ, কালো বাঘ, বাঁদর, হায়না, বেবুন যেমন আছে অন্যদিকে রয়েছে চিতাবাঘ। খানিকবাদেই তারা উপলব্ধি করে ভূ-সম্পদ শুরু হয়েছে, দূরবর্তী একটি পাহাড়ে অগ্নি উদ্গীরণে রাতের অন্ধকার ম্লান হয়ে লক্ষ লক্ষ তুবড়ি আর রঙমশাল যেমন দেওয়ালীর রাতকে আলোক উজ্জ্বল করে তোলে আফ্রিকার গহন অরণ্যের মধ্য রাতের সৌন্দর্য অনুরূপ। পার্থক্য শুধু একটা দেওয়ালীর রাতকে মানুষ নিজে হাতের তৈরি বাজিতে আলোক উজ্জ্বল করে তোলে আর এদিনের রাতকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে প্রকৃতির বক্ষজাত অগ্নি শোভা।

অন্যদিকে গুরুগম্ভীর শব্দে আকাশ বাতাস আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। এ দৃশ্য যেমন মনোমুগ্ধকর তেমনই ভয়ানক। পোতুর্গীজ আলভারেজ অভিভূত হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাতৃভাষাতেই তা অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে বলেন, 'সাল্টা আলা গ্রাৎসিয়া দ্য কর্ডোভা' অর্থাৎ কি অপূর্ব এই অগ্নি শীলা। শুরু হল প্রস্তর বর্ষণ, প্রাণরক্ষার তাগিদে বাধ্য হয়ে তারা অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। আলভারেজের দৃষ্টি পথে এল জ্বলন্ত মণির মতো দ্রব্য তাঁবুর অভ্যন্তরে। টর্চের আলোয় আলোকিত হওয়ায় বোঝা গেল এটি একটি নেকড়ে শাবক। সহানুভূতিশীল আলভারেজ শংকরকে তাকে রক্ষা করার প্রস্তাব দিলেন। এরপর ক্রমাগত অগ্নিপ্রস্তার বর্ধিত হওয়ায় তারা প্রাণরক্ষার্থে ছুটতে ছুটতে জিনিসপত্র নিয়ে পৌঁছল পাহাড়ের কোলে তখন ভোর। রাতের সেই অগ্নিলীলার সৌন্দর্য অন্তর্হিত হলেও অগ্নিলীলা চলছেই। পার্শ্বস্থ বৃক্ষাবলী মিহি ছাইয়ে পরিপূর্ণ। তখনও আকাশ থেকে ভস্ম পড়েই চলেছে। আলভারেজ কৌতুহল বশত মানচিত্রে এই পাহাড়টির অস্তিত্ব সন্ধান করতে গিয়ে দেখলেন পাহাড়টির নাম 'ওলভোনিয়ো লেঙ্গাই' জুলু ভাষায় প্রদত্ত নামটির অর্থ 'অগ্নিদেবের শয্যা'। সভ্য জগত এসম্পর্কে জ্ঞাত নয়। দূর থেকে পাহাড়টি অগ্নিকটাহের সমতুল্য মনে হচ্ছে গন্ধকের তীব্র গন্ধে প্রাণান্তকর অবস্থা আর ওই রাতে আবার এক বিস্ফোরণে উড়ে গেল পাহাড়ের চূড়া। ভোরে তার এক অন্য আকৃতি। দৃশ্যটি প্রাণময় করে তোলার জন্য লেখক এক সহজ উপমার সাহায্যে নিয়েছেন কুলপি বরফে কামড় দিলে যেমন অবস্থা হয়, অগ্নুৎপাতের পর পাহাড়ের অনুরূপ ভাঁজের সৃষ্টি হয়েছে। পর্বত গাত্রে নির্গত লাভা বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক নিভন্ত মোমবাতির উপমাও দিয়েছেন। কার্যত বিষয়,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার জন্যই লেখকের এমন প্রয়াস।

আধ্যাত্মিক পীঠস্থান ভারতবর্ষ। সেই আধ্যাত্মিক চেতনা শংকরের মধ্যেও বর্তমান ছিল তাই ভারত তথা বাংলার ছেলে শংকর করজোড়ে এই অগ্নিলীলা দর্শন করানোর জন্য দেবাদিদেব মহাদেব তার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেছেন। ভগবানের পরম কৃপায় তার রুদ্র রূপটি দেখার সৌভাগ্য তার ঘটেছে সুতরাং শত হীরক খনির সৌন্দর্য এ দৃশ্যের কাছে নেহাতই তুচ্ছ। তাদের সমগ্র পথশ্রম সার্থক হয়েছে বলে শংকরের মনে হয়েছিল, তাই পরবর্তী পর্যায়ে হীরক খনি দেখা না হলেও আর কোনও আক্ষেপ থাকবে না।

মাধ্যমিক সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :-

১। প্রতিটি উত্তর অনধিক তিনটি বাক্যে লিখে দেখাও। মান-২

ক) 'শংকর তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে বাইরে আসছিল, আলভারেজ বারণ করল' - শংকর তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে বাইরে আসছিল কেন?

কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অগ্নি দেবের শয্যা' গল্পে রোমাঞ্চপ্রিয় নৈহাটির ছেলে শংকর তার সহযাত্রী পর্তুগীজ আলভারেজের সঙ্গে হীরক খনির সন্ধানে বেরিয়েছিল। রাত্রি যাপনের জন্য আফ্রিকার গহন অরণ্যে তাঁবু ফেলে, মাঝরাতে শ্বাপদসংকুল এই অরণ্যে এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আভাস পেয়ে প্রাণভয়ে বন্যজন্তুরা পূবের পাহাড়ে ছুটে চলেছিল। অসংখ্য বন্যজন্তুর শব্দে তাদের ঘুম ভেঙে যায় বিষয়টি কি ঘটছে তা দু'জনের কাছেই অজানা ছিল। কৌতুহল দমন করতে না পেরে শংকর টর্চ নিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়।

খ) 'নিশ্বাস তো এদিকে বন্ধ হয়ে আসে'- নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার কারণ কি?

'অগ্নিদেবের শয্যা' গদ্যে আফ্রিকার গহন অরণ্যে বাংলার ছেলে শংকর এবং তার বিদেশি বন্ধু আলভারেজ হীরক খনির সন্ধানে বেরিয়ে রাত্রিবাস করেছিল। মাঝ রাতে তারা যে অগ্নুৎপাতের সম্মুখীন হয়েছিল, পরদিন তার থেকে উদ্ভুত গন্ধকের তীব্র গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

গ) 'নামটা দেখে মনে হয়' - আগ্নেয়গিরির নাম দেখে আলভারেজের কি মনে হয়েছিল?

আফ্রিকার গহন অরণ্যে শংকর এবং তার সহযাত্রী পর্তুগীজ আলভারেজ এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সম্মুখীন হন। পরদিন মানচিত্রে এই পাহাড়টির অস্তিত্বের সন্ধান করতে গেলে দেখেন নামটি রয়েছে জুলু ভাষায় 'ওলভেনিয়ো লেঙ্গাই' যার প্রকৃত অর্থ 'অগ্নিদেবের শয্যা'। পর্বতের আগ্নেয় প্রকৃতি এই নামের মধ্যেই নিহিত ছিল।

ঘ) 'কী অদ্ভুত ধরনের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য'। কোন দৃশ্যের কথা বলা হয়েছে?

আফ্রিকার গহন অরণ্যে আকস্মিকভাবে বহুবছর পর শংকর ও তার সহযাত্রী পর্তুগীজ আলভারেজের উপস্থিতিতে শুরু হয় আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণ। মধ্যরাতে আলোর রোশনাই দূর করে দেয় রাতের আঁধার। দেওয়ালি রাতে আতসবাজির সৌন্দর্য মানুষ যেমন অভিভূত হয়ে যায় তেমনই নির্জন অরণ্যের বুকে ঘটে যাওয়া আগ্নেয়গিরির অগ্নি উৎগারণ দেখে মনে হয়েছিল লক্ষ তুবড়ি ও রঙমশাল তার সৌন্দর্য প্রকাশে ব্যস্ত। এই অভূতপূর্ব সৌন্দর্যের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

২। অনধিক পাঁচটি বাক্যে উত্তর দাও। মান-৩

ক) 'তাঁবু ওঠাও শিগ্‌গির' - কোন তাঁবু? তাঁবু ওঠানোর প্রয়োজন হয়েছিল কেন?

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অগ্নিদেবের শয্যা' গদ্যে নৈহাটির ছেলে শংকর এবং তার সহযাত্রী পর্তুগীজ বন্ধু আলভারেজ হীরক খনির সন্ধানে বেরিয়ে রাত্রিযাপনের জন্য আফ্রিকার গহন অরণ্যে তাঁবু ফেলেছিল। সেই তাঁবুর কথাই বলা হয়েছে।

মধ্যরাতে ওই গহন অরণ্যে দূরবর্তী এক পাহাড়ে শুরু হয় অগ্নি উদ্গীরন। প্রথমাবস্থায় তমসা অপসরণকারী আলোর ছটার স্বাভাবিক সৌন্দর্য দুই পর্যটককে অভিভূত করে দিয়েছিল কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে শুরু অগ্নি প্রস্তর পতন। সুতরাং প্রাণভয়ে এই কঠিন যাত্রা শুরু করে তারা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়।

এরপর আগামী সংখ্যায় পড়াশোনা পাতায়

মাউন্ট অফ কিলিমাঞ্জরো

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে সারা বাংলা নিখিলবঙ্গ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও গ্রামোন্নয়ন মেলা ২০১৪

১৯ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০১৪

স্থান : সামালি, মনসাতলা, বিবেকনিকেতন, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
মেলার স্টল এবং প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে জানার জন্য যোগাযোগ- ৯৮৩০৮৫৪০৮৯ অথবা ৯৮৩০২৮৪৯৯২।

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

রোজ পাউরুটি খেলে ক্যান্সার হতে পারে

হাতে সময় কারও বেশি নেই। তাই কম সময়ের মধ্যে চটজলদি ব্রেকফাস্ট সারতে পাউরুটি, মাখনকে বেছে নিয়েছেন বেশির ভাগ কর্মব্যস্ত মানুষ। পেট ভরছে ঠিকই কিন্তু আদৌ পাউরুটিতে কোনও উপকারিতা আছে না উল্টে ক্ষতি হচ্ছে শরীরের। বিভিন্ন গবেষণা পত্র থেকে জানা গিয়েছে পাউরুটি খেলে পেট ফাঁপতে পারে। এমনকি ফাঁপেও। অবসাদগ্রস্ত এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো রোগেও ভুগতে পারেন।

কী কী কারণে পাউরুটি ক্ষতিকারক

১) পাউরুটি এবং আটা-ময়দায় থাকে গ্লুটেন নামে এক ধরনের প্রোটিন। আটা-বার্লি-জই-ময়দায় এক ধরনের হড়হড়ে আঠালো প্রোটিন থাকে। এই গ্লুটেনের কারণেই পেট ফোলে-ফাঁপে, তলপেটে ব্যথা হয়, ডায়রিয়া-কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে, বুক জ্বালাও করে। ইউনিভার্সিটি অব পোর্টস মাউথের এক গবেষণা পত্র থেকে জানা যাচ্ছে রুটি বা পাউরুটি খাওয়ার জেরে মানুষের এই ধরনের সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে। কিন্তু তবুও কেন জেনে শুনে আটা ও ময়দা জাতীয় খাবারের প্রতি আসক্তি থাকে ভুক্তভোগীদের? ব্রিটিশ ডায়বেটিক অ্যাসোসিয়েশনের হেলেন বন্ড জানিয়েছেন রুটি অথবা পাউরুটি কার্বোহাইড্রেট খেলে গ্লুকোজে পরিণত হতেই মস্তিষ্ক থেকে সুখপ্রদায়ী হরমোন সেরোটোনিন নির্গত হতে থাকে। যার জন্য রুটি, পাউরুটি, রোল, সিঙ্গাড়া, লুচি দেখলে আসক্তি অনুভব হয়। গন্ধ পেলেই খাওয়ার ইচ্ছে হয়।

২) পাউরুটি তৈরি করতে গিয়ে প্রক্রিয়াকরণের পথে আগে যে পরিমাণ ইস্ট সংমিশ্রণ করা হত, বর্তমানে তার চেয়ে তিনগুণ বেশি ইস্টের ব্যবহার হয়ে থাকে। ইস্ট গ্যাঁজানোর জন্য আগে দীর্ঘ সময় পেত, এখন পাচ্ছে না। ইস্ট ভাঙতে সময় লাগছে। আর পাউরুটি মধ্য দিয়ে এই ইস্ট অন্ত্রে পৌঁছে হজমের সমস্যা তৈরি করছে। কিংস কলেজে লন্ডনের অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞ জোনাথন ব্রোস্তফ সেরকমই জানিয়েছেন। অন্যদিকে ব্রেড ম্যাটারস বইয়ের লেখক অ্যানড্রিড হোয়াইটলিক দাবি, ইস্ট ছাড়া যদি পাউরুটি বানানো হয়, তাহলে সেই পাউরুটি গ্লুটেন। এই পাউরুটি খেলে হজমের কোনও সমস্যা হয় না।

যারা ১০-২৪ ঘণ্টা ধরে গ্যাঁজানো ময়দা থেকে তৈরি রুটি খান, তাদের সেরকম কোনও সমস্যা হয় না। কিন্তু কারখানায় তৈরি রুটিতে ক্ষতি হয় শরীরের। উল্লেখ্য, পাউরুটি ফাঁপানোর জন্য ছত্রাকঘটিত যে হলদেটে সফেন ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাকে ইস্ট বলা বা হয়ে থাকে। অ্যানড্রিড হোয়াইটলি মনে করেন, স্টেরিলাইজ করার জন্য যে পাউরুটিতে উৎসেচক এবং স্ট্যারিলাইজার ব্যবহার করা হয়ে থাকে, অতি পাউরুটি হজমের ব্যাঘাত ঘটায়। ম্যাঞ্চেস্টার ওয়াইডেনসাউই হসপিটালের অন্ত্র বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডাঃ পিটার হোরওয়েল জানিয়েছেন, সমস্যা রয়েছে সেই গ্লুটেনেই। এটা সবসময়ই হজমে ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকে। পাউরুটি খাওয়ার সময় হজমের কথা মাথায় থাকে না। খেয়েই চলি। মনে রাখতে হবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা শিকারি ছিলেন। শিকার ধরে খাওয়াই ছিল অভ্যেস। সঙ্গে মাছ, মাংস, সবজি এবং ফল। গম/ আটা/ ভুট্টা তখন খাওয়া হত না।

ব্রিটেনের লিডস মেডিকেল স্কুলের ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের প্রফেসর ডাঃ পিটার হাউডলি জানিয়েছেন, কারও যদি সর্ভসঞ্চার অথবা ধারাবাহিক গর্ভপাত ঘটে তাহলে তার গ্লুটেন জনিত সিলিয়া ডিজিজে ভুগছেন কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

সিলিয়া ডিজিজ জন্ম থেকে পাওয়া রোগ। কারও ক্ষেত্রে শক্ত খাবার খাওয়া শুরু করলে এই রোগ ধরা পড়ে। আবার কারও কারও ক্ষেত্রে ৪০-৬০বছরে পৌঁছে এই ডিজিজ সামনে আসে। গড়পড়তা হিসেব সিলিয়াকে ডিজিজ শনাক্ত করতে করতে ১৩ বছর পেরিয়ে যায়। তবে একবার শনাক্ত হওয়ার গ্লুটেনজাতীয় খাবার খাওয়া ছেড়ে দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি চাঙ্গা হয়ে ওঠেন।

রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে সিলিয়া ডিজিজ শনাক্তকরণ করা হয়ে থাকে। অন্ত্রের বায়োপসি করেও এর শনাক্তকরণ করা যায়। গ্লুটেন প্রোটিনের অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে মূলত ক্ষুদ্রান্ত্রের পরত প্রাচীরকে আক্রমণ করে যেতে থাকে প্রতিরোধী অন্ত্রে। এই আক্রমণের ফলে শরীরে ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ ঠিকমত শোষণ হয় না। এরকম চলতে থাকলে ধীরে ধীরে ওজন হ্রাস পাবে, ক্লান্তি ভাব আসবে, মাথাব্যথা হবে, দাঁতের এনামেলের ক্ষতি হয়, আয়রণ-ক্যালশিয়াম-ভিটামিন বি-১২-র খামতি ঘটে। কারও কারও মুখে ঘা হয়। কারও অস্টিওপোরেসিস হয়।

কারও প্রজনীন সক্রিয়তা হ্রাস পায়। কারও কারও ধারাবাহিক গর্ভপাত ঘটে চলে। অস্থিসন্ধি বাত হয়। কারও নিইরোপ্যাথির ভোগান্তি হয়-হাত এবং পায়ের আঙুলে আসড়তাব কাঁপুনি লক্ষ্য করা যায়। গ্লুটেন ভোগান্তিরা যদি পাউরুটি খান তাহলে কয়েকটি বিধিনিষেধ মানা প্রয়োজন। টেবিল চামচ খাবার সোডা দিয়ে পাউরুটি খেতে হবে। খাবার আগে অবশ্যই এক গ্লাস জল পান করা বাঞ্ছনীয়। রুটি, পিৎজা এবং ব্রাউন ব্রেড ক্ষেত্রেও একই বিধিনিষেধ।

শুধু গ্লুটেন ভোগান্তি নয়, পাউরুচি ঘিরে রয়েছে আরও বেশ কিছু সতর্কীকরণ। যেমন ক্যান্সার কাউন্সিল অব অস্ট্রেলিয়ার একটি গবেষণা পত্র থেকে জানা যাচ্ছে, ধারাবাহিক সাদা পাউরুটি যারা খান তাদের টাইপ টু ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কিডনিতে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানা গিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ক্যান্সার প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে। প্রফেসর হোরওয়েল আরও জানিয়েছেন, যাদের কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা রয়েছে, তাদের ফাইবার যুক্ত খাবার এবং খাদ্যে বেশি পরিমাণে আঁশ থাকলে তা ক্ষতিকারক। অন্ত্রে সমস্যা না থাকলে ব্রাউন ব্রেড খাওয়া যেতে পারে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেদ জমলে বয়স্ক মহিলাদের সমস্যা বাড়ে

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় মেদ জমার প্রবণতা। শুধু সৌন্দর্য রক্ষার জন্যই নয়, অন্যান্য রোগ বালাই দূরে রাখতে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যাবশক। নয়তো বেড়ে যেতে পারে উচ্চ রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের প্রবণতা। অস্বাভাবিক হারে ওজন বাড়তে থাকলে হার্টের অসুখ হতে পারে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আসে মেনোপজের পরে।

●মেনোপজ স্টেজে শরীরে হরমোন ক্ষরণের পরিবর্তনে তলপেটে চর্বি জমা শুরু হয়। পুরো শরীর মেদবহুল না হলেও কয়েকটি জায়গায় মেদ জমা শুরু হয়।

●প্রি-মেনোপজাল স্টেজে কিংবা মেনোপজের পর অনেকেই মানসিক অবসাদে ভোগেন। শরীরচর্চা মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই চলে যায়।

●এই বয়সে মেটাবলিক রেট আগের থেকে অনেক কমে যায়। তাই খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণে রাশ টানা দরকার। সেটা অনেকেই করেন না।

●মনে রাখবেন

মেনোপজ আশাহত হওয়ার মতো কোনও ঘটনা নয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতিতে মেনোপজের পরও যৌনজীবনে কোনও সমস্যা আসে না। তাই অবসাদগ্রস্ত না হয়ে আরও বেশি করে নিজের প্রতি নজর দিন। কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট এক্সারসাইজ অতি অবশ্যই করতে হবে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেটাবলিক রেট কমে যায়। তাই খাওয়া-দাওয়ায় রাশ টানুন। ৩০-৪০ বছর বয়সে যা খেতেন, তা থেকে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে আনুন। এই সময় শরীরের ক্যালরি বার্ন করার ক্ষমতা কমে যায়।

মেনোপাজের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক অসুস্থতা হয়ে থাকে। মেনোপজের লক্ষণ দেখা দিলেও চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। এ সময় শরীরে যাতে অতিরিক্ত মেদ না জমে, তার জন্য নির্দিষ্ট ওষুধ চিকিৎসকরা দিয়ে থাকেন।

১৫ একর জমি দখল করে হচ্ছে সচিবালয়

ষোলো পাতার পর

বরং মাঠকে অত্যাধুনিকভাবে গড়ে তোলা হবে।'

শিলান্যাসের দু'দশকেও কেন বামফ্রন্ট সরকার এখানে কিছু করে উঠতে পারেনি? এই প্রসঙ্গে তৎকালীন হাওড়া পৌরসভার মেয়র স্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'একেবারেই আমাদের আমলে কোনও কিছু হয়নি তা একদমই ঠিক নয়। আমরা ইন্ডোর স্টেডিয়াম করেছিলাম। প্রস্তাবিত আরও অন্যান্য প্রকল্প করার ইচ্ছা থাকলেও অর্থের কারণে করা সম্ভব হয়নি। অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নানা প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ তার বিনিময়ে তারা যেসব প্রস্তাব দিয়েছিল তা মানা কখনোই সম্ভব ছিল না। চাইনি ফাঁকা জমিটা কোনওভাবে হাতছাড়া হোক। এখন এখানে জোর করে সচিবালয় করলে হাওড়ার মানুষ তা কিন্তু মেনে নেবে না।'

এই মাঠেই রোজ আসেন স্থানীয় একটি স্কুলের শিক্ষক। তিনিও মধ্য হাওড়ার একমাত্র ফুসফুস এইভাবে দখল হয়ে যাক চান না। তাঁর মতে এই মাঠে কেবল খেলাধুলা হবে এই শর্তেই কিন্তু মাঠটি চাষিদের থেকে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে সচিবালয় গড়ে উঠলে একটা আইনি বাধা আসতে পারে।

এই মাঠের একদম প্রথম থেকে যারা শরিক সেই স্বামীজি সঙ্ঘের প্রতিনিধি সনৎ দাস মাঠ প্রসঙ্গে জানান, 'সারা বছর বিভিন্ন পার্টির মিটিং, সভা, সার্কাস, মেলার পর মাঠের যা হাল হয় তাতে মাঠ আর খেলার যোগ্য থাকে না।

এখানে অবস্থিত বিশাল ইন্ডোর স্টেডিয়ামটি কার্যত পোড়োবাড়িতে পরিণত হয়েছে। বহু বছর সেখানে কোনও খেলাধুলাই হয়নি।

মাঝে ফিল্ম বা রিয়ালিটি শো'র শ্যুটিং হতো। এখন সেটাও বন্ধ। সেখানে এখন কেবল ভোটের কাজ হয়।' এই মাঠেই প্রতিদিন বিকালে আসেন প্রবীণ অসিত ঘোষ। এই মাঠে নিয়েও তাঁর মনেও চরম ক্ষোভ।

সচিবালয় হোক তা নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। তার বিনিময়ে যেন এই খোলা মাঠ হারিয়ে না যায় সেটাই তিনি চান।

এই মাঠ প্রসঙ্গে অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের পৌরমাতা তন্দ্রা বসু জানান, 'মাঠকে বাঁচিয়ে রেখেই সচিবালয় গড়া হবে। বর্তমানে মাঠের অনেক সমস্যা আছে। আগের পৌরবোর্ডের আমলে চেষ্টা করেও মাঠের বিশেষ কিছু সংস্কার করতে পারেনি। এবার আমাদের বোর্ড মাঠকে সংস্কার করে এক নতুন রূপে হাওড়াবাসীর কাছে তুলে ধরবে।'

নিষ্ঠাবান ফুটবলার ছিলেন বিদ্যুৎ মজুমদার

ষোলো পাতার পর

খেলা ছাড়াও তিনি আমার ব্যক্তিগত জীবনে আরও অনেক রকমের সাহায্য করেছেন।

তাঁর খেলার প্রতি একাগ্রতা এবং অ্যাগ্রেসিভ মাইন্ড আমাকে দারুণ ভাবে প্রভাবিত করেছেন। বিদ্যুৎদা প্রতিদিন সবার আগে অনুশীলনে নামতেন এবং সবার শেষে অনুশীলনে ছেড়ে বেরতেন। মানুষটি খেলার বাইরে সব সময় ফিটফাট হয়ে থাকতেন। খেলা ছাড়ার পরও তাঁকে লেকের মাঠে বাচ্চাদের নিয়ে কোচিং করাতে দেখেছি। নস্যি ছাড়া আর কোনও নেশা তিনি কখনই করেননি। তিনি যে পরিশ্রম আর নিষ্ঠা নিয়ে ফুটবল খেলতেন, সেই তুলনায় পরিচিতি পাননি মহানগরীর ফুটবল মহলে। বলা যেতে পারে এক প্রকার ব্রাত্য হয়েই ছিলেন। আজ খুব খারাপ লাগছে, বিদ্যুৎদার মতো একজন বড় মাপের ফুটবলার নীরবে চলে গেলেন, কেউ জানতেই পারল না। অথচ তিনি দু দশক ময়দানে দাঁপিয়ে বেড়িয়েছেন। ১৯৬৭ সালে কুয়ালালামপুরে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে চড়িয়েছিলেন। একই সময় মহামেডানের লিগ চ্যাম্পিয়ন দলের অপরিহার্য সদস্য ছিলেন। মোহনবাগানের খেলার পাশাপাশি একাধিকবার সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার হয়ে খেলেন এমনকি একবার অধিনায়কও হয়েছিলেন। ভারতীয় ফুটবলে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি নীরবে প্রয়াত হলেন। তাঁর এই পরিণতি কোনও দিন মন থেকে মেনে নিতে পারব না।

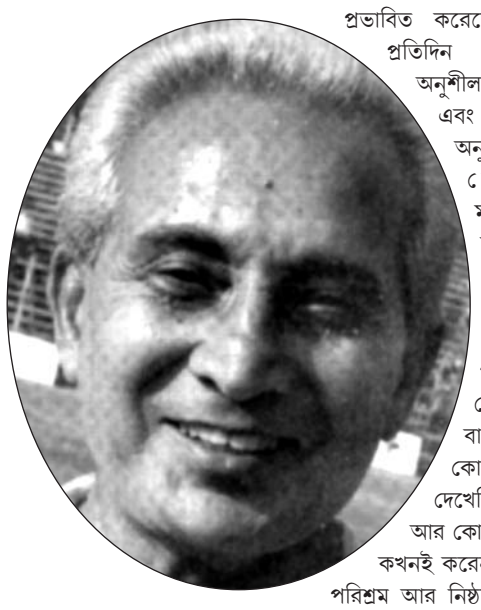

সম্পাদকীয় বিভাগের সংযোজন

প্রয়াত ফুটবলার বিদ্যুৎ মজুমদার প্রয়াণের দিন অবধি ছিলেন 'নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি' ও 'আলীপুর বার্তা' পত্রিকার একান্ত সুহৃদ এবং আপনজন। এই দুই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত তরুণ ভূষণ গুহ নিজে ছিলেন বাংলার বিখ্যাত ব্যায়ামবীর। তাই বক্সিং থেকে ফুটবলে আসা বিদ্যুৎবাবুকে তিনি বিশেষভাবে স্নেহ করতেন। ১৯৪৮ সালে বিদ্যুৎ মজুমদার আন্তঃস্কুল বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৩৫ সালে জন্মানো এই মিড ফিল্ডার ৫৩ সালে যোগ দেন রেল দলে। ১৯৫৫ সালে এরিয়ান্স ক্লাবকে আইএফএ শিল্ড রানার্স করেন। '৫৬তে খিদিরপুর হয়ে '৫৭ সালে সই করেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। তারপর আবার ২ বছর খিদিরপুরে থেকে ১৯৬০-এ যোগদেন রাজস্থানে। সেই সময় তিনি রাইট-ইন থেকে নেমে আসেন মিড ফিল্ডে। ১৯৬১-তে লিয়েনে মোহনবাগানের হয়ে যান পূর্ব আফ্রিকা সফরে। '৬২ থেকে '৬৬ টানা পাঁচ বছর সবুজ-মেরুন জার্সি পরে চারবার দলকে করেছেন কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন। তিন বার ছিনিয়ে নিয়েছেন ডুরান্ড কাপ। '৬৭তে সাদা-কালো জার্সি পরে ১০ বছর পরে মহামেডান তাঁবুতে এনেদেন লিগ চ্যাম্পিয়নের শিরোপা। ৪ বছর ওই ক্লাবে খেলে ৭১-৭২এ হাওড়া ইউনিয়ন থেকে অবসর নেন। এরপরেই শুরু করেন আগামী দিনের ফুটবলার তৈরির কাজ। তবে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির যে কোনও কাজেই ডাকা মাত্র তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন কর্মযজ্ঞে।

আমাজনের তীরে এবার মহাযুদ্ধের দামামা

ষোলো পাতার পর

প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল

১) ২৮ জুন গ্রুপ এ জয়ী বনাম গ্রুপ বি রানার্স (বেলো হোরিজন্টে)

২) ২৮জুন গ্রুপ সি জয়ী বনাম গ্রুপ ডি রানার্স (রিয়ো ডি জেনিরো)

৩) ২৯জুন গ্রুপ বি জয়ী বনাম গ্রুপ এ রানার্স (ফোর্টালেজা)

৪) ২৯জুন গ্রুপ ডি জয়ী বনাম গ্রুপ সি রানার্স (রেসিফে)

৫) ৩০জুন গ্রুপ ই জয়ী বনাম গ্রুপ এফ রানার্স (ব্রাসিলিয়া)

৬) ৩০জুন গ্রুপ জি জয়ী বনাম গ্রুপ এইচ রানার্স (পোর্ত আলেগ্রে)

৭) ১জুলাই গ্রুপ এফ জয়ী বনাম গ্রুপ ই রানার্স (সাও পাওলো)

৮) ১জুলাই গ্রুপ এইচ জয়ী বনাম গ্রুপ জি রানার্স (সালভাডর)

কোয়ার্টার ফাইনাল

ক) ৪জুলাই ১ নম্বর ম্যাচের জয়ী বনাম ২ নম্বর ম্যাচের জয়ী (ফোর্টালেজা)

খ) ৪জুলাই ৫ নম্বর ম্যাচের জয়ী বনাম ৬ নম্বর ম্যাচের জয়ী (রিয়ো ডি জেনিরো)

গ) ৫জুলাই ৩ নম্বর ম্যাচের জয়ী বনাম ৪ নম্বর ম্যাচের জয়ী (সালভাডর)

ঘ) ৫জুলাই ৭ নম্বর ম্যাচের জয়ী বনাম ৮ নম্বর ম্যাচের জয়ী (ব্রাসিলিয়া)

সেমি ফাইনাল

১) ৮জুলাই ক ম্যাচের জয়ী বনাম খ ম্যাচের জয়ী (বেলো হোরিজন্টে)

২) ৯জুলাই গ ম্যাচের জয়ী বনাম ঘ ম্যাচের জয়ী (সাও পাওলো)

প্লেট ফাইনাল (তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের জন্যে)

১ নম্বর ম্যাচের পরাজিত সঙ্গে ২ নম্বর ম্যাচের পরাজিত (ব্রাসিলিয়া)

ফাইনাল (১৩ জুলাই)

(রিয়ো ডি জেনিরো)

আগামী সংখ্যা থাকবে গ্রুপ লিগের প্রত্যেকটি ম্যাচের অংশগ্রহণকারী দল ও ভেনুর নাম।

পশ্চিমবঙ্গে সর্বশিক্ষা মিশনে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও ইনফর্মেশন সিস্টেম কর্মী চাই

দুয়ের পাতার পর

বয়স: ১ জানুয়ারি ২০১৩তে ২১ থেকে ৩৫ বছর বয়স হতে হবে।

বেতন: অপারেটর পদের ক্ষেত্রে মাসিক ১১,০০০ টাকা ও কোঅর্ডিনেটার পদের ক্ষেত্রে মাসিক ১৫,০০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে ২৫ নম্বরের প্র্যাক্টিকাল পরীক্ষা ও ৫ নম্বরের ইন্টারভিউয়ে প্রার্থী যে নম্বর পাবেন তার মোট যোগফলের উপর।

দরখাস্ত পদ্ধতি: www. wbsed. gov. in ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম নিয়ে নিজের হাতে পূরণ করে জেলার সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা প্রজেক্ট অফিসে জমা দিতে হবে। দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন ২ কপি সেল্ফ অ্যাটেস্টেড পাসপোর্ট ফটো। ১টি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় লাগাবেন অপরটি দরখাস্তের সঙ্গে দিয়ে দেবেন। স্থায়ী বসবাসের প্রমাণপত্রের জেরক্স এবং নাম ঠিকানা লেখা একটি খাম দেবেন। খামের প্রয়োজনীয় মূল্যের ডাকটিকিট দিয়ে দেবেন। আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩।

Tender Notice

Tender Notice No.	Name of the project	Cost of the project
8/MGNREGS/2013-14	Supply of brick for construction of brick path at Mantu Doloi House to Kamini Road culvert under Bakkhali Range under sanction vide memo no 335/MGNREGSC dated 14.06.2013 by District Nodal Officer, District MGNREGS Cell South 24 - Parganas against tender notice no 8/MGNREGS/2013-14 during the year 2013-14.	Rs. 2,43,750.00

Sealed tenders are invited from the bonafied and resourceful contractors having experience in the works of construction. The details may be seen at the office of the undersigned during office hours of working days.

1. Date of Submission of application : From 23.12.2013 to 30.12.2013 During the office hours.
2. Issue of Tender papers : From 23.12.2013 to 30.12.2013 During the office hours.
3. Last date of submission of tender paper : 31.12.2013 within 4:00 PM.
4. Date of opening of tender paper : 31.12.2013 after 5:00 PM.

Sd/-
Divisional Forest Officer
24-Parganas South Division

1604/2/10-12-13

হাওড়ার ডুমুরজলা স্পোর্টস কমপ্লেক্স হতে পারত দ্বিতীয় দেশ সেরা ক্রীড়াঙ্গন

১৫ একর জমি দখল করে হচ্ছে সচিবালয়

অভিমন্যু দাস

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছায় ইতিমধ্যেই হাওড়ার মন্দিরতলায় মহাকরণ রাইটার্স বিল্ডিং থেকে 'নবান্ন'তে উঠে এসেছে। 'নবান্ন'কে ঘিরে হাওড়াবাসী যথেষ্টই খুশি। কিন্তু সরকারের আরেকটি পদক্ষেপে হাওড়াবাসী কতোটা খুশি হবেন সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। বাম জমানায় প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধন হাওয়া ৫৬ একক জমির উপর তৈরি ডুমুরজলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে এবার মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় তৈরি হবে। মধ্যহাওড়ার ডুমুরজলার ৫৬ একর এই ফাঁকা জমিই হাওড়া শহরের 'ফুসফুস'। শহরে যেটুকু খেলাধুলা করার জায়গা আছে তার মধ্যে এটাই একমাত্র ভরসা। সেখানে ২৫ তলার বিল্ডিং তৈরি হবে। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি এই ঘোষণা করেছেন। ইতিমধ্যে এই ঘোষণাকে ঘিরে একটা চাপা বিক্ষোভ হাওড়ার মানুষের মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও হাওড়ার নতুন তৃণমূল সাংসদ প্রাক্তণ ফুটবলার প্রসূন ব্যানার্জিকে ঘিরে হাওড়ার ক্রীড়ামহলে একটা খুশির হাওয়ার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে তাঁকে ধরে হাওড়া জেলা ক্রীড়া উন্নয়নের নানা পদে বসতে শুরু করেছেন।

এই ইন্ডোর স্টেডিয়ামটিতে খেলা নয় হতো সিনেমা ও রিয়ালিটি শো'এর শুটিং। এখন তাও হয় না। ভূতের বাড়ি হয়ে পড়ে আছে স্টেডিয়ামটি।

জমি জবরদখল হয়ে মাঠের এক প্রান্তে গড়ে উঠেছে একটি মিনিবাসের গ্যারাজ, গাড়ি তৈরির বড় বড় যন্ত্রাংশের গ্যারাজ পার্টি অফিস, অসংখ্য ক্লাবঘর।

১৯৯১ সালের ১৫ মার্চ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীকে নিয়ে এখানে স্পোর্টস কমপ্লেক্স করার জন্য শিলান্যাস করে গিয়েছিলেন। সেই সময় পরিকল্পনা ছিল একটি ৪০ হাজার দর্শকাসনের পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়ামসহ ইন্ডোর স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, টেনিসকোর্ট, বাস্কেটবল কোর্ট, হকির মাঠ সহ ৩২টি খেলার পরিকাঠামো গড়ে তোলা। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাম আমলেই সেই পরিকল্পনার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। জ্যোতি বসুর সেই উদ্বোধন করা ভিত্তি প্রস্তর শিলা ২২ বছর পর আজও চরম অবহেলায় পড়ে আছে। কার্যত উধাও হয়ে গিয়েছে সেই স্পোর্টস কমপ্লেক্সের নক্সা-ভাবনাও। বাম সরকার তাদের তৈরি প্রকল্প গড়ার বিষয়ে কার্যত কোনও নজর দেয়নি। আর এই নতুন সরকারও একই কাজ করছে। বরং তারা উল্টে সেখানে খেলার মাঠের বদলে সচিবালয় তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছে।

বর্তমানে এই ডুমুরজলা কমপ্লেক্সে গেলে দেখা যাবে ৫৬ একর জমি জবরদখল হয়ে গড়ে গড়ে উঠেছে বহু মানুষের ঝুপড়ি বাড়ি। মাঠের এক প্রান্তে গড়ে উঠেছে একটি মিনিবাসের গ্যারাজ। মাঠের আর এক প্রান্তে একাধিক লাক্সারি বাসের গ্যারাজ। গাড়ি তৈরির বড় বড় যন্ত্রাংশের গ্যারাজ। রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিস, অসংখ্য ক্লাবঘর।

মধ্য হাওড়ার এই একমাত্র 'ফুসফুস' কেন্দ্রে ডুমুরজলা সংলগ্ন অঞ্চল ছাড়াও মন্দিরতলা, শিবপুর, কদমতলা, হাওড়া ময়দান, সন্ধ্যাবাজার, মল্লিকফটক, ইছাপুর, রামরাজাতলা, দাশনগর, সাঁতরাগাছি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সকাল বিকাল দু'বেলাই ৮-৮০ বছরের সমস্ত স্তরের মানুষ এখানে নিয়মিত আসেন। অনির্বাণ, ধীমান, প্রেমাংশুদের গড় বয়স ৩০ বছর। প্রতিদিন এরা সকলেই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে খেলতে আসেন। এঁদের প্রত্যেকের মনে একটা চাপা ক্ষোভ মাঠকে ঘিরে। তাঁরা প্রত্যেকেই চান সচিবালয় হোক। কিন্তু মাঠকে ধ্বংস করে নয়। জমিতে সচিবালয় কেন এই প্রসঙ্গে রাজ্যের শাসক দলের মধ্য হাওড়ার বিধায়ক তথা কৃষি বিপণন মন্ত্রী অরূপ রায় এক টেলিফোন সাক্ষাতে জানান, 'মাত্র ১৫ একর জমি নিয়েই তো সচিবালয় গড়া হবে। বাকি ৪১ একর জমিতে যেমন স্পোর্টস কমপ্লেক্স ছিল তেমনি থাকবে। আমাদের সরকার খেলাকে সবসময়ই অগ্রাধিকার দেয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

এরপর পনেরো পাতায়

নিষ্ঠাবান ফুটবলার ছিলেন বিদ্যুৎ মজুমদার

সুভাষ ভট্টাচার্য, প্রখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক

পঞ্চাশের শেষ থেকে সত্তর দশকের শুরু পর্যন্ত কলকাতা ময়দানে মোহনবাগান ও মহামেডানের হয়ে দাপিয়ে খেলেছেন বিদুৎ দা। তাঁর মতো আমুদে, সদাহাস্যময় মানুষটি এভাবে নীরবে চলে যাবেন তা ভাবতেই পারছি না। বিদ্যুৎ দা শুধু দারুণ বল প্লেয়ারই ছিলেন না অসম্ভব পরিশ্রমী ফুটবলারও ছিলেন তিনি। সে সময় ৩-২-৫ সিস্টেমে খেলা হত। ওই ফর্মেশনে বিদ্যুৎদার পজিশন ছিল মাঝ মাঠে। তিনি অসম্ভব ভাল বল স্ল্যাচিং করতে পারতেন এবং ততোধিক দক্ষতার সঙ্গে নিখুঁত ঠিকানা লেখা পাসিং আর বল সাপ্লায়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। নতুন ছেলেদের দারুণ উৎসাহ ছিলেন। হাওড়া ইউনিয়নে তাঁর সঙ্গে খেলেছি। আমার ফুটবল জীবনে তাঁর একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিন থেকেই আমাকে বড় দাদার মতো সব সময় বুকে আগলে রাখতেন। আমি মূলত বাঁ পায়ের খেলোয়াড় ছিলাম।

প্রতিদিন অনুশীলনের পর তিনি আমাকে আলাদা করে নিয়ে দীর্ঘ সময় ডান পা ব্যবহারের অনুশীলন করাতেন। তার জন্য ক্লাবের মালিকদের নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে সাহায্য করতেন। খেলা চলাকালীন আমাকে 'সুভাষের বাচ্চা' বলে সম্বোধন করতেন।

এরপর পনেরো পাতায়

আমাজনের তীরে এবার মহাযুদ্ধের দামামা

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৪

গ্রুপ এ : ব্রাজিল, ক্রোয়েশিয়া, মেক্সিকো, ক্যামেরুন

গ্রুপ বি : স্পেন, নেদারল্যান্ডস, চিলি, অস্ট্রেলিয়া

গ্রুপ সি : কলম্বিয়া, গ্রিস, আইভরি কোস্ট, জাপান

গ্রুপ ডি : উরুগুয়ে, কোস্টারিকা, ইংল্যান্ড, ইতালি

গ্রুপ ই : সুইজারল্যান্ড, ইকুয়েডর, ফ্রান্স, হন্ডুরাস

গ্রুপ এইচ : বেলজিয়াম, আলজিরিয়া, রাশিয়া, কোরিয়া

উদ্বোধনী ম্যাচ : ১২ জুন ২০১৪

১২-২৬ জুন অবধি চলবে গ্রুপ লিগের

গ্রুপ এফ : আর্জেন্টিনা, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, ইরান, নাইজেরিয়া

গ্রুপ জি : জার্মানি, পর্তুগাল, ঘানা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

খেলা। এরপর প্রত্যেকটি গ্রুপের বিজয়ী ও রানার্স, মোট ১৬টি দলকে নিয়ে চলবে প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল।

এরপর পনেরো পাতায়

সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সুধীর নন্দী কর্তৃক এল.এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা - ৭০০০১৫ হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক ঃ** কুণাল মালিক।